১০ম

নন্দনকানন গ্রন্থাবলী

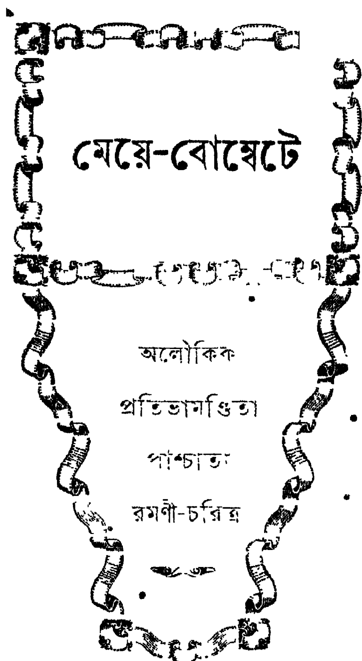
মেয়ে বোম্বেটে



[illegible] মুখোপাধ্যায়

বসুমতী

নন্দন-কানন—১০ম সিরিস





শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২১এ এপ্রিল, ১৯৩২

বসুমতী ইলেক্ট্রো মেসিন প্রেস

১১৬।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

নন্দন-কাননে উপন্যাস-জগতের বরেণ্য পুষ্পস্তবক—পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় সুরভি পুষ্প-সম্ভার যাহাতে মাসে মাসে ফুটিতে পারে, আমরা সে চেষ্টার ত্রুটী করিব না। উপন্যাসের যে বিভাগে যাহা শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, পাঠক! নন্দন-কাননে তাহার সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।

নন্দন-কাননের নব-কল্পের প্রথম উপহার—"মেয়ে বোম্বেটে" গোয়েন্দা উপন্যাসের পারিজাত; আমরা বহু যত্নে চয়ন করিয়াছি। "মেয়ে বোম্বেটে"—রোমহর্ষণ ঘটনাবৈচিত্র্যে, বিবিধ অদ্ভুত চরিত্রের সমাবেশে, অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় নিগূঢ় রহস্যের সৃষ্টি-কৌশলে, এবং উপসংহারে সেই রহস্য-কুহেলি-রচিত মায়া-পুরীর ন্যায় নিগূঢ় গুপ্ত-মন্ত্রের উদ্ভেদে, পাঠক যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিবেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

"মেয়ে বোম্বেটে" নামক অদ্ভুত রহোন্যাসে যে নন্দন-কাননের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহা যখন মুকুলিত, পুষ্পিত ও ফলভারে অবনত হইবে, তখন পাঠক! অধিকতর তৃপ্তি, অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিনয়াবনত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মুদ্রাকরের ভ্রমে "জঙ্ক" স্থানে "জঙ্ক" হইয়াছে, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন



"কিন্তু তুমি ভিন্ন আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারপূর্ণ।"

[লেডী জ্যানেট ৮৬ পৃষ্ঠা] [বসুমতী প্রেস]

মেয়ে বোম্বেটে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় আমি হঙ্কঙে ছিলাম। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এত গরম যে, ছট্‌ফট্‌ করিতে হইতেছে। তখন আমরা হঙ্কঙের অক্সিভেণ্টন হোটেলে বাস করিতেছিলাম। পাখা-কুলী ক্রমাগত পাখা টানিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল; কিন্তু তাহাতে আমাদের ঘর্ম্মরোধ হইতেছিল না। আমার হোটেলের সঙ্গীদের মধ্যে একজনের নাম বেন্‌ওয়েল, সে ই-চাং নামক একখান জাহাজের কাপ্তেন, আর একজনের নাম পেকেল; সে তাতারিক নামক ইংরেজ-জাহাজের কাপ্তেন। এতদ্ভিন্ন সেখানে সানফ্রান্‌সিস্কো নগরের একখান ডাক-জাহাজের একজন কাপ্তেন ছিল; তাহার নাম মালোনী। আমি জর্জ্জ নর্ম্মান্‌ ভিলী, এই ভয়ানক গরমের মধ্যেও তাহাদের সঙ্গে নানা প্রকার গল্প ও রসিকতা করিতেছিলাম। আমাদের কক্ষের পাশেই বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘর, সেই ঘরে তখনও মহা-উৎসাহে খেলা চলিতেছিল এবং দ্বিতলের বারান্দায় একজন লোক বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে একটি সুন্দর ইংরেজী গান করিতেছিল।

গল্প করিতে করিতে আমরা শ্রান্ত হইয়াছি, এমন সময় মিঃ হোরাস্‌ ভাণ্ডারব্রূণ নামক একটি ভদ্রলোক আমাদের কোন কাপ্তেন বন্ধুর সহিত

দেখা করিতে আসিলেন; কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "আর একটা বিভ্রাটের কথা শুনিয়াছ ?"

সকলে উৎকর্ণ হইয়া বসিল।

হোরাস্ বলিতে লাগিলেন, "কাপ্তেন ব্রাডবর্ণ-পরিচালিত উদনাদত্ত নামক জাহাজ সাংহাই যাইতেছিল, তাহা লুঠ হইয়াছে।"

দুই তিন জন বন্ধু একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "বড় অদ্ভুত কথা। ব্যাপার কি ?"

হোরাস্ বলিতে লাগিলেন, "এই জাহাজে নগদ ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ছিল, লাইমুন নামক স্থানে আসিয়া জাহাজখানি সন্ধ্যা সাতটার সময় নঙ্গর করে। এমন সময় কোথা হইতে কতকগুলি জঙ্ক-নামক চীনে বোট জাহাজখানি ঘেরিয়া ফেলিল। বেগতিক দেখিয়া জাহাজের তৃতীয় কর্ম্মচারী একখানি লঞ্চে চড়িয়া সাহায্যলাভের চেষ্টায় তীরে ছুটিলেন, কিন্তু তিনি কোন বোট সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিতে না আসিতে জাহাজের দশ জন লোক বন্দুকের গুলীতে জখম হইল; জাহাজে যে সকল প্রথম শ্রেণীর আরোহী ছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, তাঁহারা জাহাজের কামরায় বন্দী হইলেন; তাহার পর যে কামরায় টাকা ছিল, সেই কামরা ভাঙ্গিয়া জঙ্কের আরোহীরা সমস্ত টাকা লুঠ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিল, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।"

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল জঙ্ক কোথা হইতে আসিল ?"

হোরাস্ বলিলেন, "তাহা কেহ স্থির করিতে পারে নাই।"

একটি বন্ধু গম্ভীরস্বরে বলিল, "এ নিশ্চয়ই মেয়ে বোম্বেটের কাজ।"

আর এক বন্ধু বলিল, "একটা মেয়ে লোক গোটাকতক বোম্বেটে পাঠাইয়া এত বড় জাহাজ লুঠ করিল, এ বড় লজ্জার কথা।"

পেকেল্ বলিলেন, "লজ্জার কথা কি না, বলিতে পারি না, তবে খুব ভয়ের কথা বটে। এ মেয়ে বোম্বেটে বড় সাধারণ মেয়ে নহে, আমি তাহার সম্বন্ধে যত কথা জানি, তোমরা যদি সকলে তাহা জানিতে, তাহা হইলে তাহার কথা লইয়া এ ভাবে সমালোচনা করিতেও সাহস করিতে না। আমার বোধ হয়, সে কোন রকম যাদুবিদ্যা জানে।"

এই কথা শুনিয়া আর একটি বন্ধু বলিল, "কিন্তু তাহার অত্যাচারে কর্ত্তৃপক্ষের টনক নড়িয়াছে, এরূপ রাহাদানী তাঁহারা কত দিন সহ্য করিবেন? এই মেয়ে বোম্বেটেকে ধরিবার জন্য চারিদিকে মহা সমারোহে আয়োজন চলিতেছে।"

এইবার আমি কথা বলিলাম;—বলিলাম, "আমি এ দেশে আসিয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত মেয়ে বোম্বেটের কথা শুনিতেছি; তাহার কথা ভিন্ন যেন অন্য কোন আলোচনার বিষয় নাই। কলম্বো সহরের গবর্ণরের বাড়ীতে টিফিন খাইতে বসিয়াছি, সেখানে মেয়ে বোম্বেটের কথা; জাপানে ইয়াকোহাসার হোটেলে গিয়াছি, সেখানেও তাহার কথা লইয়া আলোচনা; নাগাসাকিতে জাহাজে উঠিলাম, সেখানেও মেয়ে বোম্বেটের প্রসঙ্গ; আজ আবার এখানেও সেই কথা শুনিতেছি; এ কি উপকথা, না আর কিছু? আমার কাণ একেবারে ঝালাপালা হইয়া গেল।"

মেয়ে বোম্বেটের কথা যে উপকথা নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমার চারিজন সঙ্গীই একসঙ্গে গোলমাল করিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম, "রক্ষা কর ভাই, আমার যখন সবে একজোড়া কাণ, একসঙ্গে সকলের কথা শুনিতে পারিব না, একে একে বল।"

ভাণ্ডারব্রুণ তাঁহার অন্য তিন জন সঙ্গীকে চুপ করিতে বলিয়া চেয়ারে গম্ভীর হইয়া বসিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন, "এই মেয়ে বোম্বেটে কে, তাহা রহস্যান্ধকারে আবৃত। কোথায় তাহার বাস, তাহা

কেহ বলিতে পারে না। তাহার আসল নাম কি, তাহাও সকলের অজ্ঞাত। তবে কোন্ সময় সে সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে. তাহা কতকটা জানা গিয়াছে। ১৮—অব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে সর্ব্বপ্রথম তাহাকে রেঙ্গুনের নিকট দেখা যায়, সে তদ্দেশীয় কয়েক জন রাজার ধনভাণ্ডার লুঠ করিয়া অনেক টাকা লইয়া প্রস্থান করে। ইহার তিন মাস পরে সিঙ্গাপুরের কিছু দূরে ভেকিটস কুইন নামক একখানি জাহাজ চড়ায় বাধিয়া যায়. দেখিতে দেখিতে কতকগুলি জঙ্ক আসিয়া সেই জাহাজ আক্রমণ করিল, সেই জাহাজে নগদ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ও আরোহীদের সঙ্গে তিন হাজার পাউণ্ড ছিল,—জঙ্কওয়ালারা এই সমস্ত টাকা লুঠ করিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইল, তাহার আর সন্ধান হইল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু এই লুণ্ঠন-ব্যাপারের সহিত মেয়ে বোম্বেটের কি সম্বন্ধ, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।"

ভাণ্ডারক্রণ বলিলেন, "ঠিক সেই সময়ে সেই সকল জঙ্কের কিছু দূরে একখানি সাদা জাহাজ দেখা গিয়াছিল, ইহা যে মেয়ে বোম্বেটের জাহাজ, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। লুঠের টাকা ঐ সকল জঙ্ক হইতে এই জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অনেকেই দেখিয়াছে। সেই জাহাজে সমস্ত টাকা উঠিলে জাহাজখানি দ্রুতবেগে একদিকে চলিয়া গেল।"

আমি বলিলাম, "তাহার পর?"

ভাণ্ডারক্রণ বলিলেন, "তাহার পর আর তিন মাস আর কোন জাহাজ-লুঠের কথা শুনা যায় নাই। তিন মাস পরে সুয়াবায়ার পরাক্রান্ত সুলতানের সহিত বাটাভিয়ার একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর সাক্ষাৎ হয়; এই যুবতী তাহার রূপে ও মিষ্ট কথায় সুলতানকে মুগ্ধ করিয়া একখানি

জাহাজের উপর লইয়া যায়, এবং সেই জাহাজে যুবতীই সুলতানকে বন্দী করিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দেয়। বলা বাহুল্য, এই যুবতী সেই মেয়ে-বোম্বেটে, এবং সেই জাহাজ তাহারই জাহাজ। সুন্দরী সুলতানের নিকট চল্লিশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ লইয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করে। ইহার দুই মাস পরে হঙ্কঙের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ সদাগর ভেসির সর্ব্বনাশ হইল। আমরা যে হোটেলে আছি, এই হোটেলে ভেসির সহিত একটি সুন্দরী যুবতীর সাক্ষাৎ হয়; দুই এক ঘণ্টা আলাপ করিয়া ভেসি সেই যুবতীর রূপলাবণ্যে ও তাহার মিষ্ট কথায় এতই মুগ্ধ হইল যে, সে তাহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিল। ভেসি সেই যুবতীকে বলিল, সে একদিন তাহাকে নিজের জাহাজে চড়াইয়া সমুদ্রে বেড়াইয়া আনিবে। যেমন কথা, তেমনি কাজ। ভেসি একদিন সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া তাহার জাহাজে উঠিল, এবং সমুদ্রে হাওয়া খাইতে চলিল। সমুদ্রের একস্থানে একখানি সাদা জাহাজ অপেক্ষা করিতেছিল। ভেসি তাহার নিজের জাহাজে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে সুন্দরীর সহিত প্রেমালাপ করিতেছে, এমন সময় সুন্দরী হঠাৎ তাহার পকেট হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া তাহার ললাটের উপর ধরিল, তাহার পর সেই সাদা জাহাজখানা আচম্বিতে ভেসির জাহাজের উপর চড়াও করিয়া ভেসির জাহাজের সকল লোককে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং সুন্দরী ভেসিকে লইয়া সেই সাদা জাহাজে গিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে ভেসির প্রেমের নেশা একেবারে ছুটিয়া গেল, সে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত মুক্তিপণ দিয়া কোন উপায়ে প্রেমের দায় হইতে রক্ষা পাইল। চীনের উপকূলে ক্রমাগত নানারূপ উপদ্রব করায়—চীন-গবর্মেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া এই মেয়ে বোম্বেটেকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। একখানি ইংরাজ-জাহাজ দুই দিন পর্য্যন্ত এই সময়ে বোম্বেটের জাহাজে জর

অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু ফর্ম্মোজার নিকটে গিয়া এই জাহাজ যে কোথায় অদৃশ্য হইল, ইংরাজ-জাহাজের কাপ্তেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার পর তিন মাস কাল মেয়ে বোম্বেটের আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই। তিন মাস পরে হঙ্কঙের নবনিযুক্ত গবর্ণর সার গ্রেভার-গাষ্টু উলুম নামক জাহাজে দেশ হইতে সস্ত্রীক এখানে আসিতেছিলেন; তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের হীরকালঙ্কার ছিল. তদ্ভিন্ন সাংহায়ের আশী হাজার পাউণ্ড সরকারী টাকা সেই জাহাজে আসিতেছিল, মেয়ে বোম্বেটের ভয়ে আর একখানি জাহাজ উলুম জাহাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাহারা দিতে দিতে আসিতেছিল, উলুম যখন হঙ্কঙে পৌঁছিল, তখন দেখা গেল, সেই জাহাজ হইতে সমস্ত সরকারী টাকা এবং গবর্ণরপত্নীর হীরকালঙ্কারগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। এমন কি. যে জাহাজখানি পাহারা দিতে দিতে আসিতেছিল, তাহার পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। গবর্ণরসাহেব এই নিদারুণ ক্ষতিতে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, অবিলম্বেই দুইখানি জাহাজ সেই পাহারাদার জাহাজের সন্ধানে ধাবিত হইল; কিন্তু এই জাহাজ দুইখানিও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কাছে আসিয়া কোয়াসায় পথভ্রান্ত হইয়া পড়িল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার বড় অদ্ভুত বোধ হইতেছে, এই সুন্দরী মেয়ে বোম্বেটেকে কেহ দেখিয়াছে?"

উত্তর হইল, "দেখিবে না কেন, অনেকে দেখিয়াছে; সুয়াবায়ার সুলতান, ভেসি, রেঙ্গুণের স্থানীয় রাজগণ. এমন কি, হোটেলেরও কেহ কেহ তাহাকে দেখিয়াছে। সুন্দরী, আশ্চর্য্য সুন্দরী, তাহার বয়স সাতাইশ আটাইশের অধিক নহে; শরীরটা দেখিয়া মনে হয় যেন, মার্ব্বেল-পাথর কুঁদিয়া তাহা হইতে সেই দেহটি প্রস্তুত হইয়াছে। রং সাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে, কিন্তু তাহার মস্তকের কেশগুলি স্বর্ণাভ, যেন কাঁচাসোণার

অতি সূক্ষ্ম তার করিয়া তাহার কেশ নির্ম্মিত হইয়াছে; আর তাহার কণ্ঠস্বর বীণাধ্বনির ন্যায় সুমধুর, তাহার চক্ষু দুটি কেবল যে বৃহৎ ও সুন্দর, এরূপ নহে, সে যাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখে, তাহার হৃদয়ের সমস্ত কথা সে যেন খোলা পুস্তকের মত পড়িয়া ফেলিতে পারে।"

আমি বলিলাম, "এই অদ্ভুত সুন্দরীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আর কখনও চেষ্টা হইয়াছিল ?"

বক্তা বলিলেন, "চেষ্টা কি একবার ? কতবার কতজনে কত চেষ্টা করিয়াছে; ইংরাজ, মার্কিণ, ফরাসী, জর্ম্মাণ, চীন ও জাপানের রণতরী-সমূহ সমুদ্রে সমুদ্রে তাহার সেই সাদা জাহাজের অনুসরণ করিয়াছে, কিন্তু ধরিতে পারে নাই। আমার বোধ হয়, এই যুবতী সত্যই যাদু জানে. আজ সে এখানে আছে, কিন্তু কাল হয় ত তাহার জাহাজ সিঙ্গাপুরের কাছে দেখা যাইবে, দুই দিন পরে সেই জাহাজ ম্যাকাসারের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহার পর হঠাৎ একদিন দেখা যাইবে, তাহা সাংহায়ের বন্দরের নিকট ঘুরিতেছে। পুলিস ও জল-পুলিসের কর্ত্তারা কোন উপায় করিতে না পারিয়া দুশ্চিন্তায় ভয়ানক কাহিল হইয়া গিয়াছে।"

আমার কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। আমি বলিলাম,"আমার ইচ্ছা হইতেছে, এই সুন্দরীর সহিত একবার আলাপ করি।"

বক্তা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া বিন্দুমাত্র অসম্ভব নহে, কারণ, সে যে কোথায় কবে কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, দৈবজ্ঞান লাভ না করিলে তাহা বলা যায় না। আমার বোধ হয়, প্রাচ্য-সমুদ্রের সর্ব্বস্থানে তাহার গুপ্তচর আছে, এবং সমুদ্রপথে যে সকল জঙ্ক-আরোহী বোম্বেটে দেখা যায়, তাহারা সকলেই তাহার অনুগত ভৃত্য। তবে আমার কোন ভয় নাই; কোন্ লোভে সে আমাকে চুরি করিবে ?"

আমি বলিলাম, "তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, তাহা বিশ্বাসযোগ্য

কথা নহে, কারণ, একটা স্ত্রীলোক সাতসমুদ্রে ডাকাইতী করিয়া বেড়াইতেছে, কোনরূপে ধরা পড়িতেছে না, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? ইহা উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত।”

বক্তা বলিলেন, “উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত বলিতেছেন কেন? তাহা না বলিয়া বলুন, ইহা সত্যই উপন্যাস। তবে এই উপন্যাস মিলনান্ত নহে, বিয়োগান্ত; এই উপন্যাসের কোন পরিচ্ছেদ সুয়াবায়ার সুলতানের গভীর আর্ত্তনাদে পূর্ণ, কোন পরিচ্ছেদ ভেসির নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র।”

আমি বলিলাম, “এত দিন ধরিয়া এই মেয়ে বোম্বেটে তাহার অনুসরণকারীদের চক্ষুতে ধূলি দিয়া আসিতেছে, ইহা বড় অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়।”

আমার এই কথায় উত্তরে বেন্‌ওয়েল কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সহসা একজন আগন্তুক আমাদের সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই ব্যক্তি আমাদের সকলেরই অপরিচিত। আমরা সকলেই বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলাম। লোকটির বয়স অনেক, প্রৌঢ় বলিলেও চলে; প্রকাণ্ড জোয়ান, মাথায় শোলার টুপী, টুপীটি শ্বেতবস্ত্রে মণ্ডিত, তাহার টুপী হইতে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত সমস্ত পরিচ্ছদ শুভ্র বর্ণের, তাহার হাতে একটা প্রকাণ্ড ছাতা। আগন্তুক ঘরের মধ্যে আসিয়া একবার সকলের মুখের দিকেই চাহিলেন, তাহার পর বিস্ময়াপন্ন-স্বরে বলিলেন, ‘আমার অনধিকার-প্রবেশ মার্জ্জনা করিবেন; আমি নর্ম্মান্ ভিলী নামক একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম, কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব, আপনারা কেহ বলিতে পারেন কি?’

আমি চেয়ার হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলাম, ‘আমারই ঐ নাম; আমাকে মহাশয়ের কি আবশ্যক?’

প্রৌঢ় বলিলেন, 'মহাশয়! আমার অশিষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আপনার সহিত গোপনে আমার একটা কথা আছে; পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইবে না, একবার উঠিবেন কি?'

'তাহাতে আর আপত্তি কি' বলিয়া আমি উঠিলাম। বারান্দায় দ্বারের কাছে দুখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া আমরা বসিয়া পড়িলাম।

আগন্তুক বলিলেন, "আমাদের কথা যেমনি জরুরী, তেমনি গোপনীয়। হোটেলের কোন নির্জ্জন কক্ষে কি আমাদের কথাবার্ত্তা কহিবার স্থান হইতে পারে না?'

আমি বলিলাম, "আমার শয়নকক্ষ ভিন্ন এখানে অন্য কোন নির্জ্জন কক্ষ পাওয়া যাইবে কি না, জানি না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তবে সেইখানে চলুন।"

আমরা দোতালায় আমার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলাম; আগন্তুক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, তিনি আমাকে কি গোপনীয় জরুরী কথা বলিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সঞ্চার হইল।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আমি বাতী জ্বালিলাম, তাহার পর আগন্তুককে একখানি চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিলাম। তখন রাত্রি অধিক হয় নাই, রাজপথের বিচিত্র শব্দকল্লোল ও রিক্সর-চক্রধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। শাম্পানের দাঁড়ের ঝুপ ঝুপ শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। হঠাৎ আমার মনে হইল, আতিথ্য-সৎকারের আবশ্যক। আমি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু কিছু জলযোগের আয়োজন করিব কি? ব্রাণ্ডি ও সোডা আনাইব, না হুইস্কি আনাইব?"

আগন্তুক বলিলেন, "বড়ই বাধিত হইলাম, ধন্যবাদ, আমাকে একটু হুইস্কি দিন।"

আমি উঠিয়া একটা খানসামাকে ডাকিয়া দুই পেগ হুইস্কি দিয়া যাইতে বলিলাম; তাহার পর আমার চুরুটের বাক্স খুলিয়া তাহা আমার অতিথির সম্মুখে ধরিলাম।

তিনি একটি চুরুট ধরাইয়া খুব আয়েসের সঙ্গে নাক-মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিলেন। অবিলম্বেই হুইস্কি আসিয়া পৌঁছিল. তিনি তাহা উদরস্থ করিয়া চুরুট টানিতে টানিতে আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী. আমার বোধ হয়, আপনি হঙ্কঙে এই প্রথম আসিয়াছেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কেবল হঙ্কঙে নহে, প্রাচ্য উপখণ্ডেই আমি কেবল এই প্রথম পদার্পণ করিয়াছি, কিন্তু কেবল দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশেই আমি আসি নাই; আমি মনুষ্য-জাতির বিবিধ রোগ-সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিতেছি। এসিয়া-খণ্ডে যে সকল রোগ প্রবল, তাহার বিবরণ-সংগ্রহের জন্যই আমার আগমন।"

আগন্তুক বলিলেন, 'আপনার বয়স অল্প, কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যায় আপনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, কারণ, আপনার নাম" আমাদেরও অপরিচিত নহে।'

এই প্রশংসাবাদে আমি কোন কথাই বলিলাম না, কিন্তু মানুষের আত্মাভিমান এতই প্রবল যে. আগন্তুকের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আমার মনে অধিকতর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইল।

আগন্তুক বলিলেন, 'আমার কৌতূহল মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু একটা কথা জানিবার জন্য আমার মনে বড় আগ্রহ হইয়াছে, আপনি এ অঞ্চলে কত দিন থাকিবেন মনে করিয়াছেন?'

আমি বলিলাম. 'আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না। আমি আমার কাজ এখনও শেষ করিতে পারি নাই, সম্ভবতঃ আরও দেড় মাস থাকিতে পারি।'

আগন্তুক বলিলেন, 'এই দেড়মাস কাল আপনি কি আপনার কাজ লইয়া খুব ব্যস্ত থাকিবেন?'

আমি বলিলাম, 'আমার যে কাজ, তাহাতে খুব ব্যস্ত থাকিবার কথা নয়, বিশেষতঃ কাজ প্রায় শেষ করিয়া তুলিয়াছি।'

আগন্তুক বলিলেন, 'তবে এখন আমি কাজের কথা বলি; ইতিমধ্যে হাজার পনের টাকা উপার্জ্জনে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?'

একমাস দেড়মাসের মধ্যে যদি পনের হাজার টাকা উপার্জ্জন হয়, তাহাতে কোন্ মূর্খ আপত্তি করিবে? আমি হাসিয়া প্রকাশ্যে বলিলাম, 'ইহাতে আর আপত্তি কি? তবে আমি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া এই টাকা উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি না।'

আগন্তুক বলিলেন, 'বসন্ত-রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে শুনিয়াছি, আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।'

আমি বলিলাম, 'অন্য রোগ অপেক্ষা এই রোগের চিকিৎসাই আমি অধিক করিয়াছি, কারণ, দেশে বসন্ত-রোগে আক্রান্ত রোগীদের দুইটি হাসপাতালের ভার আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল।'

আগন্তুক বলিলেন, 'তাহা হইলে আমরা যাহা চাই, আপনার দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবে; কোন একটি স্থানে বসন্ত-রোগে বড় মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে, কয়েক দিনের জন্য আপনাকে সেখানে যাইতে হইবে, সেই জন্য আপনাকে পনের হাজার টাকা ফি দিতে চাহিতেছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত দিন থাকিতে হইবে?'

আগন্তুক বলিলেন, "ব্যাধির সংক্রামকতা দূর হইলেই আপনি চলিয়া আসিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে স্থান কোথায়?"

আগন্তুক বলিলেন, "তাহা আমার জানা নাই।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আপনার জানা নাই? আপনি বড় অদ্ভুত কথা বলিতেছেন। রোগীর চিকিৎসার জন্য আপনি আমাকে লইয়া যাইতে চান; কিন্তু আপনি জানেন না, আমাকে কোথায় যাইতে হইবে? ইহার অর্থ কি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমার কথা আপনার নিকট অদ্ভুত বোধ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলে, বোধ হয়, আপনার বিস্ময় দূর হইবে।"

আমি বলিলাম, "তবে সকল কথা বুঝাইয়াই বলুন।"

আগন্তুক বলিতে লাগিলেন, "ব্যাপারটা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু এ কার্য্যের জন্য আপনাকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হইতেছে, তাহার পরিমাণের কথাও আপনি ভাবিয়া দেখিবেন। কোন সংক্রামক-রোগপূর্ণ স্থানে রোগীর চিকিৎসার জন্য আমি একজন ভাল ডাক্তার লইয়া যাইবার ভার পাইয়াছি। স্থির হইয়াছে, ডাক্তার পনের হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন, কিন্তু তিনি কোথায় যাইবেন, সেখানে কি দেখিবেন বা কি করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না এবং অবিলম্বে সেখানে যাত্রা করিতে হইবে। আমার কথা আপনি বুঝিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি, কিন্তু আপনি যে সর্ত্তে আমাকে লইয়া যাইতে চান, এই সর্ত্তগুলি বড় অদ্ভুত।"

আগন্তুক বলিলেন, "কিন্তু অন্যায় নহে, আমার বোধ হয়, কোন চিকিৎসকই এত অল্পদিনে এত অধিক অর্থ উপার্জ্জনের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন না।"

আমি বলিলাম, "সেই অজ্ঞাত স্থানে কিরূপে যাইতে হইবে?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব।"

আমি বলিলাম, "যদি যাই, কিরূপে ফিরিয়া আসিব ?"

আগন্তুক বলিলেন, "ফিরিয়া আসিতে কোন কষ্ট হইবে না, যে পথে যে উপায়ে যাইবেন, সেই পথে সেই উপায়েই ফিরিয়া আসিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে যাইতে হইবে ?"

আগন্তুক বলিলেন, "আজি রাত্রি বারটার মধ্যে।"

আমি বলিলাম, "এখন ত রাত্রি প্রায় এগারটা।"

আগন্তুক বলিলেন, "হাঁ, এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে, যাত্রার উদ্যোগ আয়োজনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আপনি যাইতে সম্মত আছেন ত ?"

আমি বলিলাম, "আপনার কথার উত্তর দেওয়াই যে কঠিন, ব্যাপারটা আগাগোড়া রহস্য-পূর্ণ।"

আগন্তুক বলিলেন, "কিন্তু উপায় নাই।"

আমি অস্বচ্ছন্দ-চিত্তে সেই কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলাম, কি উত্তর দিব, ভাবিয়া পাইলাম না। যাইব কি, যাইব না ?

পনের হাজার টাকার প্রলোভন বড় সামান্য প্রলোভন নহে ; কিন্তু যদি কেহ আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ? এই প্রাচ্যখণ্ড আমার নিকট সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত ; এ রাজ্যে কাহাকে বিশ্বাস করা উচিত আর কাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে, তাহা আমার পক্ষে অনুমান করা কঠিন। কিন্তু আগন্তুকের কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, যদি কোন বিপদের সম্ভাবনাও থাকে, তথাপি এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নহে। আমার বয়স অল্প, মনের উৎসাহ ও কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং আমি এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি আগন্তুককে বলিলাম, "দেখুন মহাশয়, আপনি আমার পারিশ্রমি-

কের যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা যদি আমাকে অগ্রিম দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারি।"

আগন্তুক বলিলেন, "আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন, সাড়ে সাত হাজার টাকা অর্থাৎ পাচ শত গিনি আপনাকে অগ্রিম এখনি দিতেছি।"

আগন্তুক তাঁহার পকেট-বুক বাহির করিয়া এক শত পাউণ্ড হিসাবে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের পাঁচখানি নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন; তাহার পর সহাস্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, অর্দ্ধেক টাকা পাইলেন ত? আশা করি, আপনার আর আপত্তির কারণ নাই।"

আমি বলিলাম, "ধন্যবাদ মহাশয়, অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম লইলাম, এ জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না; ব্যাপারটি যদি আগাগোড়া রহস্যাবৃত না হইত, তাহা হইলে আমি এ ভাবে অগ্রিম টাকার—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আগন্তুক বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনি আর কোন কথা বলিবেন না; তবে আমার একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, আপনি যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া যাহা কিছু দেখিবেন বা শুনিবেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা জনপ্রাণীর গোচর করিবেন না।"

আমি বলিলাম, "সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার দ্বারা কোন কথা প্রকাশিত হইবে না বা কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না।"

আগন্তুক খুসী হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। আজ রাত্রি বারটার সময় নদীকূলে জেঠীর উপর আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, নিশ্চয়ই হইবে, আমি রাত্রি বারটার সময় জেঠীতে উপস্থিত থাকিব। তবে পূর্ব্বে একটি কথা জানিতে চাই, আমাকে যেখানে যাইতে হইবে, সেখানে বসন্তের আক্রমণ কি অত্যন্ত অধিক ?"

আগন্তুক বলিলেন, "হাঁ, অত্যন্ত অধিক, কয়েক দিনের মধ্যেই শতাধিক লোকের বসন্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধেক লোকের জীবনের আশা নাই বলিলেও চলে, আপনাকে সেখানে পরিচালিত করিবার কেহ নাই, আপনাকেই সকল ভার লইয়া দেখা-শুনা করিতে হইবে। তবে ঔষধ প্রভৃতি যে সকল সামগ্রী সংক্রামকতা-নিবারণের জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা সঙ্গে লইবার জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না, সে সকল জিনিস সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত আছে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আর আমার যাত্রার আয়োজনে অধিক সময় লাগিবে না, ঠিক সময়েই আমি জেঠীতে উপস্থিত হইব।"

আগন্তুক আমার সহিত কর-কম্পন করিয়া হাস্যমুখে বিদায় লইলেন। আর অধিক সময় নাই বুঝিয়া আমি জিনিসপত্র প্যাক করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি যখন কাঁটায় কাঁটায় বারটা, সেই সময় আমি নদীর ধারে জেঠীর উপর উপস্থিত হইলাম ; এই জেঠী হোটেল হইতে অধিক দূরে নহে, হোটেলের একটা চাকর আমার ব্যাগটী জেঠীর উপর রাখিয়া গেল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, সুশীতল চন্দ্রালোকে সমস্ত পৃথিবী পরিপ্লাবিত ; নদীর জলে শাম্পানগুলি যেন চন্দ্রালোকে নিদ্রা যাইতেছিল, এবং দূরে—বহুদূরে নদীতরঙ্গে চন্দ্রালোক পড়িয়া ঈষৎ বায়ুবিকম্পিত নদীর জল হীরকচূর্ণের ন্যায় বোধ হইতেছিল, নিকটে বা দূরে কোন মনুষ্যের সাড়াশব্দ পাইলাম না ; কেবল একজন শিখ কনষ্টেবল আমার অদূরে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহারা দিতেছিল, এবং এত রাত্রে একজন সাহেব-লোক জেঠীর উপর দাঁড়াইয়া কি করিতেছে, তাহা ভাবিয়া বোধ হয় বিস্মিত হইতেছিল, কিন্তু আমাকে যে আমার সেখানে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাহার ততখানি সাহস ছিল না।

তখনও আমার সঙ্গীর সাক্ষাৎ নাই। আমি জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুক্কায়িত আছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় পশ্চাতে মৃদু-পদক্ষেপের শব্দ শুনিতে পাইলাম। মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলাম, কয়েকজন চীনে বেহারা একটি বেতের তাঞ্জাম বহিয়া আনিতেছে, চন্দ্রালোকে বোধ হইল, তাঞ্জামের উপর একটি প্রকাণ্ড বস্তা চাপান আছে, কিন্তু তাঞ্জামখানির উপর সংরক্ষিত যে সামগ্রীটিকে চন্দ্রালোকে আমার বস্তা বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা বস্তা নহে, তাহা একটি বিপুল মাংসপিণ্ডবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ ; দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তাঞ্জাম-আরোহী একজন চীনে-ম্যান। ভাবভঙ্গীতে বোধ



তাহার নাকের উপর এমন এক ঘুসি মারিলাম যে, তাহার নাসিকাটি চূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইল।

[মেরে বোম্বেটে ২৫ পৃষ্ঠা] [বসুমতী প্রেস]

হইল, লোকটি খুব সম্ভ্রান্ত লোক ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ খুব জমকাল লতাপাতা-কাটা রেসমী ছিটের জামায় মণ্ডিত, বেণীটি এত দীর্ঘ যে, তাহা তাহার প্রায় পদপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে ; তাহার চোখে বড় বড় পরকলাবিশিষ্ট চস্‌মা ; লোকটির মুখখানি দেখিতে মন্দ নহে, কিন্তু তাহার এই চোখের ঠুলীতে তাহাকে কিম্ভূতকিমাকার দেখাইতেছিল। লোকটি তাঞ্জাম হইতে নামিয়া বেহারাদের বিদায় করিয়া দিল, তাহার পর থপ্‌ থপ্‌ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল, এবং আমার আপাদমস্তক তাহার সেই বিকট ঠুলীর ভিতর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ব্বোধ্য চীনে-ইংরাজীতে আমাকে কি কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "তোমার কোন কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তোমার সহিত কথা কহা বিড়ম্বনা মাত্র, তুমি আর আমাকে বিরক্ত করিও না।"

বিরক্তভাবে আমি মুখ ফিরাইয়া দাড়াইতেই লোকটা পরিষ্কার ইংরাজীতে আমাকে বলিল, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনাকে ধন্যবাদ, আমি খুব খুসী হইয়াছি।"

কি আপদ্‌! এ যে আমারই সেই পরিচিত ব্যক্তি, তাহার চীনেম্যানের পোষাকে এতক্ষণ তাহাকে চিনিতেই পারি নাই। আমি সবিস্ময়ে তাহাকে বলিলাম, "আপনার মৎলব কি? হঠাৎ খুসী হইবার এমন কি কারণ ঘটিল?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম, আমি আপনাকে প্রতারিত করিয়াছি, সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমাদের যাইবার সময় হইয়াছে, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, ঐ দেখুন, বোট আসিতেছে।"

আগন্তুকের কথা শেষ হইতে না হইতে একখানি শাম্‌পান জেটীর কাছে ভিড়িল।

আমার সঙ্গী বলিলেন, "বোটে চড়িয়া দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন। প্রথমতঃ, স্মরণ রাখিবেন আমি চীনেম্যান, চীনে ইংরাজী ভিন্ন ভাল ইংরাজীতে আমি কথা বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপনার সঙ্গে পিস্তল থাকে, তবে তাহা খুব সাবধানে রাখিবেন। এই বোট ছাড়িয়া শীঘ্রই আমাদিগকে একখানি জঙ্কে (তিন মাস্তলবিশিষ্ট ষ্টীমারের মত বড় বোট) উঠিতে হইবে, এই জঙ্কের মাঝি-মাল্লাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে, 'এই জন্যই আমি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি।"

আমার সঙ্গী ধীরে ধীরে শাম্‌পানে আরোহণ করিলেন এবং যে চীনে রমণীটি দাঁড় টানিতেছিল, তাহার সহিত চীনে ভাষায় আলাপ আরম্ভ করিলেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে তিনি আমাকে শাম্‌পানে উঠিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, আমি আমার ব্যাগটি হাতে লইয়া তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেই শাম্‌পানের মধ্যে ইঁদুরের গর্ত্তের মত একটি গহ্বর ছিল, সঙ্গী আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন, আমরা দুজনে পাশা-পাশি উপবেশন করিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গী সেই গহ্বরের বার আনা স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন, আমি যে একটু পাশ ফিরিব, তাহার উপায় রহিল না; গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটি বালক হাল ধরিয়া শাম্‌পানখানি চালাইতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় একঘণ্টাকাল গর্ভ-যন্ত্রণাভোগের পর আমরা বন্দরের নিকট অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, দুই ধারে সারি সারি জঙ্ক জলে ভাসিতেছে; আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে, সুবিস্তীর্ণ লবণাম্বুরাশি আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িল; ভিক্টোরিয়া বন্দর হইতে গ্রীন দ্বীপ পর্য্যন্ত সেই জলরাশি পরিব্যাপ্ত।

সেই শাম্পানের ভিতর যে কতক্ষণ আমরা বন্দী ছিলাম, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, সময় বড় দীর্ঘ বোধ হইতেছিল। অন্যান্য শাম্পানের ন্যায় এখানিরও ভিতর হইতে এমন দুর্গন্ধ উঠিতেছিল যে, অতি কষ্টে বমনবেগ দমন করিতে হইল। স্ত্রীলোকেরা সেই একই ভাবে ঝুপ ঝুপ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া চলিতে লাগিল, এবং সেই বালক-মাঝি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে চীনে ভাষায় কি আদেশ করিয়া সেই নৌন-যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।

আমার সঙ্গী এতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্ ছিলেন, এইবার তিনি উঠিয়া শাম্পানের পাটাতনের উপর অগ্রসর হইলেন ও অনেক বিলম্ব হইয়া গেল বলিয়া অত্যন্ত অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি আমার কাছে আসিয়া বসিলেন,—আমরা যে জঙ্কে যাইব, তাহার কাছে আসা গিয়াছে ;—তিনি আমাকে একখানি জঙ্ক দেখাইয়া দিলেন। দেখিলাম, জঙ্কখানি খুব প্রকাণ্ড, আমাদের শাম্পানখানি সেই জঙ্কের গায়ে ভিড়িলে আমার সঙ্গী জঙ্কের মাঝির সহিত চীনে ভাষায় কি বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, আমার সঙ্গীর ইঙ্গিতে তাঁহার সহিত সেই জঙ্কে আরোহণ করিলাম।

জঙ্কে উঠিয়া দেখি, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে, দুই তিন জন লোক গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আমাদের দিকে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতেছে। একজন লোক আসিয়া আমার সঙ্গীর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল, কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার বোধ হইল, এ লোকটি সেই জঙ্কের মালিক। আমরা যে শাম্পানে আসিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে তাহা অনেক দূরে চলিয়া গেল, তাহার পরই আমাদের জঙ্কের মাস্তলের পাইল চড়ান হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে জঙ্ক উপসাগরের নীলজল ভেদ করিয়া ঘণ্টায় চারি মাইল বেগে চলিতে লাগিল।

এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমার সঙ্গী আমাকে একটা কথাও বলেন নাই। আমাদের চারিদিকে কি কাণ্ড চলিতেছিল, তাহাই তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন ; চীনেরা সাধারণতঃ ইংরাজদের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তিনিও আমার প্রতি সেইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারে আমি ক্ষুণ্ণ হইলাম না।

কিন্তু এ কথা বলিতে বোধ করি লজ্জা নাই যে আমি অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলাম। একে ত কোথায় যাইতেছি, তাহা জানি না, তাহার উপর এই গভীর রাত্রে, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, কতকগুলা বর্ব্বরের সঙ্গে একত্র যাইতেছি, এখন যদি হঠাৎ কোন বিপদ্ ঘটে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই ; সুতরাং আমার উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ ছিল। আমার সাহসের অভাব নাই বটে, কিন্তু সকল সময় কেবল সাহস মাত্র আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করা যায় না।

বলিয়াছি, এই জঙ্কখানি অত্যন্ত বৃহৎ ; এত বৃহৎ যে,এরূপ প্রকাণ্ড জঙ্ক আমি আর কখনও দেখি নাই। জঙ্কে মাঝি-মাল্লাও অনেকগুলি, এবং দয়া, মায়া ও সর্ব্বপ্রকার সুকোমল মনোবৃত্তির চিহ্নবর্জ্জিত। এমন কুৎসিত পশুবৎ মুখ সচরাচর নজরে পড়ে না। একটা লোকের মুখে দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটি ক্ষতচিহ্ন। তাহার মুখখান সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও কুৎসিত দেখাইতেছিল। সে যে একটা বদমায়েসের ধাড়ী—এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র রহিল না। ইতিমধ্যে একবার সে আমার পাশ দিয়া সবেগে যাইবার সময় আমাকে এমন একটা বিষম ধাক্কা দিয়া গেল যে, আমি উল্‌টাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলাম। অন্য কোন সময় হইলে আমি এই জানোয়ারটার নাকের উপর দুটি ঘুসি না

মারিয়া রাগ সামলাইতে পারিতাম না, কিন্তু আমার সঙ্গীর উপদেশে আমি সুবুদ্ধির মত হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম।

রাত্রি তখন প্রায় ছুইটা। সমুদ্রের অব্যাহত সমীরণ-প্রবাহ যেন আমাদিগকে নবজীবন দান করিল। চন্দ্রালোকে দেখিলাম, সমুদ্রতরঙ্গ সেই জঙ্কের ছুই ধারে প্রতিহত হইয়া ডেকের উপর লাফাইয়া উঠিতেছে, মধ্যে মধ্যে যেবার অধিক জল উঠিতেছে, সেইবার সেই জলে আমাদের পর্য্যন্ত ভিজিয়া যাইতে হইতেছে। রাত্রিকালে ঘণ্টায় দশ-বার সেই ভাবে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইলে যে কিরূপ আরাম পাওয়া যায়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু এ সকল বিষয়ে আমার সঙ্গীর দৃষ্টি নাই। তিনি বসিয়া বসিয়া শীকারী বিড়ালের মত সেই চীনে মাঝি-মাল্লা গুলার জটলা দেখিতেছিলেন।

বলা বাহুল্য, রাত্রে আমি একটুও নিদ্রা যাইতে পারি নাই; সুতরাং মধ্যে মধ্যে আমার ঢুলুনি আসিতে লাগিল। আমি এক কোণে সরিয়া বসিয়া একখানা তক্তায় ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়াছি, এমন সময় একটা বস্তা আমার ঘাড়ের উপর পড়িল। চমকাইয়া চাহিয়া দেখিলাম, সেটা বস্তা নহে, আমারই সঙ্গী ঢুলিতে ঢুলিতে আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছেন, ক্ষণেক পরে বুঝিলাম, তাঁহার এ ঢুলুনি ও পতন ইচ্ছাকৃত। কারণ, তিনি পড়িয়াই আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া কহিলেন, "খুব সাবধান! ঘুমাইলে কি ঢুলিলে সর্ব্বনাশ; মাঝি-মাল্লাগুলা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি।"

আমার সঙ্গীর এই কথা শুনিবামাত্র আমার ঢুলুনি থামিয়া গেল; আমি সোজা হইয়া বসিয়া আত্মরক্ষার জন্য পকেটে হাত দিয়া আমার পিস্তলটা হাতড়াইতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য্য! দেখিলাম, আমার পিস্তল

চুরি গিয়াছে ; এই জন্তে আসিবার পর বদ্মায়েসেরা কেমন করিয়া আমার পকেট কাটিয়া পিস্তল বাহির করিয়া লইয়াছে।

সে সময় আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্তে বুঝিতে পারিবে না। আমি আমার সঙ্গীর কাণে কাণে চুরির কথা বলিলাম। আমার সঙ্গী বলিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই আপনাকে সাবধান করিয়াছিলাম ; পিস্তলটা পকেটে না রাখিয়া বুকের কাছে কি অন্য কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিলে হারাইতেন না। এখন হয় ত আমাদের দুই জনেরই প্রাণ যাইবে। যাহা হউক, এখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই। এখন আপনি নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকুন, নড়িবেন না কিংবা আমার উপদেশ ভিন্ন কিছুই করিবেন না। ঐ যে লোকটার মুখে দাগ আছে, উহার নাম কঙ্কং। এ অঞ্চলের মধ্যে উহার মত বদ্মায়েস বোম্বেটে আর দ্বিতীয় নাই। ও লোকটা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে।"

সঙ্গীর উপদেশানুসারে আমি নিদ্রার ভাণ করিয়া একপাশে পড়িয়া রহিলাম, আমার সঙ্গীও এক একবার নাক ডাকাইতে লাগিলেন। ক্রমে যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল, বাতাস ততই ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, বায়ুর বেগও প্রবলতর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশে চাহিয়া দেখিলাম, তারকারাজি ক্রমে পাণ্ডুরবর্ণ ও আকাশ নক্ষত্র-বিরল হইয়া উঠিতেছে। বুঝিলাম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রাত্রির অবসান হইবে।

অনেকের মুখেই শুনা যায়, বিপদের সময় ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব না হইলে, সহজেই বিপদ্ কাটিয়া যাইতে পারে ; কিন্তু সেই রাত্রে আমরা যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, সেরূপ বিপদে ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহায়তা-গ্রহণ কিরূপে সম্ভব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। জানিতেছি, সম্মুখে এমন বিপদ্ উপস্থিত যে, প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন, কিন্তু তাহা

জলাঞ্জলি দিয়া আমার হাতের সেই মোটা লোহার গরাদে দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া, আমার সম্মুখে যে লোকটা ছিল, তাহার মস্তকে সবেগে আঘাত করিলাম। সেই আঘাতে তাহার মস্তকটি ডিমের খোলার মত ভাঙ্গিয়া গেল। যে দুই জন অবশিষ্ট থাকিল, তন্মধ্যে একজন একটা মৃতদেহে বাধিয়া, হুমড়ি খাইয়া পড়িল, আর একজন আমাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই আমার লোহার গরাদে দূরে ফেলিয়া দিয়া আমি তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলাম এবং তাহার হাত হইতে তীক্ষ্ণধার ছোরাখানি ছিনাইয়া লইয়া তাহার স্কন্ধে তাহা বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সে আমাকে এমন জাপটিয়া ধরিয়াছিল যে, তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করা আমার পক্ষে সহজ-সাধ্য হইল না। সে লোকটা আমার অপেক্ষা খর্ব্বকায়, কিন্তু বোধ হয়, কুস্তীতে সে উত্তমরূপে অভ্যস্ত। সে আমাকে নীচে ফেলিয়া আমার বুকের উপর জানু দিয়া বসিল, আমি দুই হস্তে প্রাণপণ শক্তিতে তাহার গলা জাপটাইয়া ধরিলাম। তখন আমাদের মধ্যে বুনো বিড়ালের মত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কখন আমি উপরে উঠিলাম, কখন সে উপরে উঠিল। এই ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে আমরা ক্রমে সেই বোটের কিনারায় আসিয়া পড়িলাম।

আমাদের সেই যুদ্ধ দুই এক মিনিটের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু সেই দুই এক মিনিট আমার নিকট অনন্ত কাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম, দেখিলাম, আমার আততায়ীর গোল গোল চক্ষুদুটি আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিতেছে। যাহা হউক, জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে জন্তুখানি যেমন একপাশে একটু কা'ত হইল, অমনি আমি তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসিলাম, এবং সজোরে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া, তাহার নাকের উপর সজোরে এমন এক ঘুসি

মারিলাম যে, তাহার নাসিকার উন্নত মহিমা তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইল, শোণিতস্রোতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গেল, আমার আততায়ী রক্তাক্ত-দেহে সংজ্ঞাহীনভাবে পড়িয়া রহিল। আমি উঠিয়া আগে পাশে চাহিয়া দেখিলাম, ডেকের উপর চারিটি মৃত দেহ আছে, আর একজন তখনও মরে নাই, তাহার কণ্ঠ হইতে মৃত্যুযন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। এদিকে আমার সঙ্গী আর একজন আততায়ীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার বন্দুকের কুঁদা দিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মস্তকে আঘাত করিতেছেন। আমাকে উঠিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ মরা মাল্লাটার হাত হইতে দড়িগাছটা লইয়া আমাকে দিতে পারেন, আমি এই হতভাগার হাত-পা বাঁধিয়া উহাকে জলে ফেলিয়া দিব।"

আমি বলিলাম, "এই ত দেখিতেছি পালের গোদা।" আমি তৎক্ষণাৎ কঙ্কঙকে চিনিতে পারিলাম।

আমার সঙ্গী কঙ্কঙের দুই হাত রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া সবেগে তাহার গালে এক চপেটাঘাত করিলেন, চিৎ করিয়া তাহাকে ডেকের উপর ফেলিয়া রাখিলেন। তাহার পর আমার সঙ্গী আমার হাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রক্তে আপনার আস্তিন যে ভিজিয়া গিয়াছে!" তখন আমার নজরে পড়িল যে, শত্রুনিক্ষিপ্ত একটি গুলী আমার বাহুমূলের চর্ম্ম ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং সেই রক্তে আমার আস্তিন ভিজিয়া গিয়াছে।

আমার সঙ্গী আমার সার্টের আস্তিন কাটিয়া আমার ক্ষতস্থানে একটি পটি বাঁধিয়া দিলেন, তাহার পর জল আনিয়া সেই পটিটা ভিজাইয়া আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। আমার হাত দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত-পাত হওয়ায় ক্রমে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। এতক্ষণ উত্তেজনায় আমি ক্লান্তি বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু উত্তেজনার অবসানে আমার

হইতে মুক্তিলাভের কোন চেষ্টা না করিয়া নিদ্রিতের মত পড়িয়া থাকা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমার মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল, সম্মুখে অনন্ত-প্রসারিত সমুদ্র, একখানি জঙ্কের মধ্যে আমরা দুইজন ইংরাজ, একদল নরপিশাচ আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, অথচ আত্মরক্ষার কোন উপকরণ আমাদের হস্তে নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও যাহার মনে ভয়ের সঞ্চার না হয়,এরূপ সাহসী লোক মনুষ্য-সমাজে একজনও আছে কি না,আমার জানা নাই। আমার হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গেল, বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ডেকের উপর যেখানে সেই সকল পিশাচ আমাদের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিল, তাহাদের দিক্ হইতে আমি চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে একটা লোক অন্ধকারের মধ্যে যেখানে আমি শুইয়াছিলাম, সেইখানে গুঁড়ি মারিয়া আসিল, শেষ রাত্রির সেই তরল অন্ধকারের মধ্যে আমি দেখিলাম,তাহার হাতে একগাছি ছিপছিপে সরু দড়ি। দড়ির অগ্রভাগে একটি ফাঁস বাঁধা। চক্ষুর নিমিষে সেই মাল্লাটা আমার গলায় দড়ির সেই ফাঁস পরাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম, গলায় ফাঁস দিয়া আমাকে হত্যা করাই তাহার উদ্দেশ্য। ভয়ে আমার সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত হইল, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার সেই অবস্থা দেখিয়া আমার সঙ্গী উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার গলার দড়ির ফাঁসটা দৃঢ়রূপে আঁটিয়া গেল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই পিস্তলের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাহার পর কি হইল, মনে নাই, আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কতক্ষণ পরে আমার চৈতন্যসঞ্চার হইয়াছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে সংজ্ঞা লাভ করিতে দেখিয়া আমার সঙ্গী নিম্নস্বরে বলিলেন,

"পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনি বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও বিপদ্ শেষ হয় নাই, আবার উহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে; তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি।"

আমি সভয়-দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। যে মাল্লাটা আমার গলায় দড়ির ফাঁস দিয়াছিল, সে আমার পাশে সটান পড়িয়া আছে। তাহার হাতে তখনও সেই দড়ি দেখিতে পাইলাম; কিন্তু বোধ হইল, তাহার দেহে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। দূরে জঙ্কের ঠিক মধ্যস্থলে কতকগুলি মাঝি-মাল্লা, যাহার মুখে দাগ ছিল, সেই লোকটার বক্তৃতা শুনিতেছে। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, আমাদের বিরুদ্ধে সে তাহার সঙ্গিগণকে উত্তেজিত করিতেছে। তাহার হাতে একটা পিস্তল দেখিলাম; বুঝিলাম, সে পিস্তলটি আমার। যাহা হউক, আমি আমার জীবনরক্ষার জন্য আমার সঙ্গীকে ধন্যবাদ দিলাম।

আমার সঙ্গী বলিলেন, "ধন্যবাদের আবশ্যক নাই, সৌভাগ্যক্রমে আমি পূর্ব্বেই উহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলাম, আমাদের যে একটা শত্রুও কমিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট লাভ মনে করিতেছি। যাহা হউক, আপনি আত্মরক্ষার জন্য যেরূপে একটা কোন হাতিয়ার সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা দেখুন।"

আমি হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটু দূরে একটি লোহার গরাদে পাইলাম। এই গরাদেটি লম্বায় আড়াই ফিট হইবে, তাহা হস্তগত করিয়াই আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম।

অল্পক্ষণ পরে আর একটা বন্দুকের শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল এবং একটি অগ্নিময় গুলী আমার বামকর্ণের পাশ দিয়া সেই জঙ্কের কাঠের রেলিঙে বিদ্ধ হইল। আমার সঙ্গী বলিলেন, "এতক্ষণে উহারা আক্রমণ আরম্ভ করিল; কিন্তু ভয় নাই, উহাদের কাছে ঐ একটির

অধিক পিস্তল নাই ; কিন্তু এখনও উহাদের কাছে আর পাঁচটা টোটা আছে। যদি আমরা এই পাঁচটার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি, তাহা হইলেই আমাদের জীবনের আশা আছে।"

আবার বন্দুকের শব্দ হইল, এবার গুলীটা আমার মাথার উপর দিয়া, আমার কেশ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। পুনরায় আর এক গুলী!— আমার সঙ্গী বলিলেন. "এবার আমার বাঁ হাতটা বড় রক্ষা পাইয়াছে, গুলী আমার জামার আস্তিন ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি ইহার শোধ লইতেছি।"

এই কথা বলিয়া আমার সঙ্গী তাঁহার পিস্তল উদ্যত করিলেন এবং যে মাল্লাটা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে ছিল, তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সে বিকট চীৎকার করিয়া ও দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পাটাতনের উপর সটান পড়িয়া গেল। আমার সঙ্গী হাসিয়া বলিলেন, "উহাদের দুই গুলীই ব্যর্থ হইয়াছে ; আর অধিক বিলম্ব নাই।"

শত্রুহস্ত-নিক্ষিপ্ত আর একটা গুলী বোঁ করিয়া আসিয়া আমার পদপ্রান্তে ডেকের উপর বিদ্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আমার স্কন্ধের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

আমার সঙ্গী বলিলেন, "চারিটি কাবার ; স্থির হইয়া থাকুন, উহাদের কাছে আর দুটি মাত্র বর্ত্তমান ; এই দুইটি ফুরাইলেই উহারা ঝড়ের মত আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে। আমি যদি আর দুই একটিকে বধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।"

কিন্তু মাঝি মাল্লারা আমার সঙ্গীর লক্ষ্যভেদের পরিচয় পাইয়া বোধ হয় ভীত হইয়াছিল, দুই জনের মৃত্যুতে তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িল, এবং সকলে একত্র দল বাঁধিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিল। তখন আর

আমাদের আক্রমণ করিল না। এদিকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ হিঙ্গুলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া বৃহৎচক্রের ন্যায় দিবাকর সুপ্রকাশিত হইল।

দেখিলাম, আমরা ঠিক পূর্ব্বদিকে যাইতেছি; সুতরাং সূর্য্যকিরণ আমাদের চোখে মুখে পড়িতে লাগিল; আমি আমার সঙ্গীকে বলিলাম, "প্রভাত হইয়াছে, বোধ হয়, আমাদের বিপদ্ কাটিয়া গেল।"

আমার সঙ্গী বলিলেন, "এই অকূল সমুদ্রে প্রভাতই বা কি আর রাত্রিই বা কি? দুর্ব্বৃত্তেরা সকল সময়েই গলায় ছুরি দিতে পারে, আমাদের বিপদ্ এখনও কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, উহারা আবার আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, আপনি আমার খুব নিকটে থাকিবেন, আমরা উভয়ে একত্র থাকিলে উহারা হঠাৎ কিছু করিতে পারিবে না।"

আমার সঙ্গীর কথা শেষ হইতে না হইতে ছয়জন মাঝিমাল্লা চীৎকার-শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া আমাদিগকে আক্রমণের জন্য ছুটিয়া আসিল, আর তিন জন দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। যে ছয় জন আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, তন্মধ্যে যে সর্ব্বাগ্রে ছিল, তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া আমার সঙ্গী গুলী ছুড়িলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই গুলী তাহার ললাট বিদীর্ণ করিল, এবং তাহার ললাট হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল, হতভাগ্য চীৎকার-শব্দে ডেকের উপর পড়িয়া গেল।

এই বিভ্রাট দেখিয়া আততায়ীর দল আর অগ্রসর হইল না; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে চক্ষুর নিমিষে আমার সঙ্গী তাহাদের আর একজনকেও গুলী করিলেন। অবশিষ্ট যে চারি জন রহিল, তাহারা ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া আমাদের উপর লাফাইয়া পড়িল। তন্মধ্যে তিন জন আমাকেই আক্রমণ করিল। এক জনকে আমি চিনিতে পারিলাম—সে কঙ্কং। আমি প্রাণের আশায়

আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, আমার চক্ষুর সম্মুখে আকাশ ও সমুদ্র যেন ঘুরিতে লাগিল, আমার পা টলিতে লাগিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ডেকের উপর পতিত হইলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে আমি দেখিলাম, আমার সঙ্গী মিঃ ওয়ালওয়ার্থ আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর ও চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

আমাকে চেতনালাভ করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছেন?"

আমি ক্ষীণস্বরে পানীয় জল চাহিলাম। জলপান করিয়া আমি অনেকটা সুস্থ হইলাম। সঙ্গী আমার দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়ায় দেখিতেছি, আপনি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, আর কোন ভয় নাই, আপনি শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নূতন কিছু ঘটিয়াছে?"

সঙ্গী বলিলেন, "আমাদের জঙ্কখানা একরূপ অচল হইয়া পড়িয়াছিল, অবশিষ্ট মাঝি-মাল্লাদের তাড়া দিয়া ইহা আবার চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। আপনার রিভলবার আমি হস্তগত করিয়াছি, এবং ইহাতে ছয়টি টোটা পূরিয়া রাখিয়াছি, আপনি এখন অনায়াসেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। যে কয়জন মাল্লা অবশিষ্ট আছে, দরকার হইলে তাহাদিগকে নিপাত করা কঠিন হইবে না।"

আমার সঙ্গী তাঁহার পিস্তল হাতে লইয়া জীবিতাবশিষ্ট মাঝি-মাল্লাদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তাহারা ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকট উঠিয়া আসিল। তিনি চীনে ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা যে উত্তর দিল, তাহাতে তিনি যেন অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

আমি তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,"ব্যাপার কি? আর কোন নূতন বিপদের সম্ভাবনা আছে না কি?"

আমার সঙ্গী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বড় অসম্ভব নহে। এই জঙ্কের কাপ্তেন আমাদের যুদ্ধের সময় প্রাণের ভয়ে জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং যথারীতি জঙ্ক চলে নাই, অথচ আমাদের খাদ্যদ্রব্য যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে বড় জোর দুই বেলা চলিতে পারে। ইতিমধ্যে যদি আমরা যথাস্থানে উপস্থিত হইতে না পারি, তাহা হইলে অনাহারে কষ্ট পাইতে হইবে। যাহা হউক, যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি না চালাইলে অসুবিধার সীমা থাকিবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই জঙ্ক কোথায় যাইতেছে?"

আমার সঙ্গী বলিলেন, "আমরা যে জাহাজে আমাদের গন্তব্য স্থানে যাইব, ইহা আমাদিগকে সেই জাহাজে পৌছাইয়া দিবে। সে জাহাজ যে কোথায় আছে, তাহা আমি ঠিক জানি না, আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখা যাউক। এই সব বিশ্বাসঘাতক নরাধমেরা সমস্ত গোল করিয়া দিয়াছে।"

আমার সঙ্গী জঙ্কের কাপ্তেনের স্থান অধিকার করিলেন, পাইলে বাতাস পাওয়ায় জঙ্ক দ্রুত চলিতে লাগিল। কিন্তু বেলা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল, সমুদ্রের জল যেন পালিস করা রূপার মত দেখাইতে লাগিল, সে দিকে দৃষ্টিপাত করা অসম্ভব। মধ্যাহ্নকালে বাতাস পড়িয়া গেল, কিন্তু আমরা যে জাহাজে উঠিব, তাহার কোন সন্ধান মিলিল না।

আমি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আক্ষেপের সীমা রহিল না, হাতের যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইলাম। অসহ্য রৌদ্র হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য একটি আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়া তাহারই অন্তরালে

বসিয়া রহিলাম। দারুণ পিপাসায় প্রতি মুহূর্ত্তে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল। ক্রমে দিবাবসান হইল, সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িলেন, কিন্তু তখনও বাতাস উঠিল না। আমাদের আশঙ্কা হইল, হয় ত আর এক রাত্রিও এই ভয়ঙ্কর জঙ্কে বাস করিতে হইবে। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। জঙ্কে যে সকল মাঝি-মাল্লা আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, তাহাদের অশরীরী প্রেতাত্মামণ্ডল অন্ধকারে জঙ্কের উপর ঘূরিয়া ঘূরিয়া বেড়াইতেছে।

সন্ধ্যার পর আমার আবার ভয়ঙ্কর পিপাসা হইল। আমার সঙ্গী একটি পেয়ালায় করিয়া আমাকে ছটাকখানেক জল আনিয়া দিলেন;—বলিলেন, "এইটুকু মাত্র জল অবশিষ্ট ছিল, আর জল নাই।" আমি সেই জলটুকু পান করিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে আমার পিপাসা দূর হইল না, অথচ জঙ্কে যতক্ষণ থাকিতে হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর জল পাইবার আশাও নাই। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছেন, আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। জল নাই, এই কথা শুনিয়া আমার পিপাসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, আমার বোধ হয়, তখন অত্যন্ত জ্বর আসিয়াছিল, জলের অভাবে ও দৈহিক যন্ত্রণায় সে রাত্রি আমার যেরূপ কষ্টে কাটিল, এরূপ কষ্ট জীবনে আর কখনও পাই নাই।

আমার সঙ্গী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া একই ভাবে জঙ্কখানি চালাইলেন। প্রভাতে আমি একবার উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাথা ঘূরিয়া পড়িয়া গেলাম, আবার আমার মূর্চ্ছা হইল।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, সন্ধ্যা হইয়াছে, পিপাসায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম, কিন্তু জল চাহিবারও আর শক্তি নাই। আমার সঙ্গী ও মাঝি-

মাল্লারা সকলেই সমান পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একজন লোক পিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকল কষ্টের অবসান করিল, আর একজন লোকও তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে, এমন সময় আমার সঙ্গী গুলী মারিবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

সাঁড়ে সাতটার সময় সূর্য্য অস্তমিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বেগে বাতাস বহিতে লাগিল। সন্ধ্যা গভীর হইবার পূর্ব্বেই আমার সঙ্গী সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পশ্চিমদিকে চাহিয়া বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান ভিলী, এবার আমরা রক্ষা পাইয়াছি, 'আর ভয় নাই ; ঐ দেখুন, আমাদের জাহাজ দেখা যাইতেছে।"

আমি উঠিয়া বসিয়া সেই দিকে চাহিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। এই চতুর্থবার আমার সংজ্ঞালোপ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চক্ষু খুলিয়া আমি দেখিলাম, আমি একটী সুন্দর সুসজ্জিত কামরার মধ্যে শুইয়া আছি। মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিলাম, ইহা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অভিশপ্ত জঙ্ক নহে। যে জাহাজে আমাদের যাইবার কথা, ইহা সেই জাহাজ; কিন্তু আমি কিরূপে এই জাহাজে আসিলাম, জাহাজ কাহাদের, কতক্ষণ আমি এখানে আসিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিবার লোকও কাহাকেও দেখিলাম না। আমি পাশ ফিরিয়া শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিলাম।

আমি যে কামরায় শয়ন করিলাম, সে কামরায় আমার মাথার দিকে একটী দ্বার ছিল, হঠাৎ কিরূপে বলিতে পারি না, সেই দ্বারের দিক্ হইতে একটী শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; আমি মাথা তুলিয়া সেই দিকে চাহিলাম।—কি দেখিলাম? কেমন করিয়া বুঝাইব, আমি কি দেখিলাম? তাহার পর সুদীর্ঘ তিন বৎসর অতীত হইয়াছে; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার নয়নপথে নিপতিত হইয়াছিল, তাহা এখনও আমার হৃদয়ে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে; যেন তাহা কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

আমি দেখিলাম, একটী অপরূপ সুন্দরী যুবতী একখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া, তাঁহার একটী বাহু সেই চেয়ারের হাতায় স্থাপন করিয়া, সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আছেন। এমন সুন্দরী জীবনে আমি আর কখনও দেখি নাই, কখনও যে দেখিব, ইহাও আমার বিশ্বাস হয় না। সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী; শরীরটী এমন সুগঠিত, যেন কোন গ্রীকশিল্পীর অঙ্কিত মার্ব্বেলমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মুখ অত্যন্ত সুগঠিত ও সুন্দর;

চক্ষু দুটী অতি বৃহৎ এবং চক্ষুতারকা গভীর সমুদ্রজলের ন্যায় নীল; মস্তকের নিবিড় কেশরাশি কাঁচা সোণার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, এমন সুন্দর কেশ আর কাহারও মস্তকে দেখি নাই। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গে শুভ্রবেশ, তাঁহার জাহাজে বেড়াইবার জুতা হইতে মস্তকের পানামা হ্যাট পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যই শুভ্রবর্ণ; কেবল একটী সামগ্রী এই সৌন্দর্য্যের সহিত মিশ খাইতেছিল না। দেখিলাম, যুবতীর প্রায় কোলের কাছে একটা প্রকাণ্ড, বিকটাকার, ভীষণ-দর্শন বুল-ডগ তাহার লালচক্ষু দুটী বাহির করিয়া লেলিহান জিহ্বায় চারিদিকে চাহিতেছে।

যুবতীর ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরে দৃষ্টি ফিরাইয়া—তিনি আদর করিয়া তাঁহার কুক্কুরের মস্তকে ধীরে ধীরে করাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা তাঁহার সহিত আমার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। আমি জাগিয়াছি দেখিয়া তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, দেখিতেছি, এতক্ষণ পরে আপনার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে,আপনি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছেন; বার ঘণ্টার কম নহে।"

যুবতীর কণ্ঠস্বরে আমি চমকিয়া উঠিলাম। এমন সুমিষ্ট, কোমল-স্নেহ, সহৃদয়তাপূর্ণ স্বর পূর্ব্বে কখনও শুনিয়াছি কি না, স্মরণ করিতে পারিলাম না। বোধ হয় শুনি নাই, শুনিলে সে কথা স্মরণ থাকিত।

যাহা হউক, আমি তাঁহার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "আমি বার ঘণ্টা ঘুমাইয়াছি?—বলেন কি? আমার এ কথা বিশ্বাসে প্রবৃত্তি হইতেছে না; আমার ত মনে হইতেছে, কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও আমি সেই জঙ্কখানায় ছিলাম, তাহার পর কি যে হইল, কিছুই স্মরণ

নাই; এই জাহাজখানি ধরিবার জন্যই কি আমরা হংকং হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম ?"

যুবতী বলিলেন, "হাঁ, ইহা সেই জাহাজ, আপনাদের [illegible] হইতে ঠিক সময়ে জাহাজের নিকট আসিতে না পারায় আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আপনি যে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছেন, ইহাই সুখের বিষয়। আপনার সঙ্গীর মুখে শুনিলাম, আপনারা নির্বিঘ্নে আসিতে পারেন নাই। পথে আপনারা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম, "এমন বিপদ্ যে, রাজসিংহাসন পাইলেও আমি আর তেমন বিপদের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক নহি; মনুষ্যজীবনে এমন বিপদ্ বোধ হয় একবারের অধিক ঘটে না, কিন্তু সেই একবারের ঘটনাই তাহার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমার সঙ্গী কেমন আছেন ? আশা করি, তাঁহার অবস্থা আমার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় হয় নাই।"

সুন্দরী বলিলেন, "আপনার সঙ্গীর জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, এরূপ বিপদে তিনি নিত্য অভ্যস্ত, বরং এইরূপ বিপদেই তাঁহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। তিনি এখন ডেকের নীচে আছেন, উপরে আসিলেই তাঁহাকে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিব। আপনার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আরও কিছুকাল নিদ্রা হইলে উপকার হইবে। আপনি স্মরণ রাখিবেন, আপনার অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য আমাদের পক্ষে একান্ত প্রার্থনীয় ও হিতকর।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, এ জাহাজখানি কাহার ও মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভের জন্য আমি কাহার নিকট ঋণী ?"

সুন্দরী বলিলেন, "এই জাহাজের নাম লোনষ্টার, এবং আমিই এ জাহাজের মালিক।"

আমি বলিলাম, "আমার অশিষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আপনার নামটী কি, তাহা জানিবার পক্ষে কি কোন বাধা আছে?"

যুবতী ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনি যখন আমার নাম জানিতে চাহিতেছেন, তখন তাহা বলিতে বাধা কি? কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার নাম শুনিলে, আপনি খুসী হইতে পারিবেন না; আমার আসল নাম আলায়; কিন্তু এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোক আমার যে নাম দিয়াছে, সেই ডাকনামে আমি সাধারণতঃ পরিচিত।"

যুবতীর কথা শুনিয়া কৌতূহল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছিল, সুতরাং আমি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই ডাকনামটী কি?"

যুবতী ক্ষণকাল মাত্র নিস্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "মেয়ে বোম্বেটে।"—তার পর যুবতী হঠাৎ উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার কুকুরটীকে সঙ্গে লইয়া ডেকের উপর অদৃশ্য হইলেন।

সেই মুহূর্ত্তে আমার মস্তকের উপর কে যেন হাতুড়ির ঘা মারিল, আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। এই অল্পবয়স্কা সুন্দরী যুবতী মেয়ে বোম্বেটে? ইহা কি কখন সম্ভব? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? সুয়াবায়ার সুলতান ও হঙ্কঙের ভেসির মত শেষে কি আমিও মেয়ে বোম্বেটের হস্তে বন্দী হইলাম? কিন্তু আমাকে এ ভাবে ভুলাইয়া আনিয়া বন্দী করিয়া ইহার লাভ কি? যাহার সামান্য ইঙ্গিতমাত্র লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লুণ্ঠিত হয়, যাহার প্রচণ্ড প্রতাপে প্রাচ্য ভূখণ্ডের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর সদা কম্পমান, আমার মত একজন দরিদ্র ডাক্তারকে নিশ্চয় সে অর্থলোভে বন্দী করে নাই, নিশ্চয়ই তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে; চিকিৎসাশাস্ত্রের সহায়তায় সে কি তাহার কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায়? এ সকল রহস্য ভেদ করা আমার

পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে আমাকে এখন যে আদেশ করিবে, তাহাই নতশিরে পালন করিতে হইবে। যদি আমি তাহাতে অসম্মত হই, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

বসন্ত-রোগের সংক্রামকতা নিবারণের জন্য ইহারা আমাকে লইয়া যাইতেছে, এ ধারণা আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইল। আমার মনে হইল, যে ব্যক্তি আমাকে এখানে ভুলাইয়া আনিয়াছে, তাহা তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র। আমি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলাম।

ইতিমধ্যে আমার সঙ্গী ইউরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একটা চুরুট টানিতে টানিতে আমার সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গুডমর্ণিং ডাক্তার, আপনি অনেক সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া খুসী হইলাম, আপনার যেরূপ বিপদ্ গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, আপনি আমার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন।"

বাস্তবিক আমি আমার সঙ্গীর উপর অসন্তুষ্টই হইয়াছিলাম। একটু চটিয়া বলিলাম, "এরূপ বিপদে পড়া বোধ হয়, আপনার পক্ষে নূতন নহে; সুতরাং আপনার তাহা সহিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু হঙ্কঙ হইতে যখন আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া আসেন, তখন কাহার জাহাজে আপনি আমাকে লইয়া আসিতেছেন, তাহা খুলিয়া বলেন নাই কেন?"

আমার সঙ্গী বলিলেন, "সে কথা বলিলে আর আপনি আমার সঙ্গে আসিতেন না; পুলিসকে সংবাদ দিতেন, আপনাকে সঙ্গে আনিবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত।"

আমি অসন্তুষ্টভাবে বলিলাম, "এত পয়সাওয়ালা লোক থাকিতে আমার মত একজন নির্ধন ডাক্তারকে ভুলাইয়া আনিবার কি আবশ্যক

ছিল? প্রস্তরে মুদ্গরাঘাত করিলে তাহা হইতে কখনও রক্ত বাহির হয় না।"

আমার সঙ্গী বলিলেন, "আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "আমার কথার অর্থ অতি পরিষ্কার; আপনারা টাকা লুঠ করিতে চান, যাহাদের ধরিলে আপনাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাদের না ধরিয়া আমাকে ধরিয়া আনিবার উদ্দেশ্য কি?"

আমার সঙ্গী বলিলেন, "ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন, অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আপনাকে ধরি নাই; আমি আপনাকে যে পাঁচ শত গিনি অগ্রিম দিলাম, ইহার কারণ কি? না ডাক্তার নম্যান্ ভিলা! আপনার সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই। আমি যে কথা বলিয়া আপনাকে লইয়া আসিয়াছি, তাহাতে বিন্দুমাত্রও প্রবঞ্চনা নাই। যবদ্বীপে বসন্ত-রোগের সংক্রামকতা আরম্ভ হইয়াছে; আমরা এখন সেই দ্বীপেই চলিতেছি, আপনার কার্য্য শেষ হইলে আপনাকে যেখান হইতে আনা হইয়াছে, নিরাপদে আপনাকে সেইখানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা অপেক্ষা আপনাকে আর অধিক ভরসা দিতে পারি না। আপনি আমাদের সহিত যদি সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহার বিনিময়ে আপনিও সদ্ব্যবহারই প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু যদি আপনার ব্যবহারে কোন দুরভিসন্ধি দেখা যায়, তবে তাহা আপনার পক্ষে কল্যাণজনক হইবে না। আশা করি, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও কারণ পাইবেন না।"

আমার সঙ্গীর কথা শুনিয়া অনেক পরিমাণে আমার ভয় দূর হইল। কারণ, এই কথাগুলির মধ্যে কোনও দুরভিসন্ধি নাই, তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

অতঃপর আমি উঠিয়া আমার সঙ্গীর সহিত ডেকের উপর আসিলাম

এবং চারি দিকে চাহিয়া জাহাজখানি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। নৌ-বিদ্যায় আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং জাহাজের ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তিও আমার নাই, তবে জাহাজখানি দেখিয়া বোধ হইল, তাহাতে প্রায় দশ হাজার মণ জিনিস আঁটিতে পারে এবং তাহা অতি সুদৃঢ় ও সুগঠিত ; পৃথিবীর কোন্ রাজ্যে এই জাহাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা আমি অনুমান করিতে পারিলাম না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে, যে ব্যক্তি এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাহাজের নক্সা করিয়াছে, সে যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও শিল্পনিপুণ ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। এমন দ্রুতগামী জাহাজ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

আমার সঙ্গী বলিলেন, "এই জাহাজখানির মত দ্রুতগামী জাহাজ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই বলিলেও চলে, লোনষ্টার কত শত্রুর চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই জাহাজের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ইহার বিশেষত্বগুলি দেখিতে পারেন।"

আমার সঙ্গীর কথা শুনিয়া জাহাজখানি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। আমি চারিদিকে ঘুরিয়া সর্ব্বপ্রথমেই জাহাজের একটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম। তাহার কোন স্থানে একটু অপরিষ্কারের চিহ্নমাত্র নাই, তাহার ডেক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অংশ বক-পক্ষের ন্যায় শুভ্র, এবং এমন পালিস করা যে, তাহাতে মুখ দেখা যায়। তাহার পা'লগুলা ও কপিগুলি পর্য্যন্ত সাদা রং করা। জাহাজের উপর ছয়খানি শুভ্রবর্ণের বোট দেখিলাম। তন্মধ্যে দুইখানি লাইট্ বোট। তাহার সর্ব্বপ্রধান মাস্তলটী ডেক হইতে প্রায় দেড় শত ফিট উচ্চে, এবং জাহাজের তলদেশটী স্থূল তামার পাতে আবৃত, সূর্য্যকিরণ পড়িয়া এক একবার তাহা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিতেছে। জাহাজখানির এমন কতক-

গুলি সরঞ্জাম দেখিলাম যে, ইচ্ছা করিলে তাহার বাহ্যিক আকার পরিবর্ত্তন করা সহজ, এমন কি, উহা যে লোনষ্টার জাহাজ, দূর হইতে তাহা পর্য্যন্ত অনুমান করা কঠিন হয়। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, "মেয়ে বোম্বেটে" সর্ব্বদা এক জাহাজে থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে ঘুরিয়া বেড়ায়। এখন এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। এই জাহাজ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনবার ভোল বদল করিতে পারিত।

আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই অদ্ভুত ফন্দিটী কাহার মাথা হইতে বাহির হইয়াছিল?"

সঙ্গী বলিলেন, "সকল ফন্দিই আমার মনিবের, তাঁহার নিজের ডিজাইন অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছিল, এ সকল বিষয়ে তাঁহার মস্তিষ্ক বড় উর্ব্বর।"

আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের মনিব সম্বন্ধে আমি কোন কোন কথা জানিতে ইচ্ছা করি।"

সঙ্গী বলিলেন, "এ বিষয়ে বোধ হয় আমি আপনার কৌতূহল দূর করিতে পারিব না, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। এই জাহাজে আপনি এমন লোক একজনও পাইবেন না যে, তাঁহার জীবন অপেক্ষা তাঁহার আদেশকে অধিক মূল্যবান্ মনে না করে। তিনি এমন বুদ্ধিমতী যে, আপনি চেষ্টা করিয়াও তাঁহার নিকট মনের ভাব গোপন করিতে পারিবেন না। আপনি যদি তাঁহার সহিত সরল ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি কোন ক্রমেই আপনার সহিত কপটতা করিবেন না; কিন্তু তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে আর আপনার রক্ষা নাই। আমার এই কথাটী আপনি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। আমি আর এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, আমার অনেক কাজ-কর্ম্ম আছে।"—আমার সঙ্গী আমার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর আমি কি করিব, স্থির করিতে না পারিয়া আমার চেয়ারে গিয়া বসিলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি জাহাজ চালাইতেছিল, তাহার দেহ দীর্ঘ, মুখে কটা দাড়ী, চক্ষু দুটী উজ্জ্বল এবং ললাটে বজ্রাঘাতের একটী চিহ্ন। ঘণ্টা বাজিলে সে আর একজনের হস্তে জাহাজ-পরিচালন-ভার দিয়া ডেকের নীচে প্রস্থান করিল।

হাতে কাজ ছিল না, সুতরাং বসিয়া বসিয়া জাহাজের কর্ম্মচারীদিগকে দেখিতে লাগিলাম। খালাসীগুলি প্রায় সকলেই দেশীলোক, তাহারা বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ, চটপটে ও বাধ্য; কিন্তু উহারা মালয় কি অন্য কোন্ জাতীয় লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, এবং এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করাও সঙ্গত বোধ করিলাম না।

তখন প্রভাতকাল, অতি সুন্দর প্রভাত; আকাশ যেমন স্বচ্ছ ও সুনীল, সমুদ্রের জলও সেইরূপ স্বচ্ছ ও সুনীল দেখাইতেছিল। বায়ুর বেগ প্রবল ছিল বলিয়া আমাদের জাহাজখানি দ্রুত চলিতে লাগিল। তাহার দুই পাশ দিয়া শুভ্র ফেনপুঞ্জ উৎসারিত হইতে লাগিল। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, দ্রুতগমনে লোনষ্টার সত্য সত্যই অদ্বিতীয়।

আমি চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া আমার বিচিত্র ভাগ্য-বিড়ম্বনার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম।

আমি যে লণ্ডননগরের ক্যাভেণ্ডিস সায়ারের একটী এম.ডি পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার জর্জ্জ নর্ম্মান্ ভিলী, এ কথাটী যেন আমার নিকট স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোথায় আমি লণ্ডন সহরে ডাক্তারখানা খুলিয়া প্রতিদিন শত শত রোগীর চিকিৎসা করিব, চারিদিক্ হইতে আমার কাছে ডাকের উপর ডাক আসিবে, কিন্তু তাহা না হইয়া আমাকে একটী রহস্তময়ী রমণীর চিকিৎসক হইয়া প্রাচ্যসমুদ্রে কোন্ অজ্ঞাত দ্বীপের

অভিমুখে যাত্রা করিতে হইয়াছে, আর এই রমণী যে সে রমণী নহে, সে বড় বড় রাজাদের নিকট হইতে কর আদায় করে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাজনকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া ফাঁদে ফেলে; ডাকের জাহাজ পর্য্যন্ত লুঠ করে; বস্তুতঃ এখন তাহার অবস্থা এরূপ যে, পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যজাতির ক্রোধ ও অভিসম্পাতের পাত্রী হইয়া সে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রের কোন্ নির্জ্জন অংশে লুকাইয়া বেড়াইতেছে। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য যাহাই হউক, এই রহস্যময়ী সুন্দরী মেয়ে বোম্বেটের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হইয়া চলাই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

আমি চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছিলাম, চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, একটা সংবাদবাহী ভৃত্য আমাকে জানাইয়া গেল; আধ ঘণ্টা পরে তাহাদের মনিবের সহিত আমার টিফিন খাইবার নিমন্ত্রণ। শুনিলাম, তাহাদের মনিব যে সে লোককে এই ভাবে সম্মানিত করেন না। আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় একটু ফিট্‌ফাট হইয়া যাওয়া আবশ্যক মনে হইল, কিন্তু কোথায় আমার বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও বিশ্রাম করিবার স্থান, তাহা বুঝিতে না পারিয়া জাহাজের একজন কর্ম্মচারীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সেই কর্ম্মচারীটী জাহাজের ষ্টুয়ার্টকে তাহার স্বদেশী ভাষায় কি বলিল, ষ্টুয়ার্ট আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "মিঃ ওয়ালওয়ার্থের কামরার ঠিক পরেই যে কামরা, সেই কামরায় আপনার জিনিসপত্র রক্ষিত হইয়াছে। মিঃ ওয়ালওয়ার্থ আপনাকে সেই কামরায় লইয়া যাইবেন।"

কিন্তু ওয়ালওয়ার্থের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় আমি ষ্টুয়ার্টের সহিত ভোজনাগারে প্রবেশ করিলাম। সেখানে তিন জন কর্ম্মচারী ভোজনে বসিয়া গিয়াছে; ভোজনাগারের আশে পাশে অনেকগুলি কামরা, তন্মধ্যে একটা কামরা আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; সেই কামরায়

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার জিনিসপত্র সকলই পরিপাটীরূপে সাজান আছে; এমন কি, আমার কামাইবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহাও একপ্রান্তে রক্ষিত দেখিলাম। আমি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া আমার ক্ষতস্থান ধুইয়া পটি বাঁধিলাম। তাহার পর একটী শুভ্র পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইলাম।

বেলা একটার সময় একজন কর্ম্মচারী আসিয়া আমাকে মেয়ে বোম্বেটে অর্থাৎ আলায়ের কক্ষে লইয়া চলিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, স্থানটী বেশ নির্জ্জন, আমি বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে কক্ষসজ্জা দেখিতে লাগিলাম। আমি এ পর্য্যন্ত অনেক জাহাজে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুরুচিসম্পন্ন ও সুচারুরূপে সজ্জিত জাহাজের কামরা কখনও দেখি নাই। সেই কক্ষের মেঝে যেরূপ কারুকার্য্যখচিত মূল্যবান্ গালিচায় আবৃত, সেরূপ গালিচা আমি জীবনে দেখি নাই; কক্ষের দ্বারে দ্বারে অতি সুন্দর পর্দ্দা, এই কক্ষটীতে যাহাতে আলোক ও বায়ুপ্রবেশের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিলাম। কক্ষপ্রাচীরে সুন্দর সুন্দর জাপানী চিত্র ও জাপানী ফ্রেমে আবদ্ধ নানা আকারের আয়না; শুভ্রকক্ষে সোণালী লতাপাতা কাটা; স্থানে স্থানে চেয়ার ও কৌচ, শয্যার উপর নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বালিস, এককোণে একটা প্রকাণ্ড পিয়ানো এবং নানাবিধ স্পেনীয় ও হঙ্গেরীয় বাদ্যযন্ত্র, কয়েকটী প্রাচীন ভিনিস-দেশীয় বীণা; সেই কক্ষের সকল জিনিসের বর্ণনা করি, এত স্থান নাই। আমি অবাক্ হইয়া সেই কক্ষ-শোভা দেখিতে লাগিলাম। আমি যেখানে বসিলাম, তাহার অদূরে একখানি সুন্দর বাঁধাই পুস্তক দেখিয়া তাহা কি পুস্তক, জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইল; পুস্তকখানি হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলাম, তাহা সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান কবি হায়েনের কবিতাগ্রন্থ। আমি বিস্মিত হইলাম; বোম্বেটেগিরী যাহার

ব্যবসায়, তাহার সাহিত্যানুরাগ থাকিতে পারে, এরূপ আমার বিশ্বাস ছিল না।

আমি আলায়ের কক্ষে উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই আলায় নূতন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অন্য একটী কক্ষ হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সেই ভীষণ-দর্শন বুল-ডগ। কুকুরটা আমাকে সেই কক্ষে উপবিষ্ট দেখিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আলায় আমার নিকটে আসিয়া দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিল্‌সী, আমি আমার খাস-কামরায় আপনার অভ্যর্থনা করিতেছি, এখন আপনাকে অনেকটা সুস্থ দেখিয়া আনন্দলাভ করিলাম।"

আমি আলায়ের করকম্পন করিয়া বলিলাম, "আমি এখন অনেক ভাল আছি, দুর্ব্বলতাও আর নাই; ইতিপূর্ব্বে আমি সামান্য কারণে যেরূপ অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহাতে আপনি কি মনে করিতেছেন, জানি না।"

যুবতী আমার পাশে একখানা গদী-আঁটা সুদৃশ্য চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া উট-পক্ষীর পক্ষ দ্বারা নির্ম্মিত একখানা পাখা লইয়া ধীরে ধীরে তাহা ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমাকে বলিলেন, "আমার এখানে আসিতে জন্যে আপনি ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি, সে জন্য আমি দায়ী। যাহা হউক এ সম্বন্ধে সকল কথা পরে হইবে, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনি প্রাণে প্রাণে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এই চীনেগুলোকে আমি দুই চক্ষে দেখিতে পারি না।"

কি বলিয়া কথা আরম্ভ করা যায়, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া আমি প্রথমে তাঁহার জাহাজের কথাই তুলিলাম; বলিলাম,—"এ

পর্য্যন্ত আমি অনেক জাহাজে বেড়াইয়াছি, এমন চমৎকার জাহাজ কিন্তু আর কখনও দেখি নাই।

আলায় আমার কথা শুনিয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন,"এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীতে এমন জাহাজ আর একখানিও নাই, আমি নিজের পছন্দ অনুসারে এই জাহাজ প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছি। সকল সমুদ্রেই, সকল ঋতুতেই, এমন কি, মহাঝটিকার মধ্যেও আমি ইহাকে চালাইয়াছি। ভাল আরোহীর নিকট উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন আদরের বস্তু, এই জাহাজখানিও আমার নিকট সেইরূপ। ইহা দেখিতে যেমন সুন্দর, সেইরূপ ক্ষিপ্রগামী; দ্রুতগমনে ইহার সমকক্ষ হইতে পারে, এমন জাহাজ পৃথিবীর কোন জাতির নাই। কেবল ইহার গুণেই আমি শত শত বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি, কতবার মহাসঙ্কটে যে এই জাহাজের গুণেই পরিত্রাণলাভ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু নানা সঙ্কটে যে আমি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি, ইহা শুনিয়া বোধ হয়, আপনি খুসী হইতে পারিবেন না।"

আমি বলিলাম,"আপনি এরূপ কথা মনে করিবেন না, আপনার সম্বন্ধে আমি যখন বিশেষ কোন কথাই জানি না, তখন কেন একটা বিরুদ্ধ ধারণা করিয়া বসিব?"

আলায় বলিলেন, "এ সকল কথা যাক্, আমাদের আহারের সময় হইয়াছে, এখন খাইবার টেবিলে বসিলেই ভাল হয়।"

আলায় বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় টুং করিয়া শব্দ করিয়া টিফিন আনিবার আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ টিফিন আসিয়া হাজির। আমরা টেবিলের কাছে গিয়া বসিলাম এবং অবিলম্বে আমাদের উভয় হস্তই চলিতে লাগিল।

আমি সেখানে কি খাইলাম, সে কথার আলোচনায় আর আবশ্যক

নাই, কিন্তু আহারের সেই অর্দ্ধঘণ্টাকাল আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইলাম; যে সকল খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করা হইয়াছিল, তাহার আস্বাদন এমন রসনাতৃপ্তিকর যে, আমি জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। আহারের সময় আমরা পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলাম।

আহারের পর আমরা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আসন অধিকার করিয়া বসিলাম। আলায় বলিলেন, "ডাক্তার নম্যান্ ভিলী, আমি আপনাকে কি জন্য আনাইয়াছি, তাহা বোধ হয়, আপনার অজ্ঞাত নহে।"

আমি বলিলাম, "আপনার কার্য্যকারকের নিকট আমি সে কথা শুনিয়াছি। কিন্তু আমাকে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা আমি ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। শুনিয়াছি—আমাকে কোন একটী দ্বীপে যাইতে হইবে।"

আলায় বলিলেন, "আপনি ঠিক কথাই শুনিয়াছেন, আমি যেখানে বাস করি, সেখানে বসন্তরোগ সংক্রামক-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। সেই দ্বীপটী কোথায়, সে কথা এখন আপনাকে বলিবার আবশ্যক দেখি না, আপনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেই সকল জানিতে পারিবেন। আমি যখন দেখিলাম, আমার অধীনস্থ চিকিৎসকেরা বহু চেষ্টাতেও এই ব্যাধি নিবারণ করিতে পারিতেছে না, তখন হঙ্কঙ হইতে একজন ভাল ডাক্তার লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য বোধ করিলাম। কিন্তু আপনার ন্যায় বিখ্যাত চিকিৎসকের সাহায্য লাভ করিতে পারিব, ইহা পূর্ব্বে মনে করি নাই। আপনি আসিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতেছি। আমি আমার প্রজাদের বর্ত্তমান বিপদে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি; তাহারা আমাকে তাহাদের জননী-স্বরূপিণী মনে করে; আমি ভিন্ন আর কে তাহাদের সাহায্য করিবে?"

আমি বলিলাম, "বসন্ত যখন সেখানে এরূপ সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, তখন আপনার একটু দূরে বাস করিলেই ভাল হয়।"

আলায় বলিলেন, "আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নহি; আপনি ত একজন চিকিৎসক, প্রাণভয়ে কি আপনি কোন সংক্রামক-রোগগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় বিরত থাকেন?"

আমি বলিলাম, "না, তাহা থাকি না, তবে যাহাতে আমার কোন অনিষ্ট না হয়, সে জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করি। আপনি কবে টীকা লইয়াছিলেন?"

আলায় বলিলেন, "১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রোমনগরে আমি টীকা লইয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে এখন আর একবার টীকা লওয়া আবশ্যক, ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা কাটিয়া যাইবে, যদি আপনি বলেন, তাহা হইলে আজই আপনার টীকা দিই।"

আলায় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমার কামরায় আমার ডাক্তারী অস্ত্রশস্ত্র ও ঔষধপত্র রক্ষিত হইয়াছিল, টীকা দিবার উপযুক্ত সরঞ্জাম লইয়া দুই মিনিটের মধ্যে আমি পুনর্ব্বার আলায়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে প্রস্তুত দেখিয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তখানি উন্মুক্ত করিলেন। সেই সুগোল, শুভ্র, সুগঠিত বাহু দেখিয়া আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম; আমি শত বর্ষ জীবিত থাকিলেও বোধ হয়, এমন সুন্দর হাত কখনও দেখিতে পাইব না। সেই হস্তে অস্ত্র বিদ্ধ করিতে আমার বড়ই কষ্ট হইল; আলায়ের বুল-ডগ্ বেল্‌জিবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার কাজ দেখিতে লাগিল। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই কার্য্য শেষ করিলাম; তাহার পর আবার অস্ত্রাধারটী লইয়া আমি আমার কামরায় যাইতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় আলায় আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার

নর্ম্মান্ ভিলী, সম্ভবতঃ আপনি আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন- আপনি যত দিন আমাদের সঙ্গে আছেন,তত দিন পর্য্যন্ত আপনি সে সকল কথা বিস্মৃত থাকিতে চেষ্টা করিবেন; এক দিন হয় ত আপনি বুঝিতে পারিবেন, লোকে আমাকে যত মন্দ মনে করে, আমি তত মন্দ নহি।”

আমি বলিলাম, “আমি সত্যই সে সকল কথা বিশ্বাস করি না। আপনার বিরুদ্ধে আমার মন্দ ধারণা কিছুই নাই।”

“এজন্য আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন,” এই কথা বলিয়া আলায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমি আমার অস্ত্রাধারটী পকেটে ফেলিয়া ডেকের উপর আসিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আলায়কে দেখিয়া পর্য্যন্ত আমার মনে একবারও এ ধারণা হয় নাই যে, এই যুবতী বোম্বেটেগিরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং প্রাচ্যসমুদ্র তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কম্পমান; কিন্তু তথাপি যাহা সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক একবার আমার মনে আত্মগ্লানির সঞ্চার হইতে লাগিল মনে হইল, আমি সম্ভ্রান্ত ও বহুজন-সমাদৃত ডাক্তার জর্জ নর্ম্মান্ ভিলী, শেষে কি একটা বোম্বেটের কুকার্য্যের সহায়স্বরূপ হইলাম? স্বীকার করি, দুশ্চিকিৎস্য রোগে জাতি, ধর্ম্ম ও পেষা বিচার না করিয়া আর্ত্ত রোগীর রোগ-নিবারণের চেষ্টা করা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম.. কিন্তু আমি যে এখন মেয়ে বোম্বেটের বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র, এ কথা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিলাম না।

আমি যখন ডেকের উপর আসিলাম, তখন দিবা অবসানপ্রায়, দূরে—বহু দূরে সমুদ্রের সীমাপ্রান্তে দিক্‌চক্রবালরেখায় যেখানে আকাশ ও সমুদ্র পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানে সুবৃহৎ অগ্নি-গোলকের ন্যায় অস্ত-গমনোন্মুখ দিবাকর খণ্ড-বিখণ্ড ও নানাবর্ণে সুরঞ্জিত মেঘস্তরের ভিতর দিয়া অদৃশ্য হইতেছিল। সমুদ্রবক্ষে সূর্য্যাস্তের সেই অপূর্ব্ব

শোভা দেখিয়া আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় আমি ডেকের উপর একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া একটী চুরুট টানিতে টানিতে স্তব্ধ সমুদ্রের নৈশ শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমার মস্তিষ্কে নানা অদ্ভুত কল্পনার সমাবেশ হইতে লাগিল, ক্রমে আমার স্বদেশ—আমার সুখময় গৃহের কথা মনে পড়িয়া গেল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, গৃহে বৃদ্ধ মাতা ভিন্ন আর কেহই নাই, তিনি আমার আকস্মিক নিরুদ্দেশের কথা শুনিয়া কি মনে করিবেন? কিন্তু মা ভিন্ন স্বদেশে আমার বিশেষ আত্মীয় বা আত্মীয়া আর কেহই ছিলেন না। কেবল একটী অবিবাহিতা ভগ্নী ছিল, আর একটী যুবতী,—যখন আমি কলেজে পড়িতাম, সেই সময় প্রেমরোগে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া একটী যুবতীকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, কিন্তু সেই যুবতী আমার প্রেম উপেক্ষিত করিয়া আমার একটী সহপাঠী বন্ধুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল; তাহার পর হইতেই আমার প্রেমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। সংসারে আমি এখন সম্পূর্ণ অনাসক্ত; বোধ হয়, এই ভাবেই আমার জীবন কাটিবে; অন্ততঃ তখন পর্য্যন্ত আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল।

ডিনার শেষ হইলে, বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হইল। তখন জাহাজের সমুদয় পা'ল খাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, জাহাজখানি পা'লভরে বায়ুবেগে চলিতে লাগিল, আমি রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, চন্দ্রকরে উদ্ভাসিত জলরাশি বিদীর্ণ করিয়া জাহাজ কেমন হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে, তাহাই দেখিতে লাগিলাম; একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলাম, উজ্জ্বল তারকারাশিতে আকাশ আচ্ছন্ন, জাহাজের সুবিস্তীর্ণ শুভ্র পা'লগুলি মাস্তুলে ভর করিয়া যেন সেই সকল তারকাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

হঠাৎ আমার বোধ হইল, কে যেন আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মস্তক ফিরাইয়াই আলায়কে দেখিতে পাইলাম। কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত, তাঁহার মস্তকে একটী কারুকার্য্য-খচিত মনোহর মস্তকাবরণ।

আমার দিকে চাহিয়া আলায় মৃদুস্বরে বলিলেন, "রাত্রিকালে বিশাল সমুদ্রের শোভা কি অনুপম! কতবার আমি প্রাণ ভরিয়া এই শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু দেখিয়া দেখিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। হে অনন্ত অব্যক্ত অপূর্ব্ব রহস্যময় মহা-সমুদ্র! তুমি আমার জনক ও জননী উভয়ই, আমার অদৃষ্টসূত্র তোমার করধৃত। আমি তোমার বক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তোমার বক্ষে প্রতিপালিত হইয়াছি এবং যে দিন জীবনের খেলা সাঙ্গ করিয়া আমার এই পার্থিব চক্ষু চিরমুদিত করিব, তখন যেন আমি তোমার ঐ শান্ত সুশীল বক্ষে আশ্রয় পাই।"

আমি বলিলাম, "আপনার মনে হঠাৎ অন্তিমকালের চিন্তা উপস্থিত হইল কেন? সে দিন আসিতে এখন অনেক বিলম্ব আছে, আর আপনি যে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সমুদ্রেই বাস করিবেন, তাহারই বা স্থিরতা কি?"

আমার দিকে চাহিয়া আলায় বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, এ রহস্যভেদে আমার সামর্থ্য নাই, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, মৃত্যুর পর যেন সমুদ্রবক্ষেই আমার সমাধি হয়। সমুদ্রের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না, আমার সুখ-দুঃখ, আমার মঙ্গলামঙ্গল, সকলই সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেছে। যখন সমুদ্র শান্ত ও অচঞ্চল থাকে, তখনও তাহাকে আমি যেমন ভালবাসি, আবার উদ্দাম ঝটিকা-বেগে উন্মত্ত দৈত্যের ন্যায় যখন সে হুঙ্কার দিয়া বিশ্বের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিবার জন্য লক্ষ তরঙ্গবাহু বিস্তার করিয়া মহাবেগে দিগ্ দিগন্তে

প্রধাবিত হয়, তখনও আমি তাহাকে সেইরূপ ভালবাসি। কত প্রলয়ের ঝটিকা এই সমুদ্রবক্ষে আমার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষণ-কালের জন্যও আমি ভীত, ব্যাকুল বা বিচলিত হই নাই, সকল সময়ই আমার মনে হয়, আমি আমার জননীর নিরাপদ্ স্নেহময় বক্ষে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া আছি। হে সুন্দর অনন্ত-রহস্যময় অনন্ত রূপের আধার অনন্ত-কালব্যাপী মহাসমুদ্র! হে প্রকৃতির আদি জনক-জননি! তোমাকে নমস্কার।”

আলায় আবেগভরে এই ভাবে সমুদ্রকে আহ্বান করিবার সময় এমন ভাবে সমুদ্রের দিকে তাঁহার দুইখানি বাহু প্রসারিত করিলেন যে, সত্যই আমার মনে হইল, তিনি জড়-প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া এ কথা বলিতে-ছেন না, এই সুবিশাল বিরাট্ প্রকৃতির মধ্যে যে প্রাণের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, তাহার সত্তা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলায় নিস্তব্ধভাবে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর আমাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, “সমুদ্রই আমার ঘর-বাড়ী; কিন্তু সমুদ্রবাসে কত বিপদ্, তাহা আমি যেমন জানি, আর কে তেমন জানে? ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, এই সমুদ্র-বক্ষে বাস করিতে করিতে আমি কত ভয়ানক বিপদে পড়িয়া কিরূপ অদ্ভুত উপায়ে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি, সে সকল কাহিনী শুনিলে, আপনার দেহ লোমাঞ্চিত হইবে। আপনি সে সকল কথা বিশ্বাস করিতেই পারিবেন না।”

আমি সংক্ষেপে বলিলাম, “আপনি যে কথাই বলিবেন, অসম্ভব হই-লেও তাহা আমি বিশ্বাস করিব।”

আলায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “আমার ইহাতে সন্দেহ আছে, আমার জীবন সাধারণ লোকের জীবনের মত নহে, ইহাতে প্রতিনিয়ত নানা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, জীবনব্যাপী নিরাশার সহিত আমি

ক্রমাগত যুদ্ধ করিতেছি ; মানব সমাজ হইতে আমি দূরে দূরে বাস করিতেছি ; কিন্তু মানবজাতি নরকের কুকুরের ন্যায় ক্রমাগত দেশ হইতে দেশান্তরে আমাকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। আপনি কি জানেন, কতবার আমি মনুষ্যের হস্তে বন্দিনী হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি ? এ সম্বন্ধে আপনাকে দুই একটা গল্প বলিতেছি, শুনুন। একবার সিঙ্গাপুরে ছদ্মবেশে আমি আমার একজন বন্ধু পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রীর সহিত তাঁহার গৃহে আহারে বসিয়াছি ;—এই যুবতীর সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ আমার আলাপ হইয়াছিল ; তাহার পর ক্রমে তাহা বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আহার করিতে করিতে আমার সেই বন্ধুর স্বামী উক্ত পুলিস-কর্ম্মচারী মেয়ে বোম্বেটের গল্প আরম্ভ করিলেন ;—বলিলেন, 'অনেকদিন হইতেই ইহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি,—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, পরন্তু এতদিনে বোধ হয় সুযোগ উপস্থিত, আমি সংবাদ পাইয়াছি, সে এই অঞ্চলে কোথাও লুকাইয়া আছে। আমার বিশ্বাস, আজকালের মধ্যেই তাহাকে আমরা গ্রেপ্তার করিতে পারিব।'—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এক গ্লাস শ্যাম্‌পেন্ আমি মুখে তুলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, তাঁহার কথা শুনিয়া আমার ললাটের একটী শিরাও কম্পিত হইল না, আমি প্রশান্তভাবে সেই শ্যাম্‌পেন-গ্লাসটী উদরস্থ করিলাম, আমার মুখে বিন্দুমাত্র বিকারচিহ্ন লক্ষিত হইল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই পুলিস-কর্ম্মচারী আপনাকে সন্দেহ করেন নাই ?"

আলায় বলিলেন, "না, আমার ছদ্মবেশ ধরিতে পারে, এমন লোক কেহ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই ; কিন্তু সেই সময় যদি আমি বিন্দুমাত্র অধীরতা দেখাইতাম, তাহা হইলেই আমার সর্ব্বনাশ হইত। আর একবার ইংলণ্ডের কোন বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা-পরিচয়ে আমি কলম্বোর রাজ-

প্রতিনিধির গৃহে বলনাচে উপস্থিত ছিলাম; সেই দিন সন্ধ্যাকালে যাঁহার সহিত আমার নাচিবার কথা ছিল, তিনি একজন উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারী। তিনি হঠাৎ সেই মজ্‌লিসত্যাগে উদ্যত হইলেন, আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি জানিতে পারিয়াছেন, মেয়ে বোম্বেটে সেই নগরেই আসিয়াছে, তিনি তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবেন, যদি তিনি কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে তিনি পুলিসবিভাগে অতি উচ্চপদ লাভ করিতে পারিবেন। আমি সহাস্যে তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনার মনোবাসনা সফল হউক।' তার পর নিশ্চিন্ত-মনে নৃত্যে যোগদান করিলাম।"

আলায়ের সাহসের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম;—বলিলাম, "আপনি কেন ইচ্ছা করিয়া এরূপ বিপদের মধ্যে গিয়া পড়েন?"

আলায় হাসিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করিয়া আর কে বিপদকে আলিঙ্গন করে? অনেক সময় আমাকে বাধ্য হইয়া বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়; এমন অনেক সংবাদ-সংগ্রহের জন্য যাইতে হয়, সে সকল কার্য্যের ভার বিশ্বাস করিয়া অন্যের হস্তে দেওয়া যায় না।"

আলায়ের কথা যখন শেষ হইল, তখন পূর্ব্বাকাশের অন্ধকার-যবনিকা বিদীর্ণ করিয়া চন্দ্রোদয় হইল, তাহার মৃদু রশ্মিধারায় সমুদ্র-জল রৌপ্যের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। আলায় সেই সীমাহীন দিগন্তের দিকে চাহিয়া আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনি বোধ হয়, আমার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা শুনিয়াছেন; সেই সকল কথা আপনার মুখে শুনিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইতেছে, তবে সকল কথা যে আপনি ঠিক শুনিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।"

আমি বলিলাম, "অনেক কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার সকলই যে সত্য, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

আলায় বলিলেন,"সুম্বাবায়ার সুলতানের কথা শুনিয়াছেন ত, আপনি বোধ হয় সে কাহিনী শুনিয়া ভাবিয়াছেন, সুলতানের উপর আমি বড় অত্যাচার করিয়াছি ; কিন্তু সকল কথা শুনিলে, আপনি আমার কার্য্যের সমর্থন করিবেন। এই লোকটার চরিত্র কিরূপ কলঙ্কিত, সে কিরূপ মহা পাপিষ্ঠ, আপনার তাহা ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে তেমন নরপিশাচ দ্বিতীয় নাই। তাহা হইতে তাহার প্রজা-বর্গের ধন, প্রাণ, নারীর সতীত্ব, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মান কিছুই রক্ষা হয় না, অথচ তাহার অত্যাচার দমন করিয়া প্রজাবর্গকে নির্ভয় করে, এমন লোক কেহই নাই। আমি কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিলাম, এবং তাহার নিকট হইতে লক্ষ মুদ্রা মুক্তি-পণ আদায় করিয়া তাহার অর্দ্ধেক অর্থ তাহারই উৎপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণকে দান করিলাম ; অধিকন্তু তাহাকে বলিয়া রাখিলাম, যদি সে পুনর্ব্বার তাহার প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে তাহাকে এমন দণ্ড প্রদান করিব যে, জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না। আমার সম্বন্ধে আপনি আর কি কথা শুনিযাছেন ?"

আমি ভেষ্টিস্ কুইন ও উদ্দানদত্ত জাহাজ লুণ্ঠনের কথা বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া আলায় বলিলেন, "এই জাহাজ দুখানি লুঠের কথা আমি অস্বীকার করিব না। আমার অর্থের আবশ্যক হওয়াতেই আমি তাহা লুঠ করিয়াছিলাম। কেবল আমার নিজের জন্য নহে, আমার প্রতি-পাল্য বহুলোক-প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিন আমার বহু অর্থের প্রয়োজন, আপনার চক্ষে আমি সামান্য দস্যু, তস্কর বা প্রবঞ্চক প্রতীয়মান হইতে পারি, কিন্তু যে চিরজীবন ধরিয়া সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, এবং সমাজের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সে সমাজকে নিগৃহীত করিবার চেষ্টা কেন না করিবে ? আমি যাহা করি, তাহারও যে সমর্থন করা যায়,

ইহা আর একদিন আপনাকে আমি বুঝাইব। মানব-সমাজ আমাকে ধৃত করিয়া উৎকট দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,আমি কোনরূপেই ধরা দিব না। আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, আমি দরিদ্রের এক কপর্দ্দকও কখনও গ্রহণ করি নাই; বরং অনেকের বিপদে যথোপযুক্ত অর্থ-সাহায্য করিয়াছি। আমার স্বদেশ নাই, আমার কোন আত্মীয়-বন্ধু নাই, বিভিন্ন দেশের রাজ-সরকার আমার মস্তকের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, সুতরাং সকলকেই আমার অবিশ্বাস করিবার অধিকার আছে, বিশেষ সাবধান হইয়া না চলিলে আমার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু আমার বিশ্বাস, জীবনে আমি ধরা পড়িব না; মৃত্যুর পর আমার মৃত-দেহ কাহার হস্তগত হইবে না হইবে, সে চিন্তা অনাবশ্যক।"

রাত্রি দশটা বাজিল, আলায় আমার নিকট বিদায় লইলেন, আমি আলায়ের অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। নানা চিন্তায় রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম, জাহাজ আর চলিতেছে না। সুতরাং আমার অনুমান হইল, আমরা আমাদের লক্ষ্য-স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি আমার কেবিনের কাচময় গবাক্ষ খুলিয়া বহিঃপ্রকৃতির দিকে চাহিলাম, যে দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল, তাহা লেখনী-মুখে ব্যক্ত হইবার নহে, যদি আমার যথোপযুক্ত লিপি-কুশলতা থাকিত, তাহা হইলেও অন্ততঃ আমি সেই দৃশ্য-শোভা কিয়ৎ-পরিমাণে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতাম। তবে আমার কাহিনী যাহাতে অসম্পূর্ণ না থাকে, সে জন্য আমি যথাসাধ্য বর্ণনার চেষ্টা করিব। আমি গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ও এক-তৃতীয়াংশ মাইল প্রশস্ত একটী বন্দর। বন্দরের আশে-পাশে যত দূর দৃষ্টি যায়, সমতল বালুকাময় তটভূমি, তাহার সীমাপ্রান্তে নিবিড় অরণ্যানী-সমাচ্ছন্ন গিরি-শ্রেণী, তাহার উচ্চতা প্রায় দুই হাজার ফিট কি তাহার অধিক হইতে পারে। গিরিশৃঙ্গগুলি নীলাকাশ চুম্বন করিতেছে; সেই সকল অরণ্যের ব্যবধান-ভূমিতে শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা, পর্ণ-কুটীরের সংখ্যাও অল্প নহে; বোর্ণিয়ো দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে যে সকল কুটীর দেখা যায়, এই সকল কুটীরের নির্ম্মাণ-প্রণালী অনেকটা সেইরূপ। এই সকল সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া আমার কৌতূহল এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, আমি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া ডেকের উপর আসিলাম।

ডেকের উপর হইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার নিকট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোধ হইল। জাহাজের চতুর্দ্দিকে জলরাশি নিস্তব্ধ ও অত্যন্ত

স্বচ্ছ দেখিয়া বোধ হয় যেন, একখণ্ড কাচের চাদর পড়িয়া আছে। আমি রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলতলস্থ বালুকারাশি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, তদ্ভিন্ন কত বিচিত্র জাতীয় নানা বর্ণের মৎস্য দেখিতে পাইলাম, তাহার সংখ্যা হয় না। মৎস্যগুলি তাহাদের পুচ্ছ ও ডানা আন্দোলিত করিয়া তীরবেগে জলমধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।

আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার সম্মুখবর্ত্তী বন্দরে প্রবেশ করিবার কোন পথ নাই। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও এমন একটু ফাঁক দেখিলাম না, যাহার ভিতর দিয়া একখানি অতি ক্ষুদ্রায়তনের জাহাজও বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে। আমরা কিরূপে বন্দরে প্রবেশ করিব, বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া থাকিলাম, কিন্তু আমার এই কৌতূহলনিবারণের জন্য কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করা সুসঙ্গত মনে করিলাম না।

আমি যখন প্রথমে ডেকে উঠিয়া আসি, তখন জাহাজের একজন বাবুর্চ্চি ভিন্ন আর কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাই নাই, অল্পক্ষণ পরে আমার সঙ্গী ওয়ালওয়ার্থ আমার নিকটে আসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন; আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার, আপনি পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আর কোথাও দেখিয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম, "না, আমার ত তাহা মনে পড়ে না, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর, কিন্তু ঐ ত সম্মুখে গিরিশ্রেণী দেখিতেছি, উহা অতিক্রম করিয়া কিরূপে ভিতরে প্রবেশ করা যায়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমার সঙ্গী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু বুঝাইয়া দিলে এক

মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিবেন; তবে আমাদের কর্ত্রীর আদেশ ভিন্ন আমি আপনার নিকট এ রহস্য ভেদ করিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম, "পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি অট্টালিকা ও কুটীর দেখিতেছি, বোধ হয়, উহা আমাদের গম্য স্থান নহে?"

সঙ্গী বলিলেন, "না, উহা একখানি বহির্গ্রাম; অন্যান্য জাহাজের আরোহী ও মাঝি-মাল্লাদের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য এই গ্রামখানির পত্তন করা হইয়াছে; তাহারা মনে করিতে পারে, এই গ্রাম ভিন্ন এ অঞ্চলে আর লোকালয় নাই; কিন্তু প্রকৃত লোকালয় এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হংকঙ হইতে আমি যে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা দেখিতেছি না কেন?"

সঙ্গী বলিলেন, "সে সকল সামগ্রী তীরে আপনার বাংলায় পাঠাইয়া দিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের কর্ত্রী কোথায়?"

সঙ্গী বলিলেন, "জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্র তিনি নামিয়া গিয়াছেন; তিনি যে বোটে গিয়াছেন, ঐ দেখুন, সেই বোট ফিরিয়া আসিতেছে।"

অল্পক্ষণ পরে একখানি সুন্দর বোট কয়েকজন মাঝি-মাল্লার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিলাম, এই বোটের মাল্লাগুলি সাধারণ মাল্লাজাতীয় লোক অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি, মুখ দেখিয়া বুদ্ধিমান্, শান্তিপ্রিয় ও সুখী বলিয়া বোধ হয়।

বোট জাহাজের গায়ে ভিড়িবামাত্র, একজন কর্ম্মচারী মিঃ ওয়াল-ওয়ার্থকে দেশীয় ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করিল, তদুত্তরে তিনি আমাকে দেখাইয়া দিলেন। সে আমাকে একখানি পত্র দিল, আমি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল;—

"প্রিয় ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী !

আমি আপনাকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসস্থলীতে উপস্থিত হইতে পারি নাই, আমার এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমি অনেকদিন এই-খানে ছিলাম না, সুতরাং এখানে কি হইতেছে না হইতেছে, জানিবার জন্য আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছিলাম, এই কারণে জাহাজ থামিতে না থামিতে আমি নামিয়া আসিয়াছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আপনাকে কোন সুসংবাদ দিতে পারিতেছি না। আপনি এই পত্র পাইবামাত্র এখানে চলিয়া আসিলে ও আমার গৃহে ভোজন করিলে. আমি বড় সুখী হইব। পত্র-বাহক আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে। আহারাদির পর আপ-নাকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করাইব।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু

আলায়।"

আমি পকেটের মধ্যে পত্রখানি ফেলিয়া আমার ক্যাবিনে প্রবেশ করিলাম এবং জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া পথপ্রদর্শকের সহিত তীরে চলিলাম।

তীরে উঠিয়া আমরা উত্তরদিকে চলিতে লাগিলাম। পাহাড়ের নিকটে আসিয়া দেখিলাম, সম্মুখে দুর্ভেদ্য অরণ্য; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছ গগনস্পর্শী শাখা-বাহু বিস্তার করিয়া কত কাল হইতে সেখানে দণ্ডায়মান আছে, কে বলিবে? কতজাতীয় লতা, গুল্ম ও ফল ফুলের গাছ দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। শালজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দেখিলাম, অসংখ্য তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল, কর্পূর প্রভৃতি বৃক্ষ বিস্তীর্ণ প্রান্তর ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে, তাহার পাশেই বহুজাতীয় বাঁশ ও বেতের বন; সেই সকল বনে নানাজাতীয় পক্ষী মনের আনন্দে গান করিতেছে; শত শত বানর বৃক্ষ-শাখায় নানা ভঙ্গীতে ব্যায়াম করিতেছে। কখনও আমরা

অরণ্যের প্রান্ত দিয়া, কখনও পাহাড়ের উপর দিয়া, কখনও বা সমতল ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে সমগ্র প্রকৃতি ধৌত বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে আমরা অধিকতর সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। তাহার মধ্যে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম, এখানে প্রায় তিনশতাধিক দেশীয় লোকের কুটীর দেখিলাম। কুটীরগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত। তাহার পর আবার অরণ্য, এই অরণ্যের পর একটী পাহাড়ের উপর হইতে সুন্দর একটী জলপ্রপাতের জল প্রায় দুইশত ফিট উচ্চ হইতে নীচে পড়িতেছে এবং তাহার উপর সূর্য্য-কিরণ নিপতিত হওয়াতে সর্ব্বক্ষণ রামধনুর বিচিত্র বর্ণ বিকাশ করিতেছে। এই বনরাজি-নীলা আরণ্য-প্রকৃতির মধুর শোভা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম, ভূমণ্ডলে এমন শোভা দুর্লভ বলিয়া আমার মনে হইল। মনে হইল, যে রহস্যময়ী নারী কলম্বো হইতে সুদূরবর্ত্তী সাংহেলিয়ার উপকূল পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগকে তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে কম্পমান রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহার যোগ্য বাসস্থান।

গ্রামখানি বামে ফেলিয়া আমরা পাহাড়ের একটী অধিত্যকা দিয়া বহু পুরাতন পার্ব্বত্যপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই পথ দিয়া নীচে নামিয়া আমরা আর একটী সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটী গেট দেখিতে পাইলাম। এই গেট হইতে একটী প্রশস্ত পথ সম্মুখের দিকে চলিয়া গিয়াছে, পথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ-সমূহ তাহাদের শাখাপত্রের ছায়ায় পথটীকে শীতল করিয়া রাখিয়াছে। কিয়দ্দূর আসিয়া আমরা কতকগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান অতিক্রম করিলাম; তাহার সম্মুখেই মেয়ে বোম্বেটের সুদৃঢ় সুন্দর হর্ম্ম্য।

গৃহটী একতালা। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বাংলাগুলি যে প্রণালীতে নির্ম্মিত, ইহার গঠনপ্রণালীও সেইরূপ। গৃহগুলি যেমন উচ্চ, তেমনি

সুদৃশ্য; প্রত্যেক গৃহের চারিদিকেই বারান্দা; বারান্দার জাফরিতে নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর লতা উঠিয়া তাহা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই অট্টালিকার বামপার্শ্বে একটী সুন্দর বাগান, পূর্ব্বে যে জল-প্রপাতের কথা বলিয়াছি, সেই প্রপাতটী যে পর্ব্বতে অবস্থিত, তাহার এক প্রান্ত অট্টালিকার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া সমভূমিতে মিলিয়াছে, এবং দুই শত ফিট নিম্ন দিয়া জলপ্রপাতের জল গড়খাইয়ের মত আকার ধারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে সেই অট্টালিকার সোপান-শ্রেণীর নিকটে পৌছাইয়া দিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া গেল। আমি বারান্দায় উঠিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি কি না, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় আলায় আপাদমস্তক শুভ্রপরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া তাঁহার প্রকাণ্ড বুল-ডগটিকে সঙ্গে লইয়া, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, "গুড্ মর্ণিং ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনি তাহা হইলে আমার পত্র পাইয়াছিলেন। আসুন, আপনাকে আমার গৃহে আমার সম্ভ্রান্ত অতিথির ন্যায় গ্রহণ করিতেছি।"

আমি সহাস্যে বলিলাম, "আপনার এই গৃহটী যেন নন্দন-কানন। এমন স্থানে বাস করিবার জন্য আমাদের দেশের অনেক বড়লোকই লালায়িত হইতে পারে।"

আলায় বলিলেন, "এ স্থানের উপর অনেক গোয়েন্দারই লোভ আছে বটে।"—তিনি কথাটা কি ভাবে বলিলেন, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু আমাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া পুনরায় বলিলেন, "আহার প্রস্তুত, চলুন, ভিতরে যাই।"

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহের যে সাজ-সজ্জা দেখিলাম, জ্ঞানে তাহা

ভুলিতে পারিব না। বোধ হইল, আমি যেন ইউরোপের কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাতুঘরে প্রবেশ করিয়াছি। আমি এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অনেক সভ্যদেশে অনেক মহাসম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এমন সুসজ্জিত গৃহ কখনও আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। প্রাচ্য-ভূখণ্ডে যেখানে যে মূল্যবান্ সুদৃশ্য ও দুর্লভ সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। পারস্যদেশীয়, ভারতীয়,চীনদেশীয় ও জাপানী চিত্রাদিতে গৃহ-প্রাচীর সমাচ্ছন্ন; মধ্যে মধ্যে সুন্দর ব্র্যাকেট, তাহাতে কারুকার্য্যখচিত,নানা আকারের ধাতুনির্ম্মিত পাত্র; গৃহপ্রাচীরের এক এক অংশে ভারতীয়,সিংহলীয়,ব্রহ্মদেশীয়, শ্যাম ও জাপানদেশীয় এবং চীনদেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত আছে; একটি টেবিলের উপর অসংখ্য প্রকার খনিজ পদার্থ,—হীরক হইতে বিশেষত্বপূর্ণ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কোন প্রকার খনিজ দ্রব্যেরই অভাব নাই। গৃহের এক ধারে পৃথিবীর নানা দেশের নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র সজ্জিত;—পিয়ানো হইতে বীণ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের অভাব দেখিলাম না।

এই গৃহের মধ্যস্থানে ভোজনের টেবিল সংরক্ষিত, টেবিলের উপর একখানা সাদা চাদর। এই চাদরখানি সোণার ও রূপার তারের কারু-কার্য্যে খচিত; তেমন টেবিলের চাদর ইউরোপের অনেক সম্রাটের গৃহেও নাই। এই টেবিলের উপর তিনখানি প্রকাণ্ড ও সুচিত্রিত ডিসে নানাজাতীয় সুগন্ধ ফল; ঐরূপ বিভিন্নজাতীয় ফল আমি কখনও কোথাও ভোজন-টেবিলে দেখি নাই। সকল ফল আমি চিনিতে পারিলাম না; কেবল কয়েকজাতীয় কলা, আম, নাশপাতি প্রভৃতি কতিপয়মাত্র চিনিতে পারিলাম।

আর একটী কথা না বলিলে, বর্ণনা ভয়ঙ্কর অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ফলের ডিস কয়েকখানির ব্যবধান-স্থানে দুইটী মূল্যবান্ বেলোয়ারি-

কাচের ডিকণ্টার উৎকৃষ্ট সুরায় পরিপূর্ণ। অবশ্য, তখন পর্য্যন্ত আমি তাহার আস্বাদন পাই নাই।

আমরা দুইজনে টেবিলের দুই ধারে বসিলাম; আলায় একটী রৌপ্যনির্ম্মিত ঘণ্টায় টুং করিয়া শব্দ করিবামাত্র, একজন খানসামা সদ্য-প্রস্তুত খানা লইয়া আসিল। দেখিলাম, জাহাজের উপরেও এই খানসামাটী আলায়ের ভোজ্যদ্রব্য বহন করিত, সে জাহাজের উপরেও আমাকে খানা দিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া এবারও বোধ হইল না যে, সে আমাকে চেনে।

আহার কিরূপ হইল, সে কথা আর কি বলিব? আমি ইউরোপের প্রায় সকল দেশই দেখিয়াছি, তন্মধ্যে চারি স্থানের হোটেলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজনের বন্দোবস্ত থাকে,—লণ্ডন, প্যারিস, রোম ও ভিয়েনা; কিন্তু আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি, আজ যাহা খাইলাম, ইউরোপের কোনও হোটেলে কখনও সেরূপ খাই নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান উৎকৃষ্ট ও রসনা-তৃপ্তিকর। যে মাছ খাইলাম, তাহা বোধ হয়, আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে পুষ্করিণী হইতে ধরা; এমন ওম্‌লেট কোন ফরাসী হোটেলে প্রস্তুত হয় না; কটলেট্ সকলগুলিই সমান, ফলগুলি সকলই আলায়ের বাগান হইতে সংগৃহীত। আমি মনে এরূপ ধারণা করিতে পারি নাই যে, প্রশান্ত মহাসাগরের একটী দ্বীপের বক্ষে বসিয়া এরূপ বিলাস-সুখ-সম্ভোগ করা যায়। বস্তুতঃ ইহা স্বপ্নাতীত।

আলায় টোকের গ্ল্যাসটী মুখের কাছে তুলিয়া বলিলেন, "আমার আয়োজন সামান্য দেখিয়া আপনি বোধ হয়, একটু নিরাশ হইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! ইহা অপেক্ষাও অধিক আয়োজন! এই দুস্তর সাগরবক্ষে এই রকম খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন হইতে পারে, ইহা

আমি পূর্ব্বে ধারণা করিতেই পারি নাই। আপনার বাবুর্চ্চিটিও অতি চমৎকার।"

আলায় হাসিয়া বলিলেন, "অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। সে জাতিতে ফরাসী; ভিক্টার ইমান উয়েনের ন্যায় মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও উহার প্রশংসা করিয়াছেন। আমি কিরূপে তাহার রন্ধন-চাতুর্য্যের প্রথম পরিচয় পাইলাম, সে কথা পরে বলিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে আপনার কাছে টিকিয়া থাকিবে ত? আপনার চাকরেরা প্রায় সকলেই ইউরোপীয়, ইহারা যদি স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চায় তাহা হইলে কি আপনার ভয়ের কারণ নাই?"

আলায় পূর্ব্ববৎ মধুর হাসিয়া বলিলেন, "আমার চাকরেরা কখনও আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না, আমি তাহাদিগকে যাতু করিয়া রাখিয়াছি। না, আমার সে ভয় কিছুমাত্র নাই।"

আমি তাঁহার ভৃত্যগণের প্রতি এইরূপ অগাধ বিশ্বাসে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তাহাদের এত বিশ্বাস করেন?"

আলায় ধীর-স্বরে বলিলেন, "হাঁ, এতই বিশ্বাস করি। আমি আমার ভৃত্যগণকে অত্যন্ত সাবধানে নির্ব্বাচিত করি; তাহাদের যথাযোগ্য প্রাপ্য-দানে আমি কুণ্ঠিত নই। তাহারা আমার কুকুরের মত অনুগত। একটা দৃষ্টান্ত দেখিতে চান?"

আমি বলিলাম, "অনুগ্রহ করিয়া দেখাইলে বড় সুখী হইব।"

আলায় বলিলেন, "তাহা হইলে, আমি যাহা করি, তাহা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিবেন। যে আমাদের খাবার দিয়া গেল, সে আমার যেমন অনুগত, আমার কুকুরটীও সেইরূপ অনুগত; উহাতে ও কুকুরে বড় ভাব; এখন আমার বেহারাকে ডাকি।"

আলায় ঘণ্টা-ধ্বনিতে বেহারাকে আহ্বান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে

কুকুরটিকেও ডাকিলেন, কুকুরটিকে আমার অপরিচিত ভাষায় কি বলিলেন, কুকুরটি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়া এক মিনিটের মধ্যে বেহারার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বেহারাকে দেখিবামাত্র সম্মুখের দুই পা তুলিয়া দাঁত বাহির করিয়া তাহাকে কামড়াইতে গেল, এবং বেহারাকে কোনমতে ভিতরে আসিতে দিল না, ক্রমাগত লাফাইয়া ও দাঁত বাহির করিয়া তাহার গমনে বাধা দিতে লাগিল। আলায় বেহারাকে বলিলেন, "আমি উহাকে বলিয়া দিয়াছি, যেন তোমাকে আমার সম্মুখে আসিতে না দেয়, কিন্তু তোমাকে আসিতে হইবে, তুমি আমার নিকট আসিয়া শুনিয়া যাও।"

এই কথা শুনিবামাত্র বেহারা কুকুরটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, কুকুর তৎক্ষণাৎ মুখব্যাদান করিয়া একলম্ফে বেহারার ঘাড়ের উপর উঠিল, এবং ব্যাঘ্র যেরূপ ঘাড় কামড়াইয়া ধরে, সেই ভাবে ঘাড় কামড়াইতে উদ্যত হইবামাত্র, আলায় একটু তুড়ি দিলেন, আর তৎক্ষণাৎ কুকুরটা বেহারার পৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া আসিয়া তাঁহার পদ-প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

আলায় বলিলেন, "কুকুরটাকে উপদেশ দিয়াছিলাম, বেহারা ঘরে পা দিলেই তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিবে। কুকুর আমার আদেশ পালন করিয়াছে, বেহারাও আমার আদেশ-পালনের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহা দেখিলেন। আমার সকল ভৃত্যই আমার প্রতি এইরূপ অনুরক্ত।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "ইহা বড়ই অদ্ভুত।"

আলায় বলিলেন, "কিন্তু অত্যন্ত সহজ।"

আমি বলিলাম, "ইহারা যে সকলে এরূপ বশীভূত, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।"

আলায় বলিলেন, "ক্রমে সকলই জানিতে পারিবেন। যাহা হউক, আমাদের আহার শেষ হইয়াছে, আপনি বোধ হয়, রোগীদের দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, চলুন, যাওয়া যাক্, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকে দু-একটি মামলা-মোকর্দ্দমার কাজ শেষ করিতে হইবে।"

আলায় উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া একখানি বেতের চেয়ারে বসিলেন, আমি আর এক পাশে অন্য একখানি চেয়ার গ্রহণ করিলাম। একটী দীর্ঘদেহ দেশীয় ভৃত্য আদেশের প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, আলায় তাহাকে কি বলিবামাত্র সে চলিয়া গেল।

আলায় আমাকে বলিলেন, "আমার প্রজাগণের মধ্যে কি ভাবে বিচার বিতরণ করা হয় ও অপরাধীদিগকে কিরূপে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা একবার দেখুন।"

আলায়ের কথা শেষ হইতে না হইতে দুইজন দেশীয় প্রহরী একটী যুবককে ধরিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া আসিল। এই যুবকটি আসামী। যুবকের মুখ দেখিয়া তাহাকে বেশ বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইল। এই যুবকের পশ্চাতে একটি কদাকার বৃদ্ধকে দেখিলাম। এই বৃদ্ধটি ফরিয়াদী। আরও কয়েকজন লোক আসিল. তাহারা বোধ হয় সাক্ষী। আসামী, ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণ তাহাদের রাজ্জীর সম্মুখে আসিয়া মাটীতে সটান পড়িয়া গেল, এবং মৃত্তিকায় মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। আলায় তাহাদিগকে উঠিতে বলিলেন, তাহারা দণ্ডায়মান হইলে, তিনি মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

ব্যাপারটা এই যে, বৃদ্ধ ফরিয়াদীর একটি যুবতী স্ত্রী ছিল, আসামী সম্বন্ধে যুবতীর কিরূপ ভাই হয়। ফরিয়াদী বলে যে, এই যুবক তাহার স্ত্রীর প্রতি অবৈধ প্রেমে আসক্ত; বৃদ্ধ ফরিয়াদীর

মনে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তাহার মনের সুখ-শান্তি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, এবং সে কিরূপে তাহার পত্নীর উপপতিকে শাস্তি দিবে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে থাকে। শেষে সে আসামীর নামে তাহার কৃষিকর্ম্মের উপযোগী কয়েকখানি অস্ত্র-শস্ত্র চুরির অভিযোগ উপস্থিত করে। ফরিয়াদী-পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দীতে প্রকাশ, ঐ যুবক আসামীর গৃহে সেই সকল অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ঘটনাক্রমে আলায় জানিতে পারেন, তাঁহারই একটী যুবতী পরিচারিকার সহিত উক্ত যুবক আসামীর প্রণয় হইয়াছিল। এই মামলার বিচারে আলায় রায় প্রকাশ করিলেন যে, ফরিয়াদীর মিথ্যা মামলা ডিস্‌মিস হইল, তাঁহার যুবতী দাসীর সহিত যুবক আসামীর বিবাহ হইবে এবং তাহারা বাসের জন্য একটি বাড়ী ও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কিছু জমী পাইবে। বৃদ্ধ ফরিয়াদী মিথ্যা সন্দেহে ঈর্ষান্বিত হইয়া অকারণে মামলা উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার খেসারতস্বরূপ নবদম্পতীর ব্যবহারের জন্য কতকগুলি তৈজসপত্র-প্রদানে সে বাধ্য হইবে। মিথ্যা-সাক্ষিগণের প্রতি দশ ঘা করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ হইল।

আলায় বলিলেন, "সামান্য অপরাধের বিচার দেখিলেন, একটা গুরুতর অপরাধের বিচার দেখুন।" অল্পক্ষণ পরে আর কয়েকজন প্রহরী-বেষ্টিত একটী বন্দী তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, এই বন্দী আমার পূর্ব্ব-পরিচিত সেই চীনে বোম্বেটে,—কঙ্কঙ। কঙ্কঙ আমার দিকে চাহিয়া আমাকে চিনিতে পারিল, কিন্তু কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না। কঙ্কঙ আলায়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আলায় চীন-ভাষায় তাহাকে কি কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে একবারমাত্র সঙ্ক্ষেপে উত্তর দিল।

আলায় যখন কথা বলিতে লাগিলেন, তখন দেখিলাম, তাঁহার মুখ ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, কিন্তু তিনি সংযম হারাইতেছেন না। কঙ্কঙ রাণীর আর কোন কথার উত্তর দিল না, সে চক্ষুর নিমিষে তাহার বস্ত্রান্তরাল হইতে মালয়-কিরীচের মত একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিয়া তাহা আলায়ের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিল, সেই ছোরা নিশ্চয়ই আলায়ের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইত, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ বাম হস্ত প্রসারিত করায় ছোরা আলায়ের বক্ষে না পড়িয়া আমার পুরু কোটের আস্তিনে বিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাতে আমার গাত্র হইতে রক্তপাত হইল না।

কঙ্কঙের এই কার্য্য দেখিয়া আলায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি মুহূর্ত্তমাত্র আমার দিকে চাহিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন, তাহার পর প্রহরীদিগকে কি বলিবামাত্র তাহারা বন্দীকে তাঁহার সম্মুখ হইতে লইয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব রহিলাম, ধীরে ধীরে আলায়ের মুখের কঠোর ভাব অদৃশ্য হইল, আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই দস্যুটার প্রতি আপনি কি দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন ?"

আলায় বলিলেন, "প্রাণদণ্ড ; এই লোকটাকে যে আমি কতবার ক্ষমা করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। একসময় এই হতভাগা অনাহারে মরিতেছিল, আমি উহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছি, এমন কি, একবার উহার প্রাণরক্ষা পর্য্যন্ত করিয়াছি, কিন্তু এ নরপিশাচ সে সকল উপকার ভুলিয়া গিয়া আমার একজন সাহসী ও পরম-বিশ্বাসী প্রজার প্রাণ বধ করিয়াছে, তাহার পর আমাকে হত্যা করিবার জন্য ছুরিকা নিক্ষেপ করিল। আমি আরও শুনিয়াছি,

আপনি যখন এখানে আসেন, তখন এই দস্যু অসমসাহসে, আপনাকেও আক্রমণ করিয়াছিল, ইহার এই সকল অপরাধের একমাত্র প্রাণদণ্ডই বিহিত। আপনি আজ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, এ উপকার আমার চিরদিন মনে থাকিবে, প্রহরীরা অত্যন্ত অসাবধান না থাকিলে, সে কখনই সশস্ত্রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত না, সুতরাং আমি প্রহরীদেরও পরিবর্ত্তন করিব।"

আর অধিক কোন কথা হইল না, আর একদল লোকের মামলা উপস্থিত হইল। দেখিলাম, সকল মামলাতেই উভয় পক্ষ আলায়ের বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। তিনি কাহাকেও তিরস্কার করিলেন, কাহারও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, কাহাকেও বা তাঁহার ধনাগার হইতে অর্থ-সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন। দেখিলাম, সকল প্রজাই তাঁহাকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, এবং তিনিও তাহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন। তাঁহার বিচারে উভয় পক্ষের মনোমালিন্য দূর হইয়া গেল। বিচারশেষে আলায় টুপীটী মাথায় দিয়া উঠিলেন, কুকুরটাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমিও আলায়ের অনুবর্ত্তী হইলাম। অনন্তর আমরা সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া অট্টালিকার নীচে আসিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, তদ্দেশীয় একটি সুন্দরী যুবতী কক্ষে কি একটি পুঁটুলী লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আলায়ের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া বসিয়া তাঁহার পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ চুম্বন করিল। দেখিলাম, যাহা আমার পুঁটুলী বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা পুঁটুলী নহে, কয়েক মাস-বয়স্ক একটি শিশু-সন্তান। যুবতী আলায়কে তাহার দেশীয় ভাষায় মৃদুস্বরে কি বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আলায় আমার দিকে ফিরিয়া আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার, এই

দেখুন, আপনার একটি রোগী, ইহার ছেলেটির অত্যন্ত বসন্ত হইয়াছে, তাহার জীবনের আশা আছে কি না, দেখুন।"

আমি ছেলেটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ;—দেখিলাম, রোগ চরমে দাঁড়াইয়াছে,—আরোগ্যের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার জীবনের কি কোন আশা নাই ?"

আমি বলিলাম, "না, কিছুমাত্র আশা নাই, তবে যাহাতে এই শিশু অত্যন্ত কষ্ট না পায়, আমি তাহার উপায় করিব ; আপনি আর আধ ঘণ্টা পরে উহাকে আমার কাছে লইয়া যাইতে বলিবেন।"

আলায় সেই যুবতীকে তাহার ভাষায় আমার কথা বুঝাইয়া দিলেন, তবে তাহার ছেলেটি যে বাঁচিবে না, এ কথা বোধ হয় জানাইলেন না ; কারণ, দেখিলাম, যুবতী তাঁহার কথা শুনিয়া আশ্বস্তভাবে তাঁহার জুতার প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া ছেলেটিকে লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

অনন্তর আলায় আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চলুন, এইবার আপনাকে আপনার কাজ দেখাইয়া আনি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমরা পূর্ব্ববর্ণিত জলপ্রপাতের পাশ দিয়া সমতল ক্ষেত্রস্থ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাদের গন্তব্য পথ তেমন প্রশস্ত নহে বটে, কিন্তু বড় সুন্দর, তাহা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে নানাবিধ তালজাতীয় গাছ, পাতাবাহারের গাছ, সুন্দর সুন্দর বনফুলের বৃক্ষ নয়নাভিরাম কুঞ্জবন ও বহু বিচিত্র-জাতীয় বংশকুঞ্জ দেখিতে পাইলাম; কত বিভিন্ন বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের প্রজাপতি ও ফড়িং দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। এত জাতীয় পক্ষী দেখিলাম, সেরূপ পক্ষী আর আমি কোথাও দেখি নাই। এই ছায়াবহুল গ্রাম্য-পথ দিয়া আমরা আমাদের কার্য্যক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

অনেকক্ষণ পরে এই রমণীয় আরণ্য-পথ পরিত্যাগ করিয়া আমরা লোকালয়ের সম্মুখীন হইলাম। সেখানে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয়-শ্রেণীর লোকেরই বাস। অট্টালিকা ও কুটীরগুলি এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে, সেখানে বসন্তরোগ কিরূপে প্রবেশ করিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু জানিতে পারিলাম, এই ব্যাধিতে ইতিমধ্যেই জন-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হ্রাস হইয়াছে।

আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই রোগার্ত্তের আর্ত্তনাদ ও শোকার্ত্তের বিলাপধ্বনি আমাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। আলায় নীরবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে মৌন দেখিয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম;—দেখিলাম, প্রজার শোকে ও দুঃখে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত।

আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় হইলে, আলায় আমাকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন,"ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনার সহিত আমার যখন যথেষ্ট পরিমাণে ঘনিষ্ঠতা হইবে, তখন আপনি জানিতে পারিবেন,এই স্থানটির উপর আমার কত মায়া ; তখন আপনি বুঝিতে পারিবেন, এই সকল প্রজার দুঃখে কেন আমার হৃদয় বিচলিত হইয়াছে।"

গ্রামে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে আমরা একটি বৃদ্ধের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধটিকে দেখিয়া বোধ হইল, সে সেখানকার বেশ গণ্য-মান্য লোক, তাহার গাত্রের চর্ম্ম শুভ্র, এবং তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, সে সুইস-বংশীয় লোক এবং সম্ভবতঃ তাহার জননী ইংরাজ-কন্যা। লোকটি চীনে ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে লাগিল।

আলায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিঃ ক্রিষ্টিয়ানসন্, ইহাঁর নাম ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী। ইনি বসন্ত-রোগের সংক্রামকতা-রোধের চেষ্টায় হঙ্কঙ্ হইতে আসিয়াছেন। ইনি তোমার সহায়তা চান ; যে সকল বিষয়ে সহায়তার আবশ্যক হইবে, তাহা যেন ইনি তোমার নিকট পান।"

ক্রিষ্টিয়ানসন্ আমাকে অভিবাদন করিয়া আলায়কে বলিল, "আপনার অনুপস্থিতিকালে রোগ-নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, অদৃষ্ট আমাদের প্রতিকূল, এখন বর্ত্তমান রোগীর সংখ্যা একশত ত্রিশ জন, তন্মধ্যে চুরাশী জন পুরুষ, তেইশ জন স্ত্রীলোক ও অবশিষ্ট বালক-বালিকা। গত কল্য আঠার জনের মৃত্যু হইয়াছে। ব্রাওন নামক ইংরাজটি কাল মধ্যাহ্নে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অপরাহ্ণে তাঁহার স্ত্রীটি মারা গিয়াছে, তাঁহাদের একমাত্র পুত্রটিও আজ সকালে মারা পড়িয়াছে। কিরূপে আমরা যে এই ভয়ানক ব্যাধির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিব, তাহা স্বপ্নের অগোচর।"

আলায়ের উপদেশানুসারে আমি ক্রিষ্টিয়ানসন্‌কে বলিলাম, "তোমাকে আমার অধীনে কাজ করিতে হইবে।"—তাহার পর আলায়ের দিকে

চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি এখানে কি ভাবে কাজ করিব? আমাকে আপনি কোন্ কোন্ ক্ষমতা দিবেন?"

আলায় বলিলেন, "চিকিৎসা-বিষয়ে আপনি সর্ব্বে-সর্ব্বা হইলেন, আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন, কোন বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। আপনার যখন যে জিনিসের আবশ্যক হইবে, ক্রিষ্টিয়ানসন্‌কে আদেশ করিবামাত্র তাহা প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে কেহ কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করিবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি এখানে বাস করিব কোথায়? যাহাতে আমি নিজে রোগাক্রান্ত না হই, তাহার উপায় করা উচিত; সুতরাং গ্রামের মধ্যে বাস করা আমার পক্ষে হিতকর নহে; আপনি এমন কোন স্থানে আমার বাসের ব্যবস্থা করিবেন, যেখানে সকল লোক যাইতে পারে।"

আলায় বলিলেন, "ঐ পাহাড়ের পাদদেশে একটি সুন্দর বাংলা আছে, আপনি সেইখানে বাস করিবেন। চলুন, আগে আপনার বাংলাটি দেখিয়া আসি।"

আমরা বাংলা-অভিমুখে চলিলাম। একদল দেশীয় লোক আনন্দে ও উৎসাহে আমাদের অনুসরণ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বাংলাতে উপস্থিত হইলাম। বাংলাতে চারিটি কুঠারী, কুঠারীগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত। আমি বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র একটি অল্পবয়স্ক দেশী চাকর আমাকে সেলাম করিয়া ইংরাজীতে বলিল, সে সেই বাংলার চাকর, সে আমার আদেশ-পালনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। এখানে আমি বলিয়া রাখি, এমন বিনয়ী, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও বিশ্বাসী ভৃত্য আমি জীবনে অধিক দেখি নাই।

অস্ত্র-চিকিৎসার উপযোগী অস্ত্রাদি দ্বারা যে কক্ষটি সজ্জিত ছিল, সেই

কক্ষ দেখিতে চলিলাম ; তাহার পাশের কক্ষটি ঔষধালয় ; ঔষধালয়ে এত বিভিন্ন প্রকার ঔষধ সজ্জিত দেখিলাম যে, লণ্ডন বা পারিসের আট ডজন ঔষধের দোকান খুঁজিলেও তত বিভিন্ন-জাতীয় ঔষধ পাওয়া যায় না। অস্ত্র-চিকিৎসার অস্ত্রগুলি দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; অল্পদিন পূর্ব্বেও রোগ-নির্ণয় ও অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যথাযোগ্য আধারে সজ্জিত দেখিলাম ; টেবিলের উপর রক্ষিত অস্ত্রগুলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। আরও বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে, কোন অস্ত্রই কম মূল্যের নহে। আলায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, তাহার পর আমাকে বলিলেন, "এই বিভাগের ভার ক্রিষ্টিয়ানসনের উপর, আমার বিশ্বাস, লোকটা অযোগ্য নহে।"

আমি ক্রিষ্টিয়ানসন্‌কে বলিলাম, "কাজকর্ম্মে তোমার চমৎকার শৃঙ্খলা, তুমি আমার প্রধান সহযোগী হইলে, তোমার কখনও বসন্ত হইয়াছিল ?"

ক্রিষ্টিয়ানসন্ বলিল, "জ্ঞাতসারে আমার কখনও বসন্ত হয় নাই, অতি শৈশবে হইয়া থাকিলেও আমি তাহা জানিতে পারিতাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত দিন পূর্ব্বে তোমার টীকা হইয়াছে ?"

ক্রিষ্টিয়ানসন্ বলিল,"বার বৎসর পূর্ব্বে লিভারপুলে আমি টীকা লইয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে তোমাকে আর একবার টীকা দিব। তাহার পর এখানকার মণ্ডলদিগকে ডাকিয়া কি ভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়, তাহার পরামর্শ করিব।"

ক্রিষ্টিয়ানসনের টীকা দিয়া, আমি ঘরের বাহিরে আসিয়াছি, দেখিলাম, সম্মুখেই ছয়জন লোক। শুনিলাম, তাহারাই গ্রামের মণ্ডল, আমার আদেশ জানিবার জন্য তাহারা সেলাম দিতে আসিয়াছে।

আলায় প্রথমে অল্পকথায় আমার সেখানে আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন, তাহার পর আমি সঙ্ক্ষেপে তাহাদিগকে আশা-ভরসা দিয়া জানাইলাম, তাহাদিগকে আমার সহযোগী হইতে হইবে। তাহাদের অনেকেরই দীর্ঘকাল পূর্ব্বে টীকা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আমি পুনরায় টীকা দিয়া দিলাম। তার পর বলিলাম, "এখানে যে সকল লোক এখনও রোগাক্রান্ত হয় নাই, তাহাদিগকে এক ঘণ্টার মধ্যে ঐ মাঠে আসিয়া জমিতে হইবে।"

আলায় ক্রিষ্টিয়ানসন্‌কে আমার অপরিচিত ভাষায় কি বলিলেন, ক্রিষ্টিয়ানসন্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল। ইহার পর এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে আমার সেই বাংলার সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তর নানা-জাতীয় লোকে পূর্ণ হইয়া গেল ;—বিভিন্ন বর্ণের নানা জাতি; কাহারও বর্ণ কাল, কাহারও বর্ণ শাদা, কাহারও পীতবর্ণ, কাহারও তাম্রবর্ণ ; সকলে পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকই সেখানে বর্ত্তমান ;—ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মান, সুইস, ইতালীয়, পর্ত্তুগিজ, স্পানিয়ার্ড, রুসিয়ান, হিন্দু, মালয় ও চীনেম্যান—সকল জাতীয় লোকই দেখিতে পাইলাম।

আমরা প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথগ্‌ভাবে দলবদ্ধ করিলাম, তাহার পর তাহাদের সকলকেই পরীক্ষা করিলাম ; এবং ছুতার ও ঘরামীদের বাছিয়া বাছিয়া দূরে দাঁড় করাইলাম, গণনায় দেখিলাম, তাহারা সংখ্যায় ত্রিশজন হইল। এই ত্রিশজনকে আমি একজন মণ্ডলের জিম্মা করিয়া দিয়া পাহাড়ের ধারে হাঁসপাতাল প্রস্তুত করিতে পাঠাইলাম। হাঁসপাতাল-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল, রোগীদের পরিচর্য্যার জন্য স্বেচ্ছা-সেবকের আবশ্যক হইল, কুড়িজন স্বেচ্ছাসেবক আমার সহায়তায় অগ্রসর হইল ; ইহাদের মধ্যে আটজনকে এই রোগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল।

লোকের টীকা দিতে দিতে রাত্রি হইয়া গেল। আমাদের আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু কাজ থামিল না; মশালের আলোকে অন্যদিকে হাঁসপাতাল-নির্ম্মাণ চলিতে লাগিল। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই ভাবে কাজ চলিল।

টীকা দিয়া সকলের শেষের লোকটিকে যখন বিদায় দিলাম, তখন যেন আমার আর নড়িবার শক্তি রহিল না; কিন্তু দেখিলাম, আলায়ের শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই; তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাহস ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন, কখনও খাদ্যদ্রব্য মাপাইতে লাগিলেন, কত কাপড় লাগিবে, তাহা হিসাব করিয়া আনাইবার বন্দোবস্ত করিলেন, সমান উদ্যমে খাটিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আমি যখন শ্রান্তি ও বিরক্তি বোধ করিতেছিলাম, তখন আলায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আমার লজ্জা হইতেছিল, তাঁহার শান্তি ও প্রসন্নতাপূর্ণ মুখ দেখিয়া বিপন্ন ও ভীত জনসাধারণ মনে যথেষ্ট সান্ত্বনালাভ করিল। তিনি যেখানেই যান, তাঁহার বেল্‌জিবার নামক কুকুরটিও সর্ব্বস্থানে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল।

ক্রিষ্টিয়ানসনের নিকট রিপোর্ট পাইলাম, চারিখানি ঘর প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, রাত্রি তখন একটা। আমি ক্রিষ্টিয়ানসন্‌কে তাহার কার্য্যতৎপরতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া আলায়ের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীর দিকে চলিলাম।

সেই গভীর নিশীথে, নির্জ্জন বনপথ দিয়া, জলপ্রপাতের প্রান্তদেশ দিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে লাগিলাম। আকাশে তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, ক্ষীণচন্দ্রের পাণ্ডুর-রশ্মি সেই নিস্তব্ধ গভীর বনস্থলীকে যেন কি এক মায়াবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই নৈশ-দৃশ্য অব্যক্ত সুন্দর বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। রাত্রি শীতল এবং মনে হইল, সেই শৈত্যে যেন কি মাদকতা মিশ্রিত আছে।

আমরা দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে, আলায় সর্ব্বপ্রথম কথা বলিলেন;—বলিলেন,"ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী,আপনি আজ যে ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি;—আমাদের মঙ্গলের জন্য যে আপনি আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন, এজন্য ধন্যবাদ। কেবল ধন্যবাদ দ্বারা আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা আপনাকে জ্ঞাপন করা অসম্ভব। আপনার সঙ্গে আমার তিনদিনের মাত্র আলাপ, আপনি আমার দুর্নাম শুনিয়াছেন, হয় ত আমার সম্বন্ধে আপনার উচ্চধারণা নাই, তথাপি মনে হইতেছে, আপনি আমার বন্ধু।"

আমি বলিলাম, "আমাকে আপনি বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, ইহাতে আমি আন্তরিক সুখী হইলাম, আপনার সম্বন্ধে আমি যে সকল অমূলক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।"

আলায় বলিলেন, "না, না, আপনি সে সকল কাহিনী অবিশ্বাস করিবেন না, কারণ, তাহার অধিকাংশই সত্য। আপনি আজ বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, না হইলে আজই আপনাকে আমার অদ্ভুত জীবনকাহিনী শুনাইয়া দিতাম।"

আমি বলিলাম, "পরিশ্রান্ত হইলেও আপনার সকল কাহিনী শুনিবার জন্য আমার এত আগ্রহ হইয়াছে যে, বোধ হইতেছে, বিশ্রাম অপেক্ষা তাহাতে অধিক আমোদ পাইব, কিন্তু যদি এই কাহিনীর সহিত শোক-দুঃখের স্মৃতি জড়িত থাকে, তাহা হইলে তাহা বলিয়া আপনার কষ্ট পাইবার আবশ্যক নাই।"

আলায় বলিলেন,"কিন্তু আমি কে, জীবনের সকল সুখ, সকল আশায় বঞ্চিত হইয়া কেন এই অনন্ত সমুদ্রে ভাসিয়াছি, সমাজ হইতে কেন নির্ব্বাসিত হইয়াছি, কেনই বা ধনবান্‌কে উৎপীড়িত করিয়া, জাহাজ লুণ্ঠন

করিয়া পৃথিবীর বহু সভ্যজাতির আতঙ্কের কারণস্বরূপ হইয়া উদ্দেশ্যহীন-ভাবে জীবনযাপন করিতেছি, এ সকল জানিতে হইলে—আমাকে বুঝিতে হইলে, আমার আত্মকাহিনী আপনার শ্রবণ করা আবশ্যক।"

চলিতে চলিতে আমরা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, আমার পাশে রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আলায় বলিতে লাগিলেন,—

"আমার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ইংরাজ ছিলেন, ইয়র্কসায়রের কোন প্রধানবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর নৌ-সৈন্যদলে তিনি কাজ করিতেন। তিনি বলবান্ ও রূপবান্ যুবক ছিলেন। তাঁহার সহযোগী কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন; বহু জলযুদ্ধে তিনি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাঁহার জাহাজ উপস্থিত হইলে, আমার জননীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাদের বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই তাঁহার দুর্দ্দিন আরম্ভ হইল। তিনি যে জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন, সেই জাহাজ-খানি একটি জলমগ্ন শৈলে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিলেন; তাহার পর আর একখানি জাহাজের কাপ্তেনের পদ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু একটি অস্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহাকে বদলী হইতে হইল। সেখানে তাঁহার ও আমার মাতার সাংঘাতিক জ্বর হইল, বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি সেখান হইতে প্রস্থানের আয়োজন করিতে-ছেন, এমন সময় সেই স্থানের নৌ-বিভাগের কর্ত্তা তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত ভয়ানক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিল না। যথাকালে সামরিক বিচারালয়ে তাঁহার অপরাধের বিচার হইয়া গেল; মিথ্যা কলঙ্কে অভিযুক্ত হইয়া তিনি নির্ব্বা-সিত হইলেন। তিনি আপীল করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। ইংলণ্ডের রাজশক্তির উপর তাঁহার ভয়ানক ঘৃণা জন্মিল, তিনি ভারতে

পলায়ন করিলেন; কিন্তু তাঁহার দণ্ডের কথা গোপন ছিল না; ভারতে উপস্থিত হইয়াও তিনি কোন চাকরী পাইলেন না, তথা হইতে তিনি সিঙ্গাপুরে যাত্রা করেন ও অবশেষে হঙ্কঙে উপস্থিত হন; কিন্তু সর্ব্বত্রই তিনি দেখিলেন, তাঁহার অর্গল রুদ্ধ। এই সময় যে ব্যক্তি মিথ্যা কলঙ্কে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল, সে চীনদেশে বদলী হইয়া যায়, আমার পিতা সাংহায়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সে যে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন; কিন্তু এই ব্যক্তি তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হয়। তখন পিতা গুলী করিয়া তাহার প্রাণ বধ করেন। ইহার পর পুলিস আমার পিতার অনুসরণ করে, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারে না। ইতিমধ্যে আবার কতকগুলি দুষ্ট লোককে দলভুক্ত করিয়া আমার পিতা একটি দস্যু-দলের সৃষ্টি করিলেন এবং সমুদ্রমধ্যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এই দ্বীপটিকে তাঁহার আড্ডা করিয়া লইলেন। এখানে দলবদ্ধ হইয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। ছয় মাস অন্তর তিনি হঙ্কঙে খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে যাইতেন।

একবার পুলিস তাঁহার ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলে। তখন তাঁহার ও তাঁহার দলের লোকের সহিত পুলিসের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে দুইজন পুলিস-সৈন্যের মৃত্যু ঘটে। আমার পিতা দলবল লইয়া তাঁহার জাহাজ ভাসাইয়া দেন; আর একখানি জাহাজ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাঁহার জাহাজের অনুসরণ করিল, আমার পিতা সেই জাহাজের উপর গুলী চালাইয়া শত্রু-জাহাজের কয়েকজন লোককে বধ করেন; কিন্তু সেই দিন হইতে তাঁহার পক্ষে বহির্জগতের পথ রুদ্ধ হইল। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট সহস্র সহস্র টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। সিঙ্গাপুর, হঙ্কঙ ও অন্যান্য বন্দরের ধনাঢ্য বণিকেরা আমার পিতা কর্ত্তৃক

অনেকবার লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সকল ধনাঢ্য ব্যক্তির মধ্যে মিঃ ভেসির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সে আমার পিতার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বন্দী করি ও লক্ষ মুদ্রা মুক্তিপণ লইয়া পরে ছাড়িয়া দিই।

যাহা হউক, আমার পিতা প্রায় ছয় মাস এই দ্বীপে বাস করিলেন, কেহ তাঁহার সন্ধান পাইল না; কিন্তু আহার্য্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য আবার তাঁহাকে চীনের বন্দরে যাইতে হইল। ছদ্মবেশে তিনি সহচরগণের সহিত সাংহায়ে উপস্থিত হইলেন, জিনিসপত্র ক্রয় করা হইয়াছে, এমন সময় আমার পিতার অনুচরেরা পুলিসের হস্তে বন্দী হইল। আমার পিতা পূর্ব্বেই সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন এবং বহু চেষ্টায় পুলিসের হাত হইতে তাঁহার সঙ্গীদের উদ্ধার করিলেন। সেই সময় পুলিসের একজন প্রহরী তাঁহার হস্তে নিহত হয়, সুতরাং তাঁহার এই সকল বন্দরে যাইবার পথও সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইল।

ক্রমে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল; এই দ্বীপে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকা অসম্ভব, খাদ্যদ্রব্য-সংগ্রহের জন্য বিদেশে যাইতেই হইবে, কিন্তু যাইবার উপায় নাই। একদিন অন্ধকার রাত্রে একখানি জঙ্ক লইয়া তিনি হঙ্কঙে উপস্থিত হইলেন, এবং একখানি বড় মালের নৌকায় প্রবেশ করিয়া নৌকারোহিগণকে মুহূর্ত্তমধ্যে শৃঙ্খলিত করিলেন। সেই নৌকায় যে সকল খাদ্যসামগ্রী ছিল, জঙ্কে তাহা তুলিয়া লইলেন, এবং তাহার আনুমানিক মূল্য সেই নৌকার মালিকের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার জঙ্ক ভাসাইয়া দিলেন। নৌকার মালিক তাঁহার বিরুদ্ধে দস্যুবৃত্তির অভিযোগ উপস্থিত করিল। পুলিস বুঝিতে পারিল যে, দস্যু আমার পিতা। সেই দিন হইতে পৃথিবীর সকল সভ্যজাতি আমার পিতাকে সমাজের

শত্রু মনে করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল; আমার পিতারও জেদ বাড়িয়া গেল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া পারেন, তিনি যে কোন জাতির জাহাজ লুণ্ঠন করিবেন। একবার একখানি ইংরেজ-জাহাজ লুঠ করিতে গিয়া জাহাজের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। আমার মাতা পিতার সঙ্গে ছিলেন, একজন ইংরেজ সৈনিকের নিক্ষিপ্ত গুলীতে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই ঘটনার তিন মাস পরে আমার পিতা জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া মানিলায় প্রাণত্যাগ করেন। তখন আমার বয়স আঠার বৎসর। মৃত্যুকালে আমার পিতা আমাকে এই দ্বীপে বাস করিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, যত দিন আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, তাঁহার সঙ্কল্পপথ হইতে যেন আমি বিচলিত না হই। সেই সময় হইতেই আমি এই দ্বীপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমার পিতার আদেশ অনুসারে তাঁহার শত্রুগণকে বিপন্ন ও বিড়ম্বিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং আংশিকরূপ তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি।

যাহা হউক, কিছুদিনের মধ্যেই আমার পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দেশবিদেশে সকলেই জানিতে পারিল, পিতার মৃত্যুর পর আমি তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছি। আমাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে চেষ্টা চলিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও কোন চেষ্টা সফল হইল না। আমি দেখিলাম, একখানি অতি দ্রুতগামী জাহাজ প্রস্তুত করাইতে না পারিলে চলে না, সুতরাং বহু অর্থব্যয়ে আমি স্কটলণ্ডে লোনষ্টার নামক জাহাজখানি প্রস্তুত করাইয়া সমুদ্রে সমুদ্রে বোম্বেটে-গিরী আরম্ভ করিলাম। শুনিয়াছি, যে আমাকে ধরিতে পারিবে, বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বহু সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিবেন, এরূপ ঘোষণা প্রচার

করিয়াছেন। আমি বোম্বেটেগিরী করিলেও জীবনে কখনও দীন-দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করি নাই, বরং অনেক সময় তাহাদের সাহায্যই করিয়াছি। সুয়াবায়ার সুলতান তাহার প্রজাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত, কিন্তু আমি তাহাকে এমন শিক্ষা দিয়াছি যে, সে আর কদাচ অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না। আপনি আমার সকল কথা শুনিলেন, এখন আপনি আমার সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিতে পারিবেন। শত্রুগণ আমার পিতার জীবন যে ভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারি না। ইংরাজ, ফরাসী ও চীন-গবর্ণমেণ্ট আমার প্রধান শত্রু। আমার কার্য্যে যদি কোন দরিদ্রলোক আমার অজ্ঞাতসারে ক্ষতি সহ্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পক্ষে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন কোন্ সভ্য-জাতি দরিদ্রের উপর অত্যাচার না করে? ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনি রাগ করিবেন না, কিন্তু পৃথিবীর শাদা জাতিগুলি অত্যন্ত লোভী ও স্বার্থপর, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার এখানে অনেক ইউরোপীয় জাতি বাস করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতির পরিচয় না লইয়া আমি তাহাদিগকে এখানে বাস করিতে দিই নাই। এখন আমার সম্বন্ধে আপনার কি বিবেচনা হয়?"

আমি বলিলাম, "আমার বিবেচনা হয় যে, আপনার সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।"

আলায় বলিলেন, "না, ঠিক অতিরঞ্জিত আপনি বলিতে পারেন না, কারণ, যাহারা আমার বিরুদ্ধে এই সকল কথা প্রচার করিয়াছে, তাহারা জ্ঞানবিশ্বাসমতে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছে, তাহাই বলিয়াছে। যাহা হউক, আশা করি, আপনি আমার সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পরিত্যাগ করিবেন।"

আমি বলিলাম, "না, আপনার সম্বন্ধে আমার আর কিছুমাত্র মন্দ

ধারণা নাই ; ভবিষ্যতে কোথাও আপনার পক্ষসমর্থনের আবশ্যক হইলে আমি তাহা করিব। তাহাতে যদি আমাকে বিপন্ন হইতে হয়, তাহাও স্বীকার।”

আলায় বলিলেন, “আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ, এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন আমি আপনার নিকট বিদায় লই।”

আলায় তাঁহার কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, আমিও বাসায় ফিরিলাম। তখন রাত্রি আর অধিক ছিল না। পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, কিন্তু শয্যায় শয়ন করিয়াও আমার নিদ্রা আসিল না, সমস্ত রাত্রি শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলাম। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শীতল জলে স্নান করিলাম, তাহার পর কার্য্যে বাহির হইলাম।

সূর্য্যোদয় হইলে ক্রিষ্টিয়ানসন্ ও তাহার সহযোগিবর্গ আমার নিকট উপস্থিত হইল, তাহার অল্পক্ষণ পরেই আলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আমরা আবার গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে যে বাড়ীটিতে উপস্থিত হইলাম, সে বাড়ীতে তিনটি লোক, তন্মধ্যে দেখিলাম, দুইজনের বসন্ত হইয়াছে। শুনিলাম, এই বাড়ীতে আরও তিনজন লোক দুই দিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছে; অধিকাংশ বাড়ীর অবস্থাই প্রায় এইরূপ। আর একটি বাড়ীতে দেখিলাম, একটি শিশু-সন্তান মাত্র জীবিত আছে, তাহার পিতা-মাতা উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অনেক বাড়ীতে একজনও লোক নাই, সকলেই মরিয়া গিয়াছে, ঘর-দ্বার শ্মশানের মত দেখাইতেছে।

বেলা নয়টার মধ্যে আমার পরিদর্শন-কার্য্য শেষ হইয়া গেল, মিস্ত্রীরা এমন উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিতেছিল যে, মধ্যাহ্নকালেই বারখানি নূতন গৃহ প্রস্তুত হইল। গৃহগুলি প্রস্তুত হইলে প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইল।

যে সকল স্ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সহায়তায় আমি পীড়িত নর-নারীগণকে এই হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলাম; প্রত্যেক কুঠারীতে চারিজন রোগীর স্থান হইল; পথের দক্ষিণাংশের গৃহগুলি পুরুষ ও বামাংশের গৃহগুলি স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলাম। মধ্যাহ্নকালেই আটচল্লিশ জন রোগীর স্থান হইয়া গেল, সন্ধ্যার মধ্যে আরও আটচল্লিশ জনের স্থান প্রস্তুত হইল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকল রোগী হাঁসপাতালে আসিয়া স্বেচ্ছা-সেবকগণের শুশ্রূষা লাভ করিতে লাগিল; কিন্তু আমরা একটা সমস্যায় পড়িলাম, রোগীরা যে সকল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সে গৃহগুলি লইয়া কি করা যাইবে? সে সকল গৃহ বসন্ত-রোগের বীজাণুতে পূর্ণ, তাহা ধ্বংস না করিলে শীঘ্র রোগ তাড়াইবার আশা নাই। আমি আলায়কে এ কথা বলিলাম, তিনি আমার প্রস্তাবনায় অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "ঐ সকল গৃহ অগ্নিমুখে সমর্পিত হউক, যাহারা সারিয়া উঠিবে, পরে তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেই চলিবে।"

এই ভাবে এক সপ্তাহ কাজ চলিলে দেখা গেল, বসন্তের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে, একশত রোগীর মধ্যে প্রথম সপ্তাহে ত্রিশজন প্রাণত্যাগ করিল; দ্বিতীয় সপ্তাহে আরও দ্বাদশজন মরিল, অবশিষ্ট সকলেই সারিয়া উঠিল। এই সময় রোগীদের যেরূপ শুশ্রূষা হইয়াছিল, লণ্ডনের কোন হাঁসপাতালেও সেরূপ হয় না, সর্ব্বোপরি রোগ-পীড়িত প্রজাবৃন্দের জন্য আলায় যেরূপ পরিশ্রম ও অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছিলেন, পৃথিবীর কোন রাজা বা রাণী প্রজার জন্য ততখানি করেন কি না সন্দেহ। আলায়ের শ্রম-সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। দিবা নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, তিনি তাঁহার কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া লোকের গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন,

যাহার যেরূপ সাহায্যের আবশ্যক, তাহাকে তাহা দান করিতেন, কাহারও কোন ত্রুটি দেখিলে মৃদু তিরস্কারে তাহার সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই স্থানেই যেন আশা, উৎসাহ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত, তাঁহার সুকোমল করস্পর্শে মৃতপ্রায় রোগীর দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইত, কত হতাশ রোগী তাঁহার আশ্বস্তবাক্যে যেন কঠোর রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিত। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমি একবারও তাঁহাকে নিজের জন্য চিন্তিত হইতে দেখি নাই, অথচ এই দেবীস্বরূপিণী আলায় মহাপুরুক্রমশালিনী মেয়ে বোম্বেটে,—যাহার ভয়ে শত শত ধনাঢ্য ব্যক্তি সদা কম্পমান এবং যিনি চীন-সমুদ্রের সর্ব্ব-স্থানে অসীম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এই রমণীর চরিত্র আমার নিকট দুর্ভেদ্য রহস্যবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতি দিন দিন আমার শ্রদ্ধা যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহার সহিত আবার বন্ধুতাও সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা! তোমরা হয় ত মনে করিয়াছ, আলায়ের রূপ-রজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া আমি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। আলা-য়ের মত রূপসীকে ভালবাসা কিছুমাত্র কঠিন নহে; আমা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ অনেক লোক তাঁহাকে ভালবাসিয়াও তাঁহার ফাঁদে বন্দী হইয়া যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তথাপি আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি যেরূপ সতর্কতার সহিত তাঁহার চরিত্র-পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়া-ছিলাম, আর কাহারও ভাগ্যে সেরূপ অবসর ঘটে নাই। এ অবস্থায় আমি যে তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিব, কেবল তাঁহার রূপের নহে, গুণেরও পূজা করিব, ইহাতে কি বিস্ময়ের কথা থাকিতে পারে? বস্তুতঃ আলায়কে ভালবাসিয়া কিছুমাত্র অন্যায় করি নাই। এমন সুন্দরী, এমন

নিঃস্বার্থ-হৃদয়া, এমন উন্নত-চরিত্রা, এমন সদাশয়া রমণীকে যদি ভাল না বাসিব, তাহা হইলে আর কাহাকে ভালবাসিব ?

কিন্তু আমার এই প্রগাঢ় প্রেম আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ গুপ্ত রাখিয়াছিলাম ; তাহার অস্তিত্বের কথা আলায়কে একবারও বুঝিতে দিই নাই। আমি সাধ্যানুসারে তাঁহার সকল কার্য্য করিতে লাগিলাম এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার হাঁসপাতালের ভার লইবার চৌষট্টি দিন পরে, সর্ব্বশেষ রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে গৃহে চলিয়া গেল। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, একশত পঁচানব্বই জন রোগীর মধ্যে একশত তেত্রিশ জন আরোগ্যলাভ করিল, কিন্তু তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য এই দুই মাসের অধিক কাল আমাকে যেরূপ উৎকট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, জীবনে আমি সেরূপ পরিশ্রম আর কখনও করি নাই। এই পরিশ্রমে আমার শরীর বড় অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইল, আলায় আমা অপেক্ষাও অধিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহে ক্লান্তির কোন চিহ্নই দেখিলাম না। এমন শক্তিশালিনী রমণী সংসারে দুর্লভ।

শেষ রোগীটি যে দিন হাঁসপাতাল হইতে প্রস্থান করিল, তাহার পর-দিন আলায় আমার বাসায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে আপনি বড় কাতর ও দুর্ব্বল হইয়াছেন, এ অবস্থায় আপনার কিছু দিন বিশ্রাম ও বায়ু-পরি-বর্ত্তন করা আবশ্যক। আপনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিলে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞের কাজ হইবে, এজন্য আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়াই আমি আপনার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আমার প্রতি আপনার বড় দয়া, কিন্তু আপনি কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ জন্মিয়াছে।"

আলায় বলিলেন, "এখান হইতে আপনি কিছু দূরে গিয়া কয়েক দিন বিশ্রাম করিবেন ও মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবেন,

আমি ইতিপূর্ব্বেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি; বোধ হয়, এক সপ্তাহের বিশ্রামেই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন। আপনার ইহাতে আপত্তি নাই ত?"

আমি বলিলাম, "ইহা অপেক্ষা সুখের কথা আর কি থাকিতে পারে?"

আঁলায় প্রস্থানের জন্য উঠিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে কাল প্রভাতে দুইটি অশ্বে আরোহণ করিয়া আমাদের গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিব। আপনার বন্দুক কিংবা শীকারের জন্য কোন হাতিয়ার সঙ্গে লইতে হইবে না, সে সকলের বন্দোবস্ত আমিই করিব।"

পরদিন প্রত্যুষে আমরা দুই জনে অশ্বারোহণে পার্ব্বত্যপথে যাত্রা করিলাম। আমাদের সম্মুখে বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য উজ্জ্বল উষালোকে মায়াচিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; বিশাল অরণ্যানী বক্ষে লইয়া বিরাট পার্ব্বত্য-প্রকৃতি সেই মধুর প্রভাতে যেন সূর্য্যকরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পথের দুই ধারে, কোথাও ঘনবন, কোথাও সমুন্নত গিরিচূড়া, কোথাও গভীর হ্রদ। প্রভাত-রৌদ্র হ্রদের জলে পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে, কোথাও বা খানা-ডোবা হইতে দূষিত বাষ্পরাশি উঠিয়া নির্ম্মল বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা এক ঘণ্টা অতিবাহিত করিলাম। ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা এক মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করিলাম; শ্যামল-তৃণ-দল-শোভিত সমতল প্রান্তরের শোভা দেখিয়া আমার চক্ষু জুড়াইল। বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় আমরা একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী-তীরে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, সেই স্থানে আমাদের আহারের আয়োজন হইয়াছে। একটু দূরে কতকগুলি বৃক্ষের অন্তরালে একটি প্রকাণ্ড তাম্বু উত্তোলিত দেখিলাম; একটি শ্বেতকায় বাবুর্চ্চি পূর্ব্ব

হইতেই সেখানে রন্ধনের আয়োজনে নিযুক্ত ছিল, দেখিয়া আমার স্বদেশের বনভোজনের কথা মনে পড়িয়া গেল।

আহারাদির পর অশ্বে আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার আমরা পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিলাম; যতই অগ্রসর হই, ততই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আলায় আমাকে বলিলেন, "আমাদের গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। সূর্য্য অস্তগমন করিলেন, সন্ধ্যার অন্ধকার প্রগাঢ় হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটি খোলা মাঠের মধ্যে কয়েকখানি নব-নির্ম্মিত সুন্দর কুটীর দেখিতে পাইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। যে কয়েকখানি কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার একখানি আলায় নিজের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন, আর একখানি আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল; অবশিষ্ট দুইখানির একখানি আমাদের বৈঠকখানা ও ভোজনাগার হইল, অন্যখানিতে রন্ধনের ও ভৃত্যগণের থাকিবার বন্দোবস্ত হইল।

আমি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট কুটীরে প্রবেশ করিয়া, আলায়ের বন্দোবস্ত দর্শনে চমৎকৃত হইলাম;—দেখিলাম, কুটীরমধ্যে প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই, একখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাটিয়া গৃহের এক পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছে। খাটিয়াখানিতে মশারি পর্য্যন্ত খাটান আছে; মেজেটিতে সুন্দর ম্যাটিং-করা; শয্যাপ্রান্তে হাত-মুখ ধুইবার টেবিল; একদিকে র‍্যাকের উপর আমার বন্দুক ও মৃগয়ার অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত। আমি আমার ভ্রমণের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, তাহার পর, আহারের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আমি উঠিয়া ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম এবং একখানি চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই অরণ্যের মধ্যে—গৃহ হইতে এত

দূরে আলায় আমাদের ভোজনের এমন পরিপাটী বন্দোবস্ত করিয়াছেন ?' যখন খাদ্যদ্রব্যগুলি একে একে আমাদের সম্মুখে আনীত হইল, তখন দেখিলাম, সেই অরণ্যেও ষোড়শোপচারে আহারের আয়োজনের কোন ত্রুটি হয় নাই। বুঝিলাম, আলায়ের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্ষুধার অভাব ছিল না, সুতরাং বলা বাহুল্য, প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত রসনা-তৃপ্তিকর বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের যথা-যোগ্য সদ্ব্যবহার করা গেল।

আহারাদির পর আমরা দুইজনে ঘরের বাহিরে দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম; বহিঃপ্রকৃতি নৈশ তিমিরে সমাচ্ছন্ন, যতদূর দৃষ্টি যায়, অনন্ত অন্ধকার সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া যেন কোন বিরাট রহস্যের ন্যায় আত্মসমাহিতভাবে অবস্থান করিতেছে। লক্ষ লক্ষ জোনাকি গাছের পাতায় ও বৃক্ষচূড়ায় দ্রুতপক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছিল; তাহাতে বোধ হইতেছিল, যেন কোন বিকট দৈত্য তাহার লক্ষ চক্ষু মেলিয়া মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতেছে, এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চক্ষু মুদিত করিতেছে। সেই নিস্তব্ধ ও পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন অন্ধকারের গাম্ভীর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছিল। অরণ্যানীর অন্তরালে, বহুদূরে কোন নিশাচর পক্ষী ডাকিয়া ডাকিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথিনীর মৌনব্রত ভঙ্গ করিতেছিল। আমি সেই রাত্রির কথা বোধ হয়, জীবনে বিস্মৃত হইব না; চিরদিন তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য। আমি বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম; দেখিলাম, নির্ম্মল আকাশে অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডলী স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বিকাশ করিতেছে, আর আমাদের পদতল দিয়া যে ক্ষুদ্র প্রবাহিণী প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার কুল্ কুল্ শব্দ সেই রাত্রে যেন দূরাগত সঙ্গীতধ্বনির

ন্যায় আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, আমাদের জীবন যেন কোন সুখস্বপ্নে আবৃত বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

আলায় গম্ভীরভাবে গগনমণ্ডলস্থ অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি সুন্দর দৃশ্য! উর্দ্ধে যেমন অবিচল শান্তি বিরাজিত, আমরা আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরেও যদি সেইরূপ শান্তিলাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের জীবন ধন্য হইত।"

আমি বলিলাম, "আপনার এ কথাটি ঠিক। সুখ-দুঃখ ও শান্তি-অশান্তি আপেক্ষিক শব্দ। যদি আমাদের জীবন নিত্য সংসার-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত ও কাতর না হইত, দুঃখ যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি আমরা কখনও সুখের আস্বাদন লাভ করিতে পারিতাম?"

আলায় বলিলেন, "আপনি যে পৃথিবীর কথা বলিতেছেন, সে পৃথিবীর সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, আমার পৃথিবী স্বতন্ত্র, আমার কার্য্যক্ষেত্র কেবল কণ্টকপূর্ণ ও চিরদুঃখময়; সেখানে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই;—আছে কেবল ক্রূর হিংসা, স্বার্থপরতা, ষড়্‌যন্ত্র; প্রতি মুহূর্ত্তেই শত বিপদের মেঘ ক্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় ফণা উদ্যত করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, একটু অসতর্ক থাকিলেই বিশ্বাসঘাতকের হস্তে আমার পতন অনিবার্য্য। পৃথিবীর তীব্র রাজরোষ আমাকে দগ্ধ করিবার জন্য সদা প্রস্তুত। ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, কি অশান্তিতে যে আমি জীবনযাপন করি, তাহা আপনার বুঝিবার শক্তি নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেন নিত্য এত বিপদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান? আপনি ত ইচ্ছা করিলেই"—আমি যে কথা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহা আর বলা হইল না। আমি আলায়কে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলাম, পাছে কথা-প্রসঙ্গে আমার মুখ হইতে সেই কথা বাহির হইয়া পড়ে, এই ভয়ে আমি হঠাৎ থামিলাম।

কিন্তু আমি যতটুকু বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াই আলায় বলিলেন, "আমি কেন সর্ব্বদা বিপদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াই? যাহারা আমার সন্তানস্থানীয়, আমি স্বহস্তে যাহাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে আমি কি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? আমি ভিন্ন তাহাদের আর কে আছে?"

আমি বলিলাম, "মনে করুন, যদি আপনি ধরা পড়েন, তাহা হইলে তাহাদিগকে কে রক্ষা করিবে?"

আলায় হাসিয়া বলিলেন, "যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অনুচরগণের মধ্যে কেহ বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই; এ কথা স্থির জানিবেন। না ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আমার এই সকল অনুগত প্রজাকে আমি কখনও পরিত্যাগ করিব না, তাহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে, এত দিন পর্য্যন্ত আমি যথাশক্তি এই কর্ত্তব্যপালন করিয়াছি, ভবিষ্যতেও তাহা পালনে ত্রুটি করিব না; কিন্তু এ সকল কথা যাক্, রাত্রি অনেক হইয়াছে, বহুদূর-পর্য্যটনে আমরাও পরিশ্রান্ত হইয়াছি। আমি আপনার নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে যাইব।"

আলায় উঠিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, আমি তাঁহাকে বিদায় দিয়া আবার সেইখানে বসিয়া পড়িলাম, এবং একটি চুরুট ধরাইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলাম। সায়ংকালে এই স্তব্ধ বনস্থলীর শোভা বড়ই মনোহর বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এই গভীর রাত্রে তাহা আর তেমন প্রীতিকর বোধ হইল না, কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমার মন মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার চুরুটটি নিঃশেষিত হইলে আমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বন্দুকটা শিয়রে রাখিয়া পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শয়ন করিলাম। শয়ন করিতে করিতে আমি নিদ্রা-

ঘোরে আচ্ছন্ন হইলাম। যখন জাগিলাম, তখন প্রভাত-রৌদ্রে ধরাতল প্লাবিত হইতেছিল।

প্রভাতে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া কতকগুলি দুর্ল্ভ বৃক্ষ-লতাদি সংগ্রহের জন্য একটি ঝোড়া সঙ্গে লইয়া আমি অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আলায় দুইজন দেশী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আমার অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রতি আমার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। আমি চলিতে চলিতে কত বিভিন্নজাতীয় তৃণ-গুল্মাদি সংগ্রহ করিলাম, তাহার সংখ্যা নাই; এতদ্ভিন্ন বহুজাতীয় সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি ও ফড়িং সংগ্রহ করিলাম। মধ্যাহ্ন হইতে না হইতে আমাদের ঝোড়া পূর্ণ হইয়া গেল, আমরা তাম্বুতে বসিয়া টিফিন শেষ করিলাম। তার পর আবার ভ্রমণে বাহির হইলাম। অরণ্যের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে আমরা একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। বুঝিলাম, এই নদীটি অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে। এখানে অনেক শীকার দেখিতে পাইলাম;—দেখিলাম, দলে দলে হরিণ নির্ভয়ে নদীতীরে বিচরণ করিতেছে; জলাশয়ে বহুসংখ্যক আরণ্য হংসও দেখিতে পাই-লাম; একস্থানে কর্দ্দমের উপর স্থূল পদচিহ্ন দেখিয়া বোধ হইল, এ অঞ্চলে হস্তীরও অভাব নাই। আলায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, এ অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে হস্তী দেখা যায়। বস্তুতঃ এই দ্বীপটি যে কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহা আমি অনুসন্ধান করিতেও পারিলাম না।

সমস্ত দিন এই ভাবে কাটাইয়া সূর্য্যাস্তের অল্পকাল পূর্ব্বে আমরা আমাদের আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম। নিকটেই একটি বৃক্ষ ছিল, আলায় সেই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন, আমিও তাঁহার পাশে

বসিলাম। আজ অপরাহ্ণ হইতে আলায়কে নিস্তব্ধ ও বিষণ্ণ দেখাইতেছিল, আমারও উৎসাহ যেন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। আমি যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এই দ্বীপে আসিয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়াছিল, আমার বিদায়-গ্রহণের দিন ক্রমে সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, কিন্তু তথাপি আলায়কে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছিল না, তাঁহাকে ত্যাগ করিবার কল্পনাও আমার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতেছিল।

আলায় অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, যখন আমার এজেণ্ট হঙ্কঙে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি আপনাকে বলিয়াছিলেন, আপনার এখানকার কার্য্য শেষ হইলে আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে লোকালয়ে পৌঁছাইয়া দিবেন। এখন আপনার কাজ শেষ হইয়াছে, এখন আমরা আমাদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিতে বাধ্য, আপনি এখান হইতে কবে ফিরিয়া যাইতে চান?"

এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব, তাহা হঠাৎ আমার মাথায় আসিল না. কিন্তু কিছু না বলিলেও নয়। আমি সঙ্ক্ষেপে বলিলাম, "আমি বোধ হয়, কর্ত্তব্যপালনে আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি।"

আলায় বলিলেন, "ইহাতে কি আপনার সন্দেহ আছে? আপনার ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না, মৌখিক কৃতজ্ঞতারও কোন মূল্য নাই।"

আমি আলায়ের আর একটু কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া যেভাবে কথা বলিলাম, তেমন আত্মীয়তাসূচক সম্বোধনে আর কোন দিন তাঁহাকে আহ্বান করি নাই। অন্য সময় হইলে হয় ত আমি সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইতাম, কিন্তু তখন আমার হৃদয়ে কুণ্ঠা বা সঙ্কোচের বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। আমি বলিলাম,

"আলায়! ধন্যবাদ-প্রদানের আবশ্যক কি? আমি তোমার কার্য্যে সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছি। কেন করিয়াছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার ত দূরের কথা, তোমার এই কুকুরের প্রাণরক্ষার জন্যও আমি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি। আমার কার্য্যে কি আমার মনের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই?"

আলায় কোন কথা বলিলেন না, মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। আমার বোধ হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল, কিন্তু তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমি বলিলাম, "আলায়! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ভালবাসি; সর্ব্বপ্রথম যে দিন তোমাকে জাহাজের ডেকে দেখিয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি; আমি জানি, তোমার ন্যায় দেবীস্বরূপিণী রমণীকে পত্নীরূপে লাভ করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব; এরূপ চেষ্টা আমার পক্ষে উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু তথাপি আমার মনের ভাব গোপন করিয়া রাখা অসম্ভব, তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে তুমি বিদায় করিয়া দিতে পার; কিন্তু আমার হৃদয় হইতে তোমার প্রতি আমার প্রেমকে নির্ব্বাসিত করিতে পার না।"

আলায় মৃদুস্বরে বলিলেন, "থাম ডাক্তার, থাম।"

আমি বলিলাম, "না আলায়! আমার থামিবার শক্তি নাই; আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন আর ফিরিবার সামর্থ্য নাই। দিনের পর দিন গিয়াছে, অহরহঃ আমি আমার মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এত দিনের চেষ্টাতেও তাহা গোপন করিতে পারিলাম না। বর্ষাকালে নদীর জল যখন উভয় কূল প্লাবিত করিয়া দুর্দ্দমনীয়-বেগে অগ্রসর হয়, তখন বালুকার বাঁধ দিয়া তাহার গতিরোধ করা যায় না; প্রেমের প্রবল স্রোতে আমার সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আলায়!

আমার আশা পূর্ণ হইবার কি কোন সম্ভাবনা নাই? আমি জানি, আমি তোমার প্রেমের যোগ্য নহি; কিন্তু আমি অসজ্জন নহি এবং প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ভালবাসি; ইহাই আমার একমাত্র দাবী।"

আলায় বিচলিত-স্বরে বলিলেন,"ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনার অবস্থার কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত অনেক লোকই আমার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু আমি তাহাদের কাহারও প্রস্তাবে কর্ণপাত করি নাই। কারণ, আমি বুঝিয়াছিলাম, তাহাদের প্রেম স্বার্থপরতা বা মোহের নামান্তর মাত্র। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার সেরূপ ধারণা নাই। তুমি আমাকে ভালবাস, ইহা আমি সত্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু তোমার সহিত আমার মিলনের পথে যে দুলঙ্ঘ্য বিঘ্ন বর্ত্তমান,তুমি কি তাহা দেখিতে পাইতেছ না? আমার কথা শুনিয়া তোমার মনে কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ডাক্তার, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না, কোন ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ হওয়াই অসম্ভব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হইতে পারে না কেন?"

আলায় বলিলেন, "কারণ—আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্য নহি, তুমি যেরূপ সাধুপ্রকৃতির পুরুষ, আমার চরিত্রে সেরূপ সাধুতা নাই, আমার মস্তকের জন্য বিভিন্ন-দেশের গবর্ণমেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, প্রাণের ভয়ে আমি সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে দূরে দূরে লুকাইয়া বেড়াইতেছি, আমাকে তুমি কিরূপে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে? আমার জন্য তোমার ভবিষ্যৎ জীবন বিপন্ন করিয়া ফল কি?"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তুমি ভিন্ন আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারপূর্ণ।"

আলায় বলিলেন "না, আমি তোমাকে কোন ক্রমেই বিপন্ন করিতে পারি না, তুমি আমাকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ কর, এ বিবাহ হইতে পারে না।"

আমি বলিলাম,"তোমার এই অসম্মতির যদি কোন গুপ্ত কারণ থাকে, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিব না, তবে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তুমি আমার স্ত্রী হইলে আমি ভবিষ্যতে বিপন্ন হইতে পারি, এই আশঙ্কায় তুমি আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহ, কিন্তু যদি এই আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে তুমি কি আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলে ?"

আলায় বলিলেন, "যদি কখনও কাহাকেও আমার বিবাহ করিতে আগ্রহ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তুমি ভিন্ন আর কেহই নহে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম. "তাহা হইলে তুমি আমাকে ভালবাস ?"

আলায় বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু এ কথার আর আবশ্যক নাই, তুমি জানিয়া রাখ, আমাদের বিবাহ হওয়া অসম্ভব ; হৃদয়ে বৃথা আশা পোষণ করিও না। আমি এখন চলিলাম।"

আলায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিতে লাগিলাম, "তুমি বলিতেছ, আমাদের বিবাহ হওয়া অসম্ভব, কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহা কোনরূপেই অসম্ভব নহে। তুমি যখন স্বীকার করিয়াছ,আমাকে তুমি ভালবাস, তখন তোমার আশা আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না। আমি তোমাকে কিরূপ ভালবাসি ?—বোধ হয়, কোন মনুষ্য পৃথিবীতে কোন নারীকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে নাই। যদি আমি ডাক্তার না হইয়া কবি হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম,আলায়! তোমার হাস্যচ্ছটা আমার নিকট সূর্য্য-কিরণের ন্যায় প্রীতিকর, আমি তোমাকে বলিতাম, অশ্রান্ত বায়ু-প্রবাহে যে সঙ্গীত ভাসিয়া যাইতেছে, তাহা আমারই প্রেমসঙ্গীত, আরও কত কথা বলিতে পারিতাম ; কিন্তু আমি কবি নহি, আমার তেমন উজ্জ্বল কল্পনাশক্তি নাই। তথাপি জানিয়া রাখ, আমি তোমাকে ভালবাসি,কেবল তোমার রূপের জন্য নহে, তোমার

অনন্যসাধারণ গুণের জন্যও তোমাকে আমি ভালবাসি। সংসারে আম অর্থ-সম্পদ্ চাহি না, খ্যাতি-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা করি না, মান-সম্ভ্রম রসাতলে যাউক, ক্ষতি নাই, আমি তোমাকে চাই। যদি তুমি আমাকে জীবন-সঙ্গীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি যেখানে বলিবে, সেইখানে আমি যাইব; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এখানেও থাকিতে পারি। জীবনে তুমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে সাহায্য করাই আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন অন্য কোন অবলম্বনে আমার আগ্রহ নাই।”

আলায় বলিলেন, “তুমি কি মনে কর, আমিই আমার নিজের সুখের জন্য তোমাকে এই ভাবে আত্মত্যাগে বাধ্য করিব? না, তাহা হইবে না; অসম্ভবকে কখনও সম্ভব মনে করিও না।”

আলায় আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় আলায় তাঁহার কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, কাল যদি আমি তোমার প্রতি কোনরূপ রূঢ়-ব্যবহার করিয়া থাকি, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।”

আমি বলিলাম, “আমাদের কল্যকার আচরণে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, সে দোষ তোমার একার নহে, আমিও সেজন্য অংশতঃ দায়ী; কাল আমি যে ভাবে ভালবাসার কথা তুলিয়াছিলাম, সে ভাবে সে কথা উত্থাপন করা আমার পক্ষেও সঙ্গত হয় নাই।”

আলায় বলিলেন, “না, সেজন্য তুমি কিছু মনে করিও না। তবে আমি যে তোমাকে ভালবাসি, এ কথা স্বীকার না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত; কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই আত্মসুখের অনুরোধে,

তোমাকে আমি বিপন্ন করিতে ইচ্ছুক নহি। সুতরাং আশা করি, আমার অভিপ্রায়ের সরলতায় তোমার কোন সন্দেহ হইবে না।"

আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, বোধ হয়, অন্য কোন স্ত্রীলোককে আমি সেরূপ ভালবাসিতে পারিব না। আমার জীবনের সকল বাসনা, সকল প্রবৃত্তি চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় তোমার দিকেই ধাবিত হইতেছে, তুমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী করিতে পার; তোমার প্রেমে বঞ্চিত হইলে, আমি আপনাকে যেরূপ হতভাগ্য মনে করিব, তেমন হতভাগ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে বোধ হয়, আর দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীতে এক ভগ্নী ভিন্ন আমার আর কেহই নাই, কিন্তু আমার সেই ভগ্নীও নিরাশ্রয় নহে, তাহার জন্য আমার কোনই চিন্তা নাই, সুতরাং পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, তোমার কাজে আমি অনায়াসে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি।"

আলায় বলিলেন, "এরূপ কথা তোমারই উপযুক্ত; কিন্তু তুমি আমার নিকট একটি অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছ?"

আমি বলিলাম, "কি অঙ্গীকার, বল।"

আলায় বলিলেন, "আমার সম্মতি ভিন্ন ভবিষ্যতে এই প্রসঙ্গে তুমি কোন কথা বলিবে না।"

আমি বলিলাম, "এই অঙ্গীকারের কি ফল হইবে?"

আলায় বলিলেন, "ঠিক এক বৎসর পরে, তুমি আমার নিকট চূড়ান্ত উত্তর পাইবে, এখন তুমি ইংলণ্ডে প্রতিগমন কর এবং যেমন ডাক্তারী করিতেছিলে, সেই ভাবেই কাজ-কর্ম্ম করিতে থাক। এক বৎসর পর্য্যন্ত যদি তোমার মন আমার প্রতি এইরূপ আকৃষ্ট থাকে ও আমাকে বিবাহ করিবার আগ্রহ এইরূপ প্রবল থাকে, তাহা হইলে আগামী বৎসর ১লা

মে তারিখে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের সকল কথা স্থির করিব। এ প্রস্তাবে তোমার মত কি?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমি আবেগভরে বলিলাম, "এ প্রস্তাবে আমি আপত্তি করিব না; আমি যতটুকু আশা পাইলাম, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

আলায় বলিলেন, "তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা নয়, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আমি এখন বিদায় লইলাম।"

আলায় যেমন হঠাৎ আসিয়াছিলেন, তেমনি হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "তোমার সহিত কখনও কি আমার মিলন হইবে? হে অগ্নিরূপিণী দেবি! যদি দগ্ধই করিবে, তবে এ তুষানলের ব্যবস্থা কেন?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নানা চিন্তায় রাত্রে ভাল ঘুমাইতে পারিলাম না, সমস্ত রাত্রি শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলাম। রাত্রিশেষে একটু তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিককাল-স্থায়ী হয় নাই; অনিদ্রায় শরীর বড় অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। যখন শয্যা ত্যাগ করিলাম, তখন পূর্ব্বগগন সবে মাত্র রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, তখন পুনর্ব্বার নিদ্রার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র, অথচ আহারাদিরও বিলম্ব আছে। কি করা যায়, স্থির করিতে না পারিয়া আমি উঠিয়া পোষাক পরিলাম, তাহার পর পকেটে গুটী দশ বারো টোটা ফেলিয়া আমার রাইফেলটি লইয়া মুক্ত-প্রান্তরের উপর দিয়া অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলাম; হাস্যময়ী প্রকৃতির মধুর শোভা দেখিয়া আমার অবসাদ অপগত হইল।

অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একপোয়া পথ যাইতে না যাইতেই একটি সুন্দর হরিণ শীকার করিলাম। মৃত হরিণটাকে টানিয়া বাসায় ফিরিয়া যাওয়া অসুবিধাজনক বোধে তাহাকে একটা ফাঁকা জায়গায় রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার বন্দুকের শব্দ শুনিয়া কোন না কোন দেশীয় লোক সেখানে উপস্থিত হইবে এবং মৃত হরিণটিকে আমার বাসায় রাখিয়া আসিবে।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমি অরণ্যের গভীরতর প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। আমি যে পথে চলিলাম, তাহার উত্তরদিকে বেতের জঙ্গলপূর্ণ একটি জলা, দক্ষিণে গভীর গহ্বর। দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটা ফাঁকা জায়গায় একদল হরিণ চরিতেছে, পাছে আমাকে দেখিলে হরিণের দল পলায়ন করে, এই ভয়ে আমি মাটীতে গুঁড়ি মারিয়া বুকে ও হাতে ভর

দিয়া অতি সাবধানে চলিতে লাগিলাম। একটা সুবৃহৎ বৃদ্ধ হরিণ কি ভাবিয়া একবার মাথা তুলিল, আমি তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া শুইয়া পড়িলাম। হরিণটা সশঙ্ক-দৃষ্টিতে কয়েকবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া আবার মুখ নত করিয়া চলিতে লাগিল।

হাতে ও বুকে ভর দিয়া আমি অনেক দূর চলিলাম, কিন্তু শীকারের লোভে আমি সে -কষ্টকেও কষ্ট বলিয়া বোধ করিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এই ভাবে চলিয়া আমি হরিণের দলের অদূরে একটি বৃক্ষের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তাহার পর আমার রাইফেলে একটা টোটা পরাইয়া লক্ষ্যস্থির করিব, এমন সময়ে আমার পায়ের আঘাত লাগিয়া একখানি প্রস্তর সশব্দে স্থানচ্যুত হইল; সেই শব্দে সচকিত হইয়া পাঁচ সাতটি হরিণ মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, তখন আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে বুঝিয়া আমি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার হরিণটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িলাম। আমার বিশ্বাস, গুলী হরিণের পায়ে লাগিয়াছিল; আমি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু আহত হইয়াও হরিণটি ভূতলশায়ী হইল না; দলের অন্যান্য হরিণের সঙ্গে সেটিও ছুটিয়া পলাইল। আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে দেখিলাম, সে প্রায় দেড় শত গজ দূরে গিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার রাইফেল পুনর্ব্বার উদ্যত করিলাম; কিন্তু হরিণটি ভূপতিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে উঠিয়া আবার ছুটিয়া চলিল, তথাপি আমি তাহার অনুসরণে বিরত হইলাম না। অনেক দূরে গিয়া দেখিলাম, একটি শুষ্ক পয়ঃপ্রণালীর ধারে আসিয়া হরিণটি চলৎশক্তিহীন হইয়া মাটীতে পড়িয়া ধুঁকিতেছে। তাহার একখানি পা ভেদ করিয়া গুলী চলিয়া গিয়াছে। হরিণটি দেখিতে বড় সুন্দর, বোধ হইল, তাহার বয়স তিন বৎসরের অধিক নহে। আমি দ্রুতপদে তাহার উপর আসিয়া পড়িলাম, এবং

আমার কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে বধ করিলাম।

ছোরার রক্ত ঘাসে মুছিয়া আমি উঠিব, এমন সময় আমার পৃষ্ঠদেশে যেন কাহার করস্পর্শ অনুভব করিলাম। এই নির্জ্জন অরণ্যে আমার অলক্ষ্যে আসিয়া কে আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল ? চতুর্দ্দিকে পাঁচ মাইলের মধ্যে যে জনপ্রাণীর সমাগম আছে, এরূপ আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি উঠিয়া সবিস্ময়ে পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলাম, আমার পিঠের নিকট একটা প্রকাণ্ড বনমানুষ দাঁড়াইয়া আছে। এত বড় বনমানুষ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। তাহার ভাঁটার মত গোল গোল চক্ষু দুটি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। সে আমার দিকে চাহিয়া, দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিতেছিল এবং তাহার লোমবহুল, সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি তাহার কবল হইতে কিরূপে যে মুক্তিলাভ করিলাম, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আমি তাহার করতলগত হইবার পূর্ব্বেই বন্দুকটা সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি বিশ পঁচিশ হাত যাইতে না যাইতেই বনমানুষটা মাতালের মত টলিতে টলিতে আমার অনুসরণ করিল এবং সে আমার এত কাছে আসিয়া পড়িল যে, আমার বোধ হইল, আমার মাথায় তাহার নিশ্বাসপতন অনুভব করিতেছি। আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, যেরূপ বেগে দৌড়িতে লাগিলাম, জীবনে আর কখনও তেমন বেগে দৌড়াই নাই। আমি কোথায় যাইতেছি, সে চিন্তা আমার তখন ছিল না। দৌড়িতে দৌড়িতে আমি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে আসিয়া পড়িলাম এবং তাহার হাত হইতে মুক্তিলাভের আশায় বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে দুই একবার ঘুরিলাম ; বনমানুষও

প্রসারিত হস্তে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, আমি যে দিক্ হইতে আসিয়াছিলাম, আবার সেই দিকে ছুটিয়া চলিলাম, কিন্তু বনমানুষ দ্রুতগতিতে আমার পদপ্রান্তে আসিয়া পড়িল। তখন আমার প্রাণ কণ্ঠাগত। আমি অত্যন্ত হাঁফাইতেছিলাম; বোধ হইতেছিল, আর আমি পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারিব না। হঠাৎ সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিলাম, গাছে উঠিলে রক্ষা নাই জানিয়াও আমি সেই বৃক্ষে আরোহণ করিলাম এবং একটি নিবিড় পত্র বহুল শাখার অন্তরালে গিয়া এমন ভাবে লুকাইলাম যে, আমি কোথায় আছি, বনমানুষ তাহা বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু সে বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া বৃক্ষের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমার পদদ্বয় তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সুতরাং যে শাখাটির উপর আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা তেমন স্থূল না হওয়ায় অল্প অল্প কাঁপিতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি কোথায় আশ্রয় লইয়াছি, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে গাছের একটা ডাল ধরিয়া কাঠবিড়ালের মত অবলীলাক্রমে সেই গাছে উঠিয়া বসিল। আমি দেখিলাম, আর সেখানে বসিয়া থাকা নিরাপদ্ নহে, যে দিকে বসিয়াছিলাম, সেই দিক্ দিয়া আমি তাড়াতাড়ি নামিতে লাগিলাম। আমাকে নামিতে দেখিয়া বনমানুষটাও অন্য দিক্ দিয়া নামিতে লাগিল। আমরা উভয়ে ঠিক এক সময়েই মাটীতে লাফাইয়া পড়িলাম, বুঝিলাম, এইবার সে এক লম্ফে আসিয়া আমার ঘাড় ধরিবে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে বৃক্ষমূল হইতে সবেগে পলায়ন করিলাম, কিন্তু পলাইয়া কোথায় যাইব? সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র পশু সবেগে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, আর আমার রক্ষা নাই, সে যে ভাবে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাতে ঈশ্বর যদি কোন অদ্ভুত উপায়ে আমাকে

রক্ষা না করেন, তাহা হইলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার ইহ-জীবনের অবসান হইবে। তখন সমগ্র জগৎ আমার নিকট শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল।

প্রাণের দায়ে আমি উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তিন দিকেই ছুটাছুটি করিয়াছিলাম,কেবল পশ্চিমদিকে যাই নাই। জানিতাম,পশ্চিমদিকে একটি নদী আছে, যদিও নদীতে জল ছিল না, কিন্তু সেই পার্ব্বত্য নদীর শুষ্ক-গর্ভ অত্যন্ত গভীর। এবার সেই দিকে ছুটিলাম,কিছু দূর আসিয়াই আমার গতিরোধ হইল। দেখিলাম, সম্মুখেই প্রকাণ্ড খাদ; প্রায় যাট্ ফিট নীচে মৃত্তিকা দেখা যাইতেছে; অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তরে খাদটি পূর্ণ। সেখান হইতে লাফাইয়া পড়িলে প্রাণরক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিলাম; সভয়ে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম; দেখিলাম, বনমানুষটা দুই হাত মেলিয়া টলিতে টলিতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, আর দুই মিনিটের মধ্যেই আমাকে ধরিয়া ফেলিবে,একপদ অগ্রসর হইলে মৃত্যু নিশ্চিত; একপদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেও বনমানুষে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। এখন কর্ত্তব্য কি? কিরূপ মৃত্যু বাঞ্ছনীয়? বনমানুষের তীক্ষ্ণ নখে সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হইবে, অতিশয় যন্ত্রণা পাইয়া মরিতে হইবে,এই চিন্তায় আমি অস্থির হইলাম,কিন্তু চিন্তারও আর অধিক সময় পাইলাম না। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, বনমানুষটা থপ্ থপ্ করিয়া পা ফেলিয়া ক্রমেই আমার অধিকতর নিকটে আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহার সুদীর্ঘ হাত আমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল, এমন সময় অদূর হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "ডাহিনে লাফাইয়া পড়।" এ কণ্ঠস্বর কাহার, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও আমি সে কণ্ঠধ্বনি বিস্মৃত হইব না। আলায়ের কথা শুনিবামাত্র আমি আমার দক্ষিণ অংশে লাফাইয়া পড়িলাম। বনমানুষটা আমাকে কবলিত করিতে না পারিয়া ঘূরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে আমাকে পুনর্ব্বার

ধরিতে উদ্যত হইবার পূর্ব্বেই কোথা হইতে আলায়ের বুল-ডগ বেলজিবাব নক্ষত্রবেগে সেই বনমানুষটার কাছে উপস্থিত হইল এবং এক লম্ফে তাহার বুকের উপর উঠিয়া তীক্ষ্ণ দন্তে তাহার কণ্ঠনালী কামড়াইয়া ধরিল।”

বনমানুষটা এই ভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া আমাকে ছাড়িয়া কুকুরটাকে লইয়া পড়িল এবং দুই হাত দিয়া কুকুরটাকে চাপিয়া ধরিয়া নখর দ্বারা তাহার অঙ্গ বিদারণের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বেলজিবাব তাহার কণ্ঠস্থান যে ভাবে কামড়াইয়াছিল, তাহাতে বনমানুষ কুকুরকে মারিবে কি, স্বয়ং যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তাহার আর্ত্তনাদে স্তব্ধ বনভূমি পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি নিজের বিপদ্ ভুলিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুকুর ও বনমানুষের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম।

বেলজিবাবের দংশনে বনমানুষের গলা হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। হঠাৎ আলায় গম্ভীরস্বরে কুকুরকে কি আদেশ করিলেন, তাহা শুনিবামাত্র বেলজিবাব বনমানুষের কণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মাটীতে লাফাইয়া পড়িল, রক্তাক্ত বনমানুষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় বন্দুকের গভীর শব্দ হইল, সেই মুহূর্ত্তেই বনমানুষটা চীৎকার-শব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল। গুলী তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিল।

আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, আলায় সেখানে নাই। আমি তাঁহার সন্ধানে ছুটিলাম, বৃক্ষের অন্তরালে দেখিলাম, তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ নিপতিত রহিয়াছে, বেলজিবাব ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে। নিকটে একটি নির্ঝর ছিল, আমি তাহা হইতে টুপীতে করিয়া জল আনিলাম, আলায়ের মাথায় ও মুখে জলনিক্ষেপ করিতে করিতে তিন চারি মিনিট পরে তাঁহার চৈতন্যসঞ্চার হইল।

আলায় চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আহত হও নাই ত? আমি ভাবিয়াছিলাম, বনমানুষটা হয় ত তোমাকে ধরিয়া জখম করিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "না, আমি আহত হই নাই, তবে বড় ক্লান্ত হইয়াছি, বনমানুষটা মরিয়াছে।" তাহার পর আমি বেলজিবাবের কাছে আসিয়া তাহার মাথা চাপড়াইতে লাগিলাম ও আদর করিয়া বলিলাম, "আজ তুমি আমার প্রাণদান করিয়াছ, এখন হইতে তুমি আমার বন্ধু হইলে।" তাহার পর আলায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে হঠাৎ কিরূপে আসিলে?"

আলায় বলিলেন, "ইতিপূর্ব্বে তোমার বন্দুকের আওয়াজ আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়াই আমি এই দিকে আসিয়াছিলাম। যদি আমার আসিতে আর দুই পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইত, তাহা হইলে আর বোধ হয়, তোমাকে জীবিত দেখিতে পাইতাম না। এখন চল, আমাদের আড্ডায় ফিরিয়া যাই, বারটার সময় আহার প্রস্তুত রাখিবার কথা আছে, আমাকে আজ আবার চীন-অঞ্চলে দূত পাঠাইতে হইবে।"

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমরা আমাদের আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম; ইহার অনতিকাল পরেই ওয়ালওয়ার্থ অশ্বারোহণে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া টুপী খুলিয়া আলায়ের আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ ওয়ালওয়ার্থ, তোমাকে এত ব্যস্ত দেখিতেছি কেন? কোন মন্দ সংবাদ আছে কি?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "আজ প্রভাতে একখানি জঙ্ক আসিয়াছে, একখানি অত্যন্ত জরুরী পত্র পাইয়াছি।"

এইখানে বলা আবশ্যক, বহির্জগতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য আলায় চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে দূত রাখিয়াছিলেন, সেই সকল দূতেরা প্রতি সপ্তাহান্তে গোপনে তাঁহার নিকট আবশ্যকীয় সংবাদ পাঠাইত। সংবাদদাতার পত্রগুলি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দ্বীপে রাখিয়া আসিবার নিয়ম ছিল, সেখান হইতে আলায়ের লোক দ্রুতগামী জঙ্কে আরোহণ করিয়া লইয়া আসিত।

ওয়ালওয়ার্থের নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া আলায় তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন, পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল; কিন্তু আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। আহারের পর একটি নির্জ্জন স্থানে আমরা তিন জনে উপবেশন করিলাম। আলায় মৃদুস্বরে বলিলেন, "একটা ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, সেই জন্য আমি তোমাদের পরামর্শ লইতে চাই। মিঃ ওয়ালওয়ার্থ আমার বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, এই কয়েক মাস তোমাকে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, তুমিও আমার হিতাকাঙ্ক্ষী; এ অবস্থায় আমি তোমাদের সহায়তালাভের আশা করিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "কি করিতে হইবে, বলুন, সাধ্যানুসারে আমি আপনার জন্য সকলই করিতে প্রস্তুত আছি।"

"তাহা আমি জানি," এইমাত্র বলিয়া আলায় তাঁহার পকেট হইতে প্রভাতের সেই পত্রখানি বাহির করিলেন, তাহার পর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সিঙ্গাপুর হইতে আমি এই পত্রখানি পাইয়াছি, এই পত্রের লেখক আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাঁহার কোন কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তিনি লিখিয়াছেন, সিঙ্গাপুরে আমাদের যে গুপ্তচর আছে, সেই ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আরম্ভ করিয়াছে, এই লোকটিকে

আমি বড় বিশ্বাস করিতাম, তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, আমি তাহাকে ধনবান্ করিয়াছি, একবার তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছি, প্রত্যুপকারস্বরূপ সে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট আমাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সংবাদদাতা আমাকে জানাইয়াছেন, এই বিশ্বাসঘাতক নরাধম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে গোপনে জানাইয়াছে, যদি পুরস্কারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে সে আমার এই বাসস্থানের সন্ধান গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া দিবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার এই প্রস্তাবে তাহাকে জানাইয়াছেন, নূতন নৌ-সেনাপতি হংকং হইতে আগামী মাসের প্রথমেই সিঙ্গাপুর আসিবেন, তিনি সিঙ্গাপুরে আসিলেই উক্ত বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় মেয়ে বোম্বেটেকে ধরিবার সকল আয়োজন স্থির করিয়া ফেলিবেন।"

আলায়ের কথা শুনিয়া ওয়ালওয়ার্থ সক্রোধে বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক! সয়তান! তাহার উপযুক্ত পুরস্কার সে লাভ করিবে।" আমি কোন কথা বলিলাম না, আলায় কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

আলায় বলিলেন, "আমার পক্ষে একটা সুবিধার কথা এই যে, এই ব্যক্তি গত পাঁচ বৎসর হইতে আমার অধীনে চাকরী করিতেছে, ইহা স্বীকার করিতে পারিবে, সুতরাং সে আমার বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিবে, তাহা যে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল, এ কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "তাহাকে আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার অবসর দেওয়া হইবে না।"

আলায় বলিলেন, "কিরূপে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহাকে সাবধান করিয়া দিলে কোন ফল হইবে না কি?"

আলায় বলিলেন, "না, সে আশা নাই। যদি আমি তাহাকে পদচ্যুত করি, তাহা হইলেও সে আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার কি বিবাহ হইয়াছে?"

আলায় বলিলেন, "না, আমি যতদূর জানি, বোধ হয়, সে এখন পর্য্যন্তও বিবাহ করে নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার উপর কি অধিক লোকের জীবন নির্ভর করে? অর্থাৎ আমি জানিতে চাই, হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে অনেকে নিরাশ্রয় হইবে কি না?"

আলায় বলিলেন, "সে আশঙ্কা নাই, লোকটার কিছুই ছিল না, আমার সাহায্যেই সে ধনবান্ হইয়াছে, কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে, তৎসম্বন্ধে সে আমাকে খবরাখবর দিত। আমি তাহাকে তাহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ যথেষ্ট অর্থ দিতাম।"

আমি বলিলাম, "এমন নির্ব্বোধ লোক ত দুনিয়ায় আর দেখি নাই, যে হংসী স্বুবর্ণ-ডিম্ব প্রসব করে, তাহারই বধে সে সমুৎসুক! লোকটা পাগল না কি?"

আলায় বলিলেন, "যদি সে পাগল হয়, তাহা হইলে তাহার পাগলামীর মধ্যে বেশ শৃঙ্খলা আছে। বোধ হয়, তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, আমি শীঘ্রই ধরা পড়িব, আমাকে যে ধরাইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। সেই পুরস্কারের লোভেই হতভাগা এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "সে যখন বিবাহ করে নাই, তখন তাহাকে স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালন করিতে হয় না; সে এখন কোন ব্যবসায়-বাণিজ্যও করে না।

যাহার উপর অনেকের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, এ অবস্থায় তাহাকে চুরি করিয়া আনা মন্দ কি? বোধ হয়, ইহা তেমন কঠিন হইবে না, সামান্য কৌশলেই কার্য্য উদ্ধার হইবে।"

আলায় বলিলেন, "আমিও ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলাম। তোমার পরামর্শই সঙ্গত, আমি তাহাকে চুরি করিয়া এখানে লইয়া আসিব; কিন্তু লোকটা যে সহজে ধরা দিবে, তাহা বোধ হয় না। আমার উপর তাহার বিশেষ সন্দেহ আছে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাকে চুরি করিয়া আনা সম্ভব নহে, এমন কি, একরূপ অসম্ভব। কারণ, সেখানে আমাকে অনেকেই চেনে, হঠাৎ বিপদ্ ঘটা অসম্ভব নহে। সেই জন্য আমি মনে করিতেছি, ছদ্মবেশে সেখানে যাইব।"

আমি বলিলাম, "না, না, আপনার এ ভাবে বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করিয়া কাজ নাই। যদি আপনার ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেখানে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে।"

আলায় হাসিয়া বলিলেন, "আমার ছদ্মবেশ দেখিয়া সন্দেহ করে, এমন লোক বোধ হয় কেহই নাই।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "কিন্তু কাহাকেও সঙ্গে লওয়া আপনার উচিত; তবে সে আমাকে চেনে, সুতরাং আমার যাওয়া হইবে না।"

আমি আলায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বিষয়ে আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করিতে পারি না? আমার দ্বারা আপনার যদি বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, তাহা হইলে আমি আনন্দের সহিত তাহা করিব।"

আলায় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার সাহায্য-গ্রহণেই সম্মত হইলাম। সেই বিশ্বাসঘাতককে হস্তগত করিবার জন্য আপনার সাহায্যের আবশ্যক; কিন্তু কি ভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়, তাহাই একবার আলোচনা করা যাউক।"

অতঃপর সেই বিশ্বাসঘাতককে ধরিবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিতে লাগিল, কিন্তু স্থির মীমাংসা কিছুই হইল না। এই ভাবে মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইল, অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে আমরা লোকালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম।

রাত্রে আহারাদির পর আলায় আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, তোমার পরামর্শই যুক্তিসঙ্গত, আমরা জাহাজে চড়িয়া কাল জাভা-দ্বীপে যাত্রা করিব, বটেভিয়ায় উপস্থিত হইয়া একজন অল্পবয়স্ক ইংরাজ ডাক্তারের সহিত আলাপ হইবে,তাহার নাম ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী। তিনি আমার সঙ্গে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যাইবেন, সিঙ্গাপুরে একজন স্বদেশীর সহিত কয়েক দিন মান্দালায় হোটেলে বাস করিব, আমরা যাহাকে ধরিতে যাই-তেছি, সেই হোটেলেই তাহার আড্ডা। ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী কৌশলে তাহার সহিত আলাপ করিয়া ক্রমে আমার সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিবেন, তার পর যাহা করিতে হয়, সে পরের কথা। আমার মৎলব তুমি বুঝিতে পারিয়াছ ?"

আমি বলিলাম, "ফন্দীটি বড় চমৎকার হইয়াছে।"

আলায় বলিলেন, "কিন্তু ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, সেখানে আমার সহিত বিশেষ আনুগত্য দেখাইবে না; এমন ভাব দেখাইতে হইবে যে, সিঙ্গাপুর ও বটেভিয়ার মধ্যেই আমাদের আলাপ, তাহার পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও জানিতাম না। আমার সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া ভবিষ্যতে তুমি কোন বিপদে পড়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

আমি বলিলাম, "আমার জন্য কোন চিন্তা নাই, তোমার উপকারের জন্য আমি সকলই করিতে পারি।"

আলায় বলিলেন,"তাহা আমি জানি, তোমার ঋণ পরিশোধ করিবার

নহে, প্রভাতেই আমাদের কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, সুতরাং আজ রাত্রি হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।”

সেই রাত্রেই আমি আমার জিনিসপত্র গুছাইয়া বন্দরে পাঠাইলাম। প্রভাত হইবামাত্র ওয়ালওয়ার্থ আমাদের পূর্ব্বেই জাহাজে উপস্থিত হইলেন; আমি আলায় ও তাঁহার কুকুরের সঙ্গে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া একখানি বোটে আরোহণ করিলাম। বহু দূরে লোনষ্টার নঙ্গর ফেলিয়া আমাদের অপেক্ষা করিতেছিল, আমাদের বোট সেই জাহাজের অভিমুখে চলিতে লাগিল। আমরা কিরূপ বিপদের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি, তাহা ভাবিয়া আমি বড় অস্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলাম।

যথাসময়ে বোট জাহাজের গায়ে ভিড়িল, আলায় তাঁহার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিলেন, তাঁহার হাত ধরিয়া আমি জাহাজে উঠিলাম। তখনও পূর্ব্বাকাশে সূর্যোদয় হয় নাই। জাহাজে বাষ্প প্রস্তুত হইয়াছিল, আমরা জাহাজে উঠিবার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে জাহাজের নঙ্গর উঠিল এবং জাহাজ ধীরে ধীরে অকূল সমুদ্রপথে অগ্রসর হইল। এইবার বন্দরের রহস্য ভেদ করা আমার পক্ষে সহজ হইল;—দেখিলাম, যে খালের ভিতর দিয়া আমরা বাহির হইলাম, তাহা তেমন বিস্তৃত নহে; তাহার দুই পার্শ্বের পর্ব্বত প্রায় দেড়শত ফিট উচ্চ, খালের মুখে একটি প্রকাণ্ড গেট আছে, এই গেটের লৌহদ্বার দু'খানির বহির্দ্দেশ চিত্রিত, তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন, তাহা পাহাড়েরই একটি অংশ; সুতরাং বাহিরের লোক দূর হইতে দেখিয়া একবারও কল্পনা করিতে পারে না যে, সেখানে কোন দ্বার আছে, বোধ হয় যেন, অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালায় সেই স্থানটি পরিবেষ্টিত।

জাহাজ ক্রমে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জাহাজের উপর আমাদের এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, অবশেষে আম। মাজুরা উপকূলে প্রবোলিঙ্গো নামক বন্দরে উপস্থিত হইলাম। স্থির হইয়াছিল, এখান হইতে অন্য জাহাজে বটেভিয়ায় যাইব। শুনিলাম, উক্ত বন্দরে পরদিনই বটেভিয়াগামী জাহাজ আসিবে।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার কিছু পূর্ব্বেই সমুদ্রকূল হইতে এক মাইল দূরে আমরা নঙ্গর করিলাম। আমি সেই জাহাজ হইতে নামিয়া বটেভিয়াগামী জাহাজে উঠিলাম। এই জাহাজখানির নাম ভালট্রম্। এই জাহাজখানি ওলন্দাজ জাহাজ।

ভালট্রম্ অবিলম্বেই বটেভিয়া-অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন লোনষ্টারের বর্ণগত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি যখন সেই জাহাজে আসিয়াছিলাম, তখন তাহার বর্ণ বক-পক্ষীর ন্যায় শুভ্র ছিল, কিন্তু ওলন্দাজ জাহাজে চড়িয়া দেখিতে পাইলাম, তাহার আপাদ-মস্তক লোহিতবর্ণে সুরঞ্জিত; তাহার মাস্তুল ও পা'ল প্রভৃতি দেখিয়া আমার মনে হইল, এই লোনষ্টার তাহার অধিকারিণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করে।

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা বটেভিয়ার সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। ভালট্রম্ জাহাজখানি অত্যন্ত সেকেলে ধরণের জাহাজ, বটেভিয়ার তান্‌জংগ্রিক নামক বন্দরে উপস্থিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল।

যাহা হউক, জাহাজ বন্দরে আসিবামাত্র, আমি জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া জাহাজ হইতে নামিয়া রেলে চড়িলাম। নগরে উপস্থিত হইয়া আলায় আমাকে যে হোটেলে উঠিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই হোটেলে বাসা লইলাম।

বটেভিয়া নগরটি অতি সুন্দর। হোটেলে উপস্থিত হইয়া আমি আলায়ের কোন সন্ধান পাইলাম না, পাছে কাহারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, এই ভয়ে তেমন আগ্রহের সহিত তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। ডিনারের তখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া আমি হোটেলের সুপ্রশস্ত বারান্দায় একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া চুরুট টানিতে টানিতে একখানি পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতে লাগিলাম, কিন্তু সে বারান্দা দিয়া যাহারা যাতায়াত করিতে লাগিল, তাহাদের উপর আমার দৃষ্টি রহিল।

অপরাহ্ণ পাঁচটার কিছু পূর্ব্বে দেখিলাম, ওলন্দাজ-রমণীগণ বারান্দায় চায়ের মজলিস জমকাইয়া তুলিয়াছেন; আমিও তাঁহাদের সহিত যোগদানের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না; চা-দানিটি হাতে লইয়া আমি একটি পেয়ালা পূর্ণ করিতেছি, এমন সময় একটি বিভ্রাট উপস্থিত হইল; এখানে সঙ্ক্ষেপে সেই কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

একটি মালয়দেশীয় ভৃত্য টেবিলের উপর টীনের থালায় কয়েকটি চায়ের পেয়ালা রাখিয়াছিল, আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, সেখানে অত্যন্ত রৌদ্র লাগিতেছিল বলিয়া আমি সেই ভৃত্যটিকে টেবিলটি দেয়ালের দিকে সরাইয়া দিতে বলিলাম। টেবিল স্থানান্তরিত করা হইলে, আমি চায়ের একটি পেয়ালা পূর্ণ করিয়া সেই টীনের থালাখানির উপর তাহা রাখিয়া আমার সম্মুখে সরাইয়া আনিয়াছি, এমন সময় আমার অদূরে দুইটি অপরিচিতা রমণীকে দেখিতে পাইলাম। একজন দীর্ঘাঙ্গী, তাঁহার বয়স খুব অল্প, আর একজন স্থূলদেহা ও কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকায়া; তাঁহার অধিকাংশ চুল পাকিয়া গিয়াছিল, সুতরাং বুঝিলাম, তাহার অনেক বয়স হইয়াছে। রমণীদ্বয় উভয়েই সুবেশধারিণী। তাঁহারা আমার পাশ দিয়া যাইবার সময়, সেই দীর্ঘাঙ্গী যুবতীর অঙ্গে আমার বাহুমূল স্পর্শ হইবামাত্র, টীনের থালাখানি একটু সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চায়ের পেয়ালাটি

উল্‌টাইয়া মাটীতে পড়িল ও শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল; সমস্তখানি চা সেই যুবতীর মূল্যবান্ ধূসর পরিচ্ছদে পড়িয়া তাহা বিবর্ণ করিয়া ফেলিল। যুবতী এই ঘটনায় স্তম্ভিতভাবে ক্ষণকাল আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, লজ্জায় আমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, আমি তৎক্ষণাৎ আমার কক্ষে ছুটিয়া গিয়া একখানি ন্যাকড়া লইয়া যুবতীর পরিচ্ছদে নিপতিত চা মুছিতে উদ্যত হইলাম। তাহা দেখিয়া যুবতী মার্কিণ-রমণী-দিগের মত সুর করিয়া বলিলেন, "আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমি বুঝিতেছি, আমার দোষেই এ বিভ্রাট ঘটিয়াছে, আপনার কোন দোষ নাই।"

আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "আমি সাবধান না হওয়াতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে, সুতরাং দোষ তাঁহার, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; তাঁহার এমন মূল্যবান্ পরিচ্ছদটি নষ্ট হইয়া গেল, আর আমি তাহা মুছিয়া দিব না; ইহা সঙ্গত নহে।"

কিন্তু যুবতী, বোধ হয় তিনি মার্কিণ-যুবতী, আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "ইহাতে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই; আমার এই পোষাকটি পুরাতন, কিন্তু আপনার যে চা খাওয়া হইল না, ইহাই দুঃখের বিষয়, এই জন্য আমি প্রত্যাশা করিতেছি, আপনি আমাদের সঙ্গে আজ চা খাইবেন। আপনি ইংরাজ, কিন্তু আমি মার্কিণ, সুতরাং আমরা পরস্পরের জ্ঞাতি। আশা করি, অপরিচিতার নিমন্ত্রণ আপনি উপেক্ষা করিবেন না।"

এরূপ সুন্দরীর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা ভয়ঙ্কর অরসিকের কার্য্য, সুতরাং তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইল। আমি তাঁহাদের চায়ের আড্ডায় উপস্থিত হইলে, সেই যুবতী প্রথমে তাঁহার সঙ্গিনী বৃদ্ধার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন;—বলিলেন, "ইহাঁর নাম মিসেস্ বীচার,

বোষ্টন সহরে ইহাঁর বাড়ী; আমরা উভয়ে একত্রে দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি। আমার নাম কেট সাণ্ডার্শন; নিউইয়র্কের সুপ্রসিদ্ধ কোটিপতি মিঃ সাণ্ডার্শনের নাম আপনি শুনেন নাই? আমি তাঁহারই একমাত্র কন্যা।"

আমি বলিলাম, "আমার নাম ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, লণ্ডনে আমার বাড়ী।"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যাভেণ্ডিস্ স্কোয়ারে একজন ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী থাকিতেন, আপনিই কি তিনি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, দুই বৎসর পূর্ব্বে আমিই ক্যাভেণ্ডিস্ স্কোয়ারে থাকিয়া প্র্যাক্টিস করিতাম; এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "ব্যাপারটা আপনার নিকট অত্যন্ত রহস্যময় বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে। অনেকক্ষণ হইতেই আমি আপনাকে চিনি চিনি করিতেছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে একটুও চিনিতে পারেন নাই; আপনার স্মরণশক্তি পক্ষে ইহা বড় প্রশংসার কথা নহে, মিসেস্ বীচার কি বলেন?"

মিসেস্ বীচার হাঁ না কিছুই না বলিয়াই তাঁহার সঙ্গিনীর কথা শুনিতে লাগিলেন।

যুবতী আমাকে সকৌতুকে বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান ভিলী, আপনি এত বড় ডাক্তার, আর আপনার স্মরণশক্তি এত কম, ইহা বড়ই আপশোষের কথা! আপনি আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখুন, তাহা হইলে বোধ হয় স্মরণ করিতে পারিবেন, আমাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন।"

আমি যুবতীর মুখের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম কিন্তু সে মুখ কবে কোথায় দেখিয়াছি, তাহা মনে পড়িল না। আমার

বিশ্বাস হইল, এ মুখ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আর সেই যুবতী সহাস্য-মুখে পরম কৌতুকে আমার সেই হতভম্ব ভাব দেখিতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে মধুর হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন, "মনে করিয়া দেখুন দেখি, তিন বৎসর পূর্ব্বে লাংহাম হোটেলে আপনি একটি অল্পবয়স্কা মার্কিণ-মহিলার চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন কি না? সেই মহিলাটির গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "সেই ঘটনার কথা আমার বেশ মনে আছে বটে, কিন্তু সেই যুবতীর চেহারা আমার একটুও মনে নাই, আপনিই কি তিনি? আমি ইহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে, তখন সেই যুবতীর বয়স বাইশ তেইশের অধিক ছিল না।"

মার্কিণ-যুবতী সহাস্যে বলিলেন, "এখন আমার বয়স তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি ঠিক এরূপ ছিলাম না। যাহা হউক, আপনি বোধ হয়, এখন আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন; এই তিন বৎসরেও বোধ হয়, আমার গলায় সেই কাঁটার দাগ মিলায় নাই।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার মনে পড়িতেছে, কাঁটাটা আড় হইয়াই বিদ্ধ হওয়ায় আপনার বড় কষ্ট হইয়াছিল।"

আমি দেখিলাম, মিসেস্ বীচারকে কোন কথা না জিজ্ঞাসা করা অন্যায় হইতেছে, সেই জন্য বলিলাম, "মিসেস্ বীচার! আপনি কি জাভায় অধিক দিন থাকিবেন?"

মিসেস্ বীচার বলিলেন, "না, আমরা শীঘ্রই দেশে ফিরিব, মিস সাণ্ডার্শনের অগ্রেই আমরা পূর্ব্বপ্রদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম। স্থানটি এতই সুন্দর যে, ইহা ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না।"

আমি বলিলাম, "আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন, এমন সূর্য্যালোকিত

শ্যামলা প্রকৃতির ক্রোড় হইতে আমাদের সেই কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন শীতার্ত্ত ইংলণ্ডে আমারও ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমি যে জন্য এ দেশে আসিয়াছিলাম, সে কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, সুতরাং বোধ হয়, আগামী মাসে স্বদেশযাত্রা করিব।"

এই সকল কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে, এমন সময় দুইটি নূতন মহিলা হোটেলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের একজনকে দেখিয়া আমার মনে হইল, তিনি ছদ্মবেশিনী আলায়। আমি ভাবিলাম, আহারের সময় ভিন্ন তাহাদের পরিচয় লইবার সুবিধা হইবে না।

অল্পক্ষণ পরে ডিনারের ঘণ্টা বাজিল। ডিনার-টেবিলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নবাগতা রমণীদ্বয় যেখানে বসিয়াছেন, তাহার অনেক দূরে টেবিলের একপ্রান্তে আমার স্থান হইয়াছে, সুতরাং আলায় আসিয়াছেন কি না, আহারের সময়ও তাহা আমার জানিবার সুবিধা হইল না। আহারের পর আমি সেই কক্ষ হইতে বাহির হইবার পথে আসিয়া দাড়াইলাম। প্রথমে মার্কিণ-মহিলাদ্বয় বাহির হইলেন, মার্কিণ-যুবতীটি আমাকে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, হোটেল হইতে এক মাইল দূরে কিছু গান-বাজনার আয়োজন আছে, তাঁহারা তাহা দেখিতে যাইবেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন, তাঁহার অনুরোধ কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলাম না, সুতরাং ফিরিয়া আসিয়া আলায়ের সন্ধান লইব ভাবিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলাম।

যাইতে যাইতে মিস্ সাণ্ডার্শন আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার, আপনাকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তাকুল বোধ হইতেছে কেন?"

আমি বলিলাম, "আমি হোটেলে একজনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তাঁহার সাক্ষাৎ না পাওয়ায় আমি চিন্তিত হইয়াছি।"

মার্কিণ-যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যাহার সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন,তাহার সঙ্গে থাকিয়াও তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না ?"—এবার যে স্বরে তিনি কথা বলিলেন, তাহাতে আমার সংশয় দূর হইল। ইহা যে আলায়ের কণ্ঠস্বর ! তাঁহার মার্কিণ-সুলভ সুর অন্তর্হিত হইয়াছিল।

আমি সবিনয়ে বলিলাম, "আলায় ! তুমি ? তাহা হইলে মিস্ সাণ্ডার্শন কি কাল্পনিক ব্যক্তি ?"

আলায় বলিলেন, "হাঁ, আমি আলায়, নিউইয়র্কের মিস্ সাণ্ডার্শন কাল্পনিক লোক না হইতে পারে, কিন্তু সে আমি নহি, আমি ছদ্মবেশ-ধারণে কিরূপ পটু, তাহার পরিচয় পাইলে ত ? তুমি যখন আমাকে চিনিতে পার নাই, তখন অন্য কোন লোক যে আমাকে চিনিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার সঙ্গিনী মিসেস্ বীচারও আমার ন্যায় ছদ্মবেশিনী অন্য লোক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু আমি লাংহামে যে যুবতীর গলার কাঁটা বাহির করিয়াছিলাম, সে ত কাল্পনিক ব্যক্তি নহে, সে কথা এখনও আমার মনে আছে।"

আলায় বলিলেন, "তুমি কথাপ্রসঙ্গে একটি মার্কিণ-মহিলার গলায় মাছের কাঁটা ফোটার কথা ও তুমি কিরূপে তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলে, সে কথা আমাকে বলিয়াছিলে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ, তোমার সেই গল্পটিকে আমি কিরূপ কাজে লাগাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "তোমার মত অভিনেত্রী জগতে আর নাই, যদি তুমি কোন থিয়েটারে অভিনয় করিতে, তাহা হইলে অল্পদিনেই লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতে।"

আলায় বলিলেন, "তোমার প্রস্তাব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, এ অঞ্চলে

একটা থিয়েটার করিলে মন্দ হয় না; হঙ্কঙের শাসনকর্ত্তা, নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ, প্রধান সেনাপতি ইহাঁরা এই থিয়েটারে পুরুষের অংশ অভিনয় করিবেন, আর আমি মেয়ে বোম্বেটে, হয় অফিনিয়া, না হয় ডেস্‌ডেমোনা সাজিব, ইহাতে চূড়ান্ত মজা হয় বটে, কিন্তু বোধ হয়, তাহার সুবিধা হইবে না। কারণ, ফরাসী জাহাজ কাল বৈকালেই সিঙ্গাপুরে যাত্রা করিবে। তুমি বোধ হয়, জাহাজের টিকিট লইয়াছ।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "হাঁ।"

আলায় বলিতে লাগিলেন, "তুমি অগ্রে একাকী জাহাজে উঠিবে, জাহাজ ছাড়িবার ঠিক পূর্ব্বেই আমরা যাইব। সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গাড়ীতে আমরা মান্দালায় হোটেলে উপস্থিত হইব; সেখানে আমরা পরস্পরের সামান্য পরিচিত, এইরূপ ভাব দেখাইব। একবেলা হোটেলে বাস করিয়া বোধ হয়, তুমি এবিংটনের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে পারিবে; সেখানে আমাকে তোমার সহিত আলাপ করিতে দেখিলেই সে আমার সহিত পরিচিত হইতে চাহিবে; তাহার পর যাহা করিতে হয়, আমি করিব। কিন্তু আমার নাম মিস্ সার্শ্বন, আমি মার্কিণ-কোটিপতির সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, এ কথা তোমার ভুলিলে চলিবে না, আমার কথাগুলি বেশ সমজাইয়া লইয়াছ ত?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, বেশ বুঝিয়াছি, তোমার ফন্দীর বাহাদুরী দিব কি ছদ্মবেশের বাহাদুরী দিব, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

আলায় বলিলেন, "তবে চল, এখন বাসায় যাওয়া যাক্।"

আমরা হোটেলের বাগানের কাছে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে হোটেলে প্রবেশ করিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা ফরাসী জাহাজে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিলাম।

জাহাজ ছাড়িবার অল্পকাল পূর্ব্বে আলায় ও তাঁহার সঙ্গিনী জাহাজে উঠিয়াছিলেন।

আমাদের সম্মুখ হইতে উপকূলের সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমি সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইলে, আলায় আমার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমাদের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিতেছি, এখন শেষ রক্ষা হইলেই মঙ্গল।"

আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস, কার্য্যোদ্ধার হইবে, কিন্তু সিঙ্গাপুরের মত শত্রুপুরীতে তুমি একাকিনী যে খেলা খেলিতে যাইতেছ, তাহার ফল কি ভয়ানক হইতে পারে, ভাবিয়া আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

আলায় হাসিয়া বলিলেন, "আমি মার্কিণ-কোটিপতি মিঃ সাণ্ডার্শনের একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা, সিঙ্গাপুরে আমার বিপদ্ হইবে না, সে আশঙ্কা নাই। তুমি ইহাতেই ভীত হইতেছ? আমি এক সঙ্গেই দুই কাজ করিয়া যাইব, সে কাজটি আরও কঠিন এবং আরও অধিক বিপজ্জনক।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একসঙ্গে দুই কাজ? দেখিতেছি, তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। সে কাজটি কি?"

আলায় বলিতে লাগিলেন, "দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে তিন বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চকর্ম্মচারী শাসনকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একবার এই লোকটি সেই দেশীয় দুইটি স্ত্রীলোককে এমন ভাবে বেত্রাঘাত করে যে, তাহাতেই তাহাদের মৃত্যু হয়। এ ঘটনাটি সে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইল, তদন্তও হইল; কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহার কোন দণ্ড হইল না। সেই স্থানের অধিবাসীরা তাহাকে এই ভাবে মুক্তিলাভ

করিতে দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন সে যোগাড়যন্ত্র করিয়া আর একটা দ্বীপে বদলী হইয়া গেল। মনে করিও না, এই ব্যাপারে তাহার কিছু শিক্ষা হইয়াছিল, এই নূতন দ্বীপে আসিয়াও সে অত্যাচারের চূড়ান্ত করিতে লাগিল, তাহার পীড়নে সেখানেও একটি লোকের মৃত্যু হইল, তাহার বিরুদ্ধে নালিশ হইল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার অপরাধের তদন্তের জন্য একটি কমিশন বসাইলেন এবং অপরাধের দণ্ডস্বরূপ তাহাকে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আর একটি দ্বীপে বদলী করিলেন। এখন অবস্থাটা ভাবিয়া দেখ, একজন লোক দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া তিনজন লোককে হত্যা করিল, দণ্ডস্বরূপ পদোন্নতি লাভ করিয়া সে একটি ভাল জায়গায় বদলী হইল। এমন অবিচারের কথা শুনিলে কাহার রক্ত না গরম হয়?"

আমি বলিলাম, "আমার ঠাণ্ডা রক্ত পর্য্যন্ত খুব গরম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ব্যাপারটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, বুঝিতে পারিতেছি না।"

আলায় বলিলেন, "আমার সকল কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবে। লোকটা তিনজন হতভাগ্য লোকের প্রাণবধ করিয়া অনায়াসে মুক্তিলাভ করিল। নেটিভগুলাকে কে গ্রাহ্য করে? তাহাদের জীবনের মূল্য কি?—এই লোকটি এখন যে স্থানের শাসনকর্ত্তা, সেই দ্বীপে আমার একটি খুব বিশ্বাসী এজেণ্ট আছে, এই সকল অত্যাচার সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। এই ব্যক্তি গর্ব্ব করিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছে, যদি সে মেয়ে বোম্বেটেকে একবার হাতে পায়, তাহা হইলে তাহার কি করিবে, সে কথা আর তোমার শুনিয়া কাজ নাই। আমার ভৃত্যমুখে সংবাদ পাইয়াছি, সে ব্যক্তি দুই চারি দিনের মধ্যেই হঙ্কঙ অঞ্চলে বদলী হইয়া আসিতেছে। আমি এ সংবাদও পাইয়াছি যে, আগামী সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে যে ডাকের জাহাজ আসিবে, তাহাতেই সে আসিতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার এখন মৎলব কি ?"

আলায় বলিলেন, "সেই নরপিশাচকে ধরিয়া উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিলে কিরূপ শাস্তি পাইতে হয়, তাহা সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না।"

নবম পরিচ্ছেদ

সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইয়া একখানি রিক্‌সে চড়িয়া আমি মান্দালায় হোটেলে উপস্থিত হইলাম, আলায় ও তাঁহার সঙ্গিনীও স্বতন্ত্র রিক্‌সে চড়িলেন। মান্দালায় হোটেলটি দেখিতে রাজপ্রাসাদের মত, হোটে-লের প্রত্যেক তলে চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ বারান্দা। হোটেলে আসিয়া আমি একটি ঘর ভাড়া লইলাম, মিস্ সাণ্ডার্শন ও তাঁহার সঙ্গিনী আর একদিকে ঘর ভাড়া লইলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। দেখিলাম, ডিনারে যাইবার জন্য মহিলা ও পুরুষগণের বস্ত্রপরিবর্ত্তনের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। আমরা মিঃ এবিংটনের সন্ধানে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। কিন্তু সে কে, স্থির করিতে পারিলাম না, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। ডিনারের সময় একজন ভৃত্য আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া একটা জানালার কাছে, টেবিলের ধারে বসাইয়া দিল। আমার পাশে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক খাইতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার দেহটি যেন একটি ঢাক, মুখখানি যেমন গোল, তেমনি লাল। পরে জানিতে পারিলাম, তিনি বড়দরের এক-জন ইংরেজ বণিক্, আমার দক্ষিণ পাশের চেয়ারখানি খালি পড়িয়া ছিল, আমাদের আহার আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় একজন ইংরাজ আসিয়া সে চেয়ারখানি দখল করিয়া বসিল। আমার হঠাৎ মনে হইল, এই লোকটাই এবিংটন। কিছুকাল পরে, আমার বামপার্শ্বের সেই ঢক্কাকৃতি ইংরেজটি তাহাকে কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায়—আমি বুঝিতে পারি-লাম, আমার অনুমানই যথার্থ।"

আলায়ের কথা শুনিয়া এই বিশ্বাসঘাতকটার আকৃতি সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা ছিল, দেখিলাম, সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। দেখিলাম, লোকটা বেশ সুপুরুষ এবং শরীরে বেশ সামর্থ্য আছে, বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। যদি তাহার ইতিহাস না জানিতাম, তাহা হইলে তাহাকে এক-জন মিলিটারী কর্ম্মচারী বলিয়া ধরিয়া লইতাম।

লোকটার সহিত কিরূপে আলাপ আরম্ভ করি, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু সুযোগের অভাব হইল না। সে তাহার পকেট হইতে রুমালখানি টানিয়া বাহির করিয়াছে, সেই সঙ্গে একখানি কাগজ বাহির হইয়া উড়িয়া গিয়া আমার পায়ের কাছে পড়িল, আমি ব্যস্তভাবে তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাহার হাতে দিলাম।—এইরূপে আলাপের সূত্রপাত।

একবার আলাপ হইলে আর রক্ষা নাই, সিঙ্গাপুরের কথা, বিলাতের শেষ তারের খবর, চীন-জাপানে লড়াই বাধিবে কি না ইত্যাদি নানা কথার আলোচনা চলিতে লাগিল। ডিনার শেষ হইলে, আমরা দুজনে বারান্দায় আসিলাম এবং চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

আমরা চুরুট টানিতেছি আর গল্প করিতেছি, এমন সময় আলায় ও তাঁহার সঙ্গিনী সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে আমাকে দেখিয়া থামিলেন। আলায় আমাকে বলিলেন, "গুড ইভনিং ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী! হোটেলটি কেমন দেখিতেছেন?"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং সসম্ভ্রমে তাঁহার কথার উত্তর দিলাম,—হোটেলটির যথাসাধ্য প্রশংসা করিলাম।—তার পর তিনি সাময়িক দুই একটি কথা বলিয়া ও আমাকে অভিবাদন করিয়া সঙ্গিনীর সহিত বিদায় হইলেন।

আমি আবার বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম। এবিংটন এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল, সে এইবার আমাকে

বলিল, "এই হোটেলের অধ্যক্ষ আমাকে বলিতেছিল, এই হোটেলে আমেরিকা হইতে একটি কুবেরনন্দিনী আসিয়াছেন, তাঁহার নাম মিস্ সাণ্ডার্শন। আপনি আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু আমার অনুমান হইতেছে, আপনি যাঁহার সহিত কথা কহিলেন, তাঁহার নাম মিস্ সাণ্ডার্শন।"

আমি বলিলাম, "আপনার অনুমান ঠিক, উনিই মিস্ সাণ্ডার্শন, আপনার সঙ্গে উঁহার আলাপ হয় নাই বুঝি?"

এবিংটন বলিল, "না, উঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই; বিশেষতঃ সিঙ্গাপুরের মত স্থানে, এরূপ নিরুপমা সুন্দরীর সমাগম অত্যন্ত দুর্লভ। যাহা হউক, আমার এই অশিষ্ট কৌতূহল আপনি মার্জ্জনা করিবেন।"

আমি বলিলাম, "বিলক্ষণ! আপনি এমন কি অন্যায় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যেজন্য মাপ চাহিবার আবশ্যক হইতে পারে? উঁহার সহিত আমার পরিচয় জাহাজে, বটেভিয়া হইতে এক ফরাসী জাহাজ আসিয়াছে। যতটুকু দেখিয়াছি—বুঝিয়াছি, যুবতী রসিকা, মধুরভাষিণী ও সহৃদয়া।"

সঙ্গী অন্যমনস্কভাবে বলিল, "খুব বড় লোকের মেয়ে, সাণ্ডার্শন লোকটাকে কোটিপতি বলিলেও চলে।"

আমি বলিলাম, "এ সকল খবর আমি জানি না, তবে দেখিলাম, যুবতীটি বড় বিলাসিনী; বিলাসের কোন আয়োজনই তাঁহার বাদ পড়িবার যো নাই। কিন্তু আপনি মেয়ে বোম্বেটে সম্বন্ধে কোন কথা জানেন কি? আমি তাহার সম্বন্ধে অনেক জনরব শুনিয়াছি। কিন্তু সত্য মিথ্যা বিচার করা কঠিন।"

এবিংটন বলিল, "মেয়ে বোম্বেটে সম্বন্ধে লোকে যে সকল কথা জানে,

আমার তাহা অপেক্ষা অধিক জানিবার সম্ভাবনা নাই, সে পাপিষ্ঠার কথা ছাড়িয়া দিন, আপনি আমার একটু উপকার করিতে পারেন? মিস্ সাণ্ডার্শনের ন্যায় যুবতীর সহিত পরিচিত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি আমাকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিতে পারেন না?"

আমি বলিলাম, "তাঁহার সহিত আমার এমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই যে, তাঁহার সহিত আমার কোন বন্ধুর পরিচয় করিয়া দিতে পারি; কিন্তু বলিয়াছি ত তিনি বড় আমোদপ্রিয় ও সহৃদয়া; সুতরাং পরিচয়ের জন্য আপনাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে, বোধ হয়, তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। যাহা হউক, আজ আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি। এখন বিশ্রাম করিতে যাইব, কা'ল সকালে সকল কথা হইবে।"

পরদিন প্রভাতে প্রাভাতিক জলযোগ শেষ হইলে, আমি কিছু জিনিসপত্র কিনিবার জন্য বাজারে বাহির হইলাম। আমার ফিরিতে বেলা এগারটা বাজিয়া গেল, হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলাম, আলায় ও তাঁহার সঙ্গিনী বারান্দায় বসিয়া দুইখানি রিক্সের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিছু দূরে একখানি চেয়ারে বসিয়া এবিংটন খবরের কাগজ পড়িতেছে। বোধ হয়, সে মার্কিণ-কুবেরদুহিতার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল।

আমাকে দেখিয়া আলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা মনে করিতেছি, এই সহরের মধ্যে যে সকল দেখিবার জিনিস আছে, তাহা দেখিয়া আসিব।" আমি বলিলাম, "তাহা হইলে, আপনারা সর্ব্বপ্রথমে হোয়ামপুয়ার বাগান দেখিতে যাইবেন, এখানে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শনযোগ্য স্থান।"

আলায় আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, "কিন্তু সেই বাগানটি কোথায়, তাহা ত জানি না, আমাদের হারাইয়া যাইবার ভয় নাই ত?"

এবিংটন সম্মুখে কাগজ রাখিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল, আমি তাহার নিকট উঠিয়া গিয়া বলিলাম, "মিঃ এবিংটন, আমার এই বন্ধু দুটি হোয়ামপুয়ার বাগান দেখিতে চান; ইঁহাদের সঙ্গে যাইবার আপনার কি অবসর হইবে? ভাল কথা, আপনারা বোধ হয় পরস্পরের পরিচিত নহেন, ইনি মিস্ সাণ্ডার্শন, আর ইনি মিস্ বীচার।" দুই এক কথাতেই এবিংটনের সহিত মহিলাদ্বয়ের পরিচয় হইয়া গেল। তাহার পর সাজ-পোষাক করিয়া তাঁহারা তিনজনে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সহর দর্শন করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, সন্ধ্যার পর বারান্দায় আবার আমাদের আড্ডা বসিল। দেখিলাম, এই অল্প-ক্ষণের মধ্যেই আলায়ের সহিত এবিংটনের খুব ভাব হইয়া গিয়াছে, এবিংটন কথায় কথায় সুবিখ্যাত চীনের ধনকুবের ভেসির নাম উল্লেখ করিল।

আলায় বলিলেন, "এই লোকটি কে? ইঁহার নাম আপনার পরি-চিত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এবিংটন বলিল, "মেয়ে বোম্বেটে এই লোকটাকে চুরি করিয়া লইয়া-ছিল, সম্ভবতঃ কোথাও আপনি সেই গল্প শুনিয়া থাকিবেন।"

আলায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মেয়ে বোম্বেটে? বড় অদ্ভুত নামটা। কে সে, পুরুষ না স্ত্রীলোক? সে কি করে, জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।"

এবিংটন বলিল, "শুনিয়াছি, সে স্ত্রীলোক, কেহ কেহ বলে, সে ইউ-রোপের স্ত্রীলোক, আবার কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাই, সে স্ত্রীলোক নহে, স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশধারী পুরুষ; কিন্তু আমি বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, সে একটা মাতাল বদ্মায়েস জাহাজওয়ালার মেয়ে। সে লোকটা জাতিতে ইংরাজ ছিল এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বোম্বেটে-

গিরী করিয়াছিল। এমন কি, তাহার অত্যাচারে প্রশান্ত মহাসাগরের বহুস্থলে ভদ্রলোকের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।"

আমি সভয়ে আলায়ের মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু আলায় সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে তাঁহার ও তাঁহার পিতার সম্বন্ধে এই কুৎসা শুনিতে লাগিলেন। রমণীর এমন আত্মসংযমের শক্তি আর কখনও দেখি নাই। আলায় সহাস্যে এবিংটনকে বলিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা ত, পিতার মৃত্যুর পর এই মেয়ে বোম্বেটে কি করিতেছে?"

এবিংটন হাসিয়া বলিল,"কি যে করিতেছে না করিতেছে, তাহাই বলা কঠিন। সে স্থয়াবায়ার স্থলতানকে, তাভয়ের রাজাকে, হঙ্কঙের ভেসিকে এবং প্রায় আধ ডজন চীনে ফকিরকে চুরি করিয়াছিল। ভেকিটস্ কুইন, উলুমু, উদনাদত্ত প্রভৃতি কত জাহাজ যে লুঠ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; সে এক একখানি জাহাজ লুঠ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছে।"

মিসেস্ বীচার এবিংটনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত টাকা লুঠ করিয়া সে করে কি? সৎকার্য্যে কিছু ব্যয় করে?"

এবিংটন বলিল, "সৎকার্য্যে আবার সে টাকা ব্যয় করিবে! প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে কোথায় একটা গুপ্ত দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপ তাহার আড্ডা, সেখানে সে অনেক প্রজা-পত্তন করিয়াছে, তাহার মনের মত মানুষও অনেক আছে, আমার সহিত সে যে সকল লজ্জাজনক বীভৎস কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহা শুনিলে মরা মানুষেরও মুখ লজ্জাতে লাল হইয়া উঠে।"

আমি ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, "মহাশয়, চাক্ষুষ প্রমাণ ভিন্ন অন্যের বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর কথা বলা উচিত নয়। আমিও মেয়ে বোম্বেটে সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছি; কিন্তু সে সকল গল্প শুনিয়া

মেয়ে বোম্বেটেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হয়।"

এবিংটন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, চুরুট খাইবার ঘরে একটি ভদ্রলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

এবিংটন প্রস্থান করিলে, আমি আলায়কে বলিলাম,"তুমি কেন ইহার সঙ্গে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেছিলে? লোকটা যে ভাবে তোমার কুৎসা করিতেছিল, তাহাতে আমি রাগ সামলাইতে না পারিলে হয় ত সকল কাজ মাটী করিয়া ফেলিতাম।"

আলায় বলিলেন, "লোকটা আমার সম্বন্ধে যাহার তাহার সঙ্গে কি ভাবে আলোচনা করে, তাহা নিজের কর্ণে শ্রবণ করা আবশ্যক মনে হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "আমার বোধ হয়, এবিংটন যে সকল কথা বলিতেছিল, তাহা উহার মনের কথা নহে; সে একটু মজা করিবার উদ্দেশেই বোধ হয় কথাগুলি অতিরিক্ত করিয়া বলিতেছিল।"

আলায় বলিলেন, "না, সে যে কথা বলিতেছিল, তাহা নিশ্চয় তাহার অন্তরের কথা। আমি বুঝিতেছি, যে কারণেই হউক, সে আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বিশ্বাসঘাতক আমারই সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে! সে জানে না, আমি তাহাকে তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতার কি প্রতিফল দিতে পারি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহাকে কবে ফাঁদে ফেলা হইবে?"

আলায় বলিলেন, "শুক্রবার সন্ধ্যাকালের মধ্যে। আর একদিন মাত্র বাকী। শুনিলাম, শনিবার প্রভাতে নৌবিভাগের অধ্যক্ষ এখানে আসিতেছেন; সেই দিন বেলা এগারটার সময় তিনি এবিংটনের সহিত সাক্ষাৎ

করিবেন স্থির হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেই তাহাকে সরাইতে হইবে ; কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, পরে তোমাকে অষ্ট্রেলিয়ার পথে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিব।”

সে দিন আর কোন কথা হইল না, পরদিন প্রভাতে আহারাদির পর মিস্ সাণ্ডার্শন ও তাঁহার সঙ্গিনী এবিংটনকে সেথো করিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলেন। মিস্ সাণ্ডার্শনের সহিত এবিংটনের ঘনিষ্ঠতা এই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

টিফিনের সময় তাঁহারা সহর দেখিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন, এবিংটনকে অত্যন্ত খুসী দেখিলাম ; সে আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিল, মিস্ সাণ্ডার্শন তাহার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিয়াছে ; ভাবে বোধ হইতেছে, এই কোটিপতির কন্যাকে লাভ করা বিচিত্র নহে।—আমি মনে মনে অত্যন্ত আমোদিত হইলাম।

মিস্ সাণ্ডার্শন অল্পক্ষণ পরে বারান্দায় আসিয়া আমাদের গল্পে যোগ দিলেন। তিনি বলিলেন, “ডাক্তার, আর এক কথা শুনিয়াছেন, আমাদের বন্ধু মিঃ এবিংটন আমাদের প্রতি সম্মানের নিদর্শন-স্বরূপ একটি বন-ভোজনের আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এ রকম গরমে বন-ভোজনে তেমন আমোদ হইবে না, এ অবস্থায় একখানি ষ্টীমারে চড়িয়া সমুদ্রের মধ্যে কিছু দূর বেড়াইয়া আসিলে ও সেই ষ্টীমারের উপর আহারাদির আয়োজন করিলে মন্দ হয় না, আমি জানি, মিসেস্ বীচারেরও ঐ মত।”

এই কথা শুনিয়া এবিংটন আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না। সে বলিল, “আপনাদের যদি ইহাই মত হয়, তাহা হইলে আমি আহ্লাদের সহিত জলভ্রমণের আয়োজন করিব।”

আলায় বলিলেন, “আপনার কথা শুনিয়া আমি বড় সুখী হইলাম ;

সমুদ্রে বেড়াইতে আমি বড় ভালবাসি; আপনি একবার নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত যাইবেন, এবং আপনি সেখানে আমাদের অতিথি হইবেন, তথায় বাবা একখানি অতি সুন্দর বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছেন, সেই বাড়ীখানি দেখিলে আপনি খুব খুসী হইতে পারিবেন।”

সেই দিন সন্ধ্যার পর এবিংটন সংবাদ দিল, সে একখানি ষ্টীমার ভাড়া করিয়াছে, তাহাতে আহারাদিরও আয়োজন থাকিবে, পরদিন আমরা সেই ষ্টীমারে জল-ভ্রমণে যাইব।

পরদিন প্রভাতে আহারাদির পর শুনিতে পাইলাম, জল-যাত্রার আয়োজন সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে, সেদিন এবিংটনের পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া আমার হাসি আসিয়াছিল। টিফিনের সময় এবিংটন আমাকে গোপনে জানাইল, মার্কিণ-ধনকুবের-কন্যা তাহার প্রতি এরূপ পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেছেন যে, সে তাঁহার পাণিগ্রহণেও সমর্থ হইতে পারে।”

সন্ধ্যাকালে আমরা দল বাঁধিয়া বন্দরের দিকে চলিলাম; নবোদিত খণ্ড-চন্দ্রের ম্লান-কিরণে মুক্ত-প্রকৃতিকে অবগুণ্ঠনবতী বোধ হইতেছিল। আমরা বন্দরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একখানি ছোট ষ্টীমার আমাদের অভিনন্দনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ষ্টীমারখানি পরিচালনের জন্য দুই জন দেশী খালাসী ও একজন ইঞ্জিনীয়ার দেখিলাম। আমি প্রথমে ষ্টীমারে উঠিয়া আলায়কে হাত ধরিয়া উঠাইলাম, সকলে ষ্টীমারে উঠিলে, ষ্টীমারখানি জেটী ছাড়িয়া সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইল।

আমি আজ সমস্ত দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, এবিংটন আলায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা এতদূর বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাহা আমার নিকট আপত্তিকর মনে হইতে লাগিল; ষ্টীমারে উঠিয়াও দেখিলাম, সে ভয়ানক প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিতে লাগিল, ইহাতে আমি অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিলাম।

ষ্টীমারে চড়িয়াই মদ চলিতে আরম্ভ হইল। এবিংটন বলিল, "মার্কিণ-যুবতীরাই আমাদের মনের মত মানুষ, তাহাদের পাইলে আর কাহাকেও চাহি না, আমাদের ইংরাজের স্ত্রীলোকেরা সহজে মনের দরজা খোলে না; কিন্তু মার্কিণ-যুবতীদের কাছে প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিলেও তাহারা রাগ করে না, কিংবা সে কথা পিতা-মাতাকে বলিয়া দেয় না।"

আঁলায় বলিলেন,"ইহার অর্থ এই যে,আমরা—মার্কিণ-কুমারীরা অতিরিক্ত পরিমাণে সদাশয়। আমরা অনেক সময়ই কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত সমান আলাপ হইতে না হইতে তাহার সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলি, ইহা আমাদের দোষ সন্দেহ নাই।"

এবিংটন শ্যাম্পেনের আর একটি বোতল খুলিয়া আঁলায়কে এক গ্লাস প্রদান করিয়া বলিল, "ও সকল কথা যাক্, এখন এক গ্লাস চলুক।"

আলায় বলিলেন,"আজিকার রাত্রিটা বড় চমৎকার, সমুদ্র-বক্ষে এমন রাত্রে ভ্রমণ করিয়া বড়ই আমোদ পাওয়া যায়। কা'ল বেলা এগারটার সময় আমার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইবে কি?"

এবিংটন এক গ্লাস শ্যাম্পেন নিঃশেষিত করিয়া বলিল, "আপনার হুকুম তামিল করিতে অধীন সর্ব্বদাই প্রস্তুত; কিন্তু কাল বেলা এগারটার সময় আমার একটা জরুরী কাজ আছে।"

আলায় ও আমি উভয়েই বুঝিলাম, কাজটা কি; কিন্তু আমাদের মনের ভাব আকার-ইঙ্গিতে কিছুমাত্র প্রকাশিত হইল না।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় একখানি বোট বেগে আমাদের ষ্টীমারের দিকে আসিতে লাগিল, দেখিয়া আমরা ষ্টীমারের গতি রোধ করিলাম। ইতিমধ্যে বোটখানি আমাদের ষ্টীমারে ভিড়িল এবং একজন খালাসী সেই বোট হইতে উঠিয়া আলায়কে সেলাম করিয়া তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া আলায় এবিংটনকে বলিলেন,

"বিশেষ কোন কাজে আমাকে এখনি হোটেলে ফিরিয়া যাইতে হইবে, আশা করি, ইহাতে আপনার আপত্তি হইবে না।"

বোটখানি ষ্টীমার ছাড়িয়া দূরে প্রস্থান করিলে, ষ্টীমারের মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া হইল, আলায়ের ইঙ্গিতে আমি ষ্টীমার-চালকের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিবামাত্র সে ষ্টীমার-চালনা বন্ধ করিল।

এবিংটন সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "আপনি ষ্টীমার-চালনা বন্ধ করিতে বলিলেন কেন? আপনি জানেন, আমি এ ষ্টীমার ভাড়া করিয়াছি। ইহা থামাইবার আপনার কোন অধিকার নাই।"

আমি গম্ভীর-স্বরে বলিলাম, "অধিকার আছে কি না, সে বিচার পরে হইবে. আপাততঃ যদি ভাল চাও, তাহা হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাক।", আমার কথা শেষ না হইতেই আলায় তাঁহার বস্ত্রান্তরাল হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া এবিংটনের মস্তকের উপর তাহা উদ্যত করিলেন;—বলিলেন, "তুমি নড়িয়াছ কি মরিয়াছ।"

এবিংটন কপালে দুই চোখ তুলিয়া ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে বলিল, "মিস্ সাণ্ডার্শন, আপনার মৎলব কি?"

আলায় বলিলেন, "তাহা পরে জানিতে পারিবে, এখন যদি মরিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে কোন শব্দ করিও না, কিংবা পলাইবার চেষ্টা করিও না. আমি তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

এবিংটন জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিল। আলায় ষ্টীমার-চালককে মালয়-ভাষায় কি বলিলেন; অল্লক্ষণ পরে ষ্টীমার বহিঃসমুদ্রের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং সবেগে সমুদ্রপথে অগ্রসর হইল।

প্রায় একঘণ্টা কাল এই ভাবে চলিয়া সমুদ্র-বক্ষে আমরা একটা নীল আলো দেখিতে পাইলাম। আলোকটি তিনবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যে জাহাজ হইতে এই আলোক আসিতেছিল, আমাদের ষ্টীমারখানি সেই

জাহাজের গায়ে ভিড়িল ; জাহাজের খালাসীরা এবিংটনকে সেই জাহাজে টানিয়া লইয়া চলিল, তাহার পর ষ্টীমারখানির পরিচালক ও খালাসীদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া বিদায় করা হইল।

নূতন জাহাজে উঠিবার সময় এবিংটন জাহাজের গায়ে জাহাজের নাম পাঠ করিয়া ডেকের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আলায়ের জাহাজ লোনৃষ্টার আমাদিগকে লইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিল। সিঙ্গাপুর বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে আমার আর নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত্রি ক্যাবিনে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, আকাশ বেশ পরিষ্কার, সমুদ্র শান্ত, জাহাজ উত্তর-পূর্ব্বদিকে চলিতেছে।

বেলা একটু অধিক হইলে, ওয়ালওয়ার্থ আমার ক্যাবিনে আসিয়া বলিলেন, "কর্ত্রী একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান, এবিংটন সম্বন্ধে বোধ হয় কোন কথা বলিবেন। কর্ত্রীর ইচ্ছা, আপনি এবিংটনের সম্মুখে এরূপ ভাব প্রকাশ করিবেন, যেন সে বুঝিতে পারে, আপনিও বন্দী হইয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি; ভবিষ্যতে পাছে আমি মেয়ে বোম্বেটের সাহায্যকারী বলিয়া কোন বিপদে পড়ি, এই ভয়ে তিনি এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন।"

অল্পক্ষণ পরে আমি আলায়ের কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি কতকগুলি কাগজপত্র পড়িতেছেন, তাঁহার বুল-ডগ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া আছে; কিছু দূরে দুইজন খালাসী বন্দী এবিংটনের পাহারা দিতেছে। দেখিলাম, বেচারার প্রেমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে, তাহার মুখখানি শুকাইয়া উঠিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিল; আমি তাহার দিকে না চাহিয়া আর এক পাশে ওয়ালওয়ার্থের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। এক মিনিট কাল কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না; তাহার পর আলায় মুখ তুলিয়া স্থির-দৃষ্টিতে এবিংটনের দিকে চাহিলেন, এবিংটন মুখ নত করিল; আলায়ের মুখের দিকে আর চাহিতে সাহস করিল না। তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ

হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম বটে, কিন্তু তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই।

আলায় মুখ তুলিয়া বীণা-ঝঙ্কারবৎ সুস্পষ্ট অথচ মৃদুস্বরে বলিলেন, "মিঃ এবিংটন, তুমি আমাকে চেন ?"

এবিংটন কোন উত্তর দিল না, অধীরভাবে দুই হাত কচলাইতে লাগিল।

আলায় আবার বলিলেন, "মিঃ এবিংটন, তুমি আমার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, তুমি আমার সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট, তুমি আমার বিচক্ষণ বন্ধু, আবার আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমাকে চেন ?"

তথাপি এবিংটন নিরুত্তর।

আলায় বলিতে লাগিলেন, "দেখিতেছি, তুমি আমার কথার উত্তর দিতে চাও না। উত্তম, এখন তোমার নিকট আমি একটি ছোট গল্প বলি, শুন; ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনিও শুনুন। মিঃ এবিংটন, তুমি বোধ হয় জান, দূর-সমুদ্রে বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধশূন্য কোন দ্বীপে একটি স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহার কোন অপরাধ না থাকিলেও সভ্যজগৎ তাহাকে শত্রু মনে করিতে লাগিল; সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য সেই স্ত্রীলোককে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, ধরা পড়িবার ভয়ে সে অত্যন্ত সাবধানে বাস করিত। এই সময় বহির্জ্জগতের খবরাখবর পাঠাইবার জন্য সে একটি লোককে নিযুক্ত করে। সেই লোকটি বড় দরিদ্র ছিল, তাহার মনিবের অর্থে সে ধনবান্ হইল; পূর্ব্বে তাহার কিছুই ছিল না, এই চাকরী পাইয়া সে সকলই লাভ করিল। পূর্ব্বে লোকে তাহাকে ঘৃণা করিত, ধনবান্ হওয়ায় সে সকলের সম্মানের পাত্র হইয়া উঠিল। সে দুই তিনবার মহাবিপদে পড়ে, কিন্তু তাহার মনিব সেই রমণী তাহাকে সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার করে। এরূপ মনিবের প্রতি এরূপ অনুগৃহীত কর্ম্মচারীর কিরূপ

কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, মিঃ এবিংটন, সম্ভবতঃ তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। এই কর্ম্মচারীটিও তাহার মনিবের প্রতি কিছুকাল কৃতজ্ঞ ছিল, কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; যে তাহার এত উপকার করিয়াছে, তাহারই শত্রুতা-সাধনে সে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। মনিবের নিকট সে প্রচুর অর্থ লাভ করিত, কিন্তু তাহাতেও তাহার মন উঠিল না, সে তাহার মনিবকে শত্রুগণের হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইল, কত টাকা পুরস্কারের লোভে সে এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হইল, তাহা জান? দশ লক্ষ, পাঁচ লক্ষ, দুই লক্ষ বা এক লক্ষ টাকাও পুরস্কার পাইবার তাহার আশা ছিল না, পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য সে এইরূপ নেমকহারামিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহার এমন ইতরপ্রবৃত্তি, সে কি কখনও ভদ্রলোক হইতে পারে? হয় ত সে ভাবিয়াছিল; তাহার মনিবের উপর যখন একাধিক গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে, এ অবস্থায় তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়া যে কিছু টাকা হস্তগত করিতে পারা যায়, তাহাই পরম লাভ। সুতরাং এই লোকটি যে বুদ্ধিমান্, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাহার মনিব তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে বুদ্ধিমতী, তাহার কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ যথাসময়ে তাহার কর্ণগোচর হইল, এই অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য সকল আয়োজন ঠিক করা হইল; সে এখন ফাঁদে পড়িয়াছে। মিঃ এবিংটন, তুমি আমার নিকট ধরা পড়িয়াছ; আর যে কখনও তুমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, সে আশা করিও না।" তাহার পর আলামা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনাকে যে এই ফাঁদে আসিয়া পড়িতে হইয়াছে, এজন্য আমি দুঃখিত হইয়াছি; কিন্তু আপনার ন্যায় নির্ব্বিরোধ ব্যক্তির ক্ষতি করিবার আমার ইচ্ছা নাই। যদি আপনি অঙ্গীকার করেন, আমার সম্বন্ধে

আপনি যে সকল কথা জানিয়াছেন বা যাহা দেখিতেছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, তাহা হইলে আমি আপনাকে মুক্তিদান করিতে পারি, আপনি এরূপ অঙ্গীকারে সম্মত আছেন কি না, বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমি যখন আপনার হস্তে বন্দী হইয়াছি, তখন মুক্তিলাভের জন্য আপনার আদেশপালন করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? আপনি আমাকে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে বলিবেন, তাহাতেই আমি সম্মত আছি।"

আলায় বলিলেন, "উত্তম, যথাসময়ে আপনি মুক্তিলাভ করিবেন।"

তাহার পর এবিংটনের দিকে চাহিয়া আলায় বলিলেন, "তোমার অপরাধের যোগ্য দণ্ড কি, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রাণদণ্ডই বোধ হয়, তোমার উপযুক্ত দণ্ড, তুমি কোন ক্রমেই আমার নিকট মার্জ্জনা লাভ করিতে পার না। সেদিন সন্ধ্যাকালে তুমি আমার সাক্ষাতে আমার বিরুদ্ধে যে সকল অন্যায় কথা বলিতেছিলে, তাহা তোমার স্মরণ আছে কি?"

এবিংটন অত্যন্ত কাতরভাবে বলিল, "তখন আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই, সেইজন্য সে সকল কথা বলিয়াছিলাম।"

আলায় বলিলেন, "তুমি অতি নির্ব্বোধের মত কথা বলিতেছ। আমাকে চিনিতে পারিলে, আমার আশ্রিত জীব আমাকে দংশন করিতে উদ্যত হইত না, তাহা জানি।"

আলায় আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ডেকের উপর হইতে একজন কর্ম্মচারী এক প্রকার শব্দ করিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া আলায় এবিংটনকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য প্রহরীদ্বয়কে ইঙ্গিত করিলেন: এবিংটন তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে নীত হইল। আলায় ওয়ালওয়ার্থকে

বলিলেন, "ডাকের জাহাজখানা অদূরে আসিয়া পড়িয়াছে; সেই জাহাজের আরোহীদের যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন ত?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মাথিসন্ এই দলের নেতা, সে কখনই নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিবে না। মাথিসন্ ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়া এই জাহাজে সাংহাই যাইতেছে, কান্ডারম্যান ভ্রমণকারী সাজিয়া নাগাসাকি যাইতেছে, বরনস্ চায়ের মহাজন সাজিয়া ফুচুতে যাইতেছে, অলডারনি সংবাদপত্রের সংবাদদাতা সাজিয়াছে; গ্রাহাম একজন মার্কিণ কলওয়ালা সাজিয়া ইয়াকোহাম ও সানফ্রানসিস্কোর পথে আমেরিকায় যাইতেছে, বামডার ভারতীয় সিবিলিয়ান সাজিয়া জাপানে বেড়াইতে যাইতেছে।"

আলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদের কিরূপ উপদেশ দিয়াছ?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "আমাদের এই জাহাজ বিকল হইয়া এখানে অচলভাবে পড়িয়া আছে, আমরা ডাকের জাহাজে এই সংবাদ দিবামাত্র, মাথিসন্ ও বামডার ডেকের উপর আসিয়া জাহাজ-চালককে পিস্তল তুলিয়া ভয় দেখাইবে, অন্য চারিজন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পাহারা দিবে, সে সময় যদি কেহ জাহাজ চালাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে গুলী করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।"

সকল কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া আলায় বলিলেন, "উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছ।" আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্‌ভিলী, আপনি আমাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না; আপনার সহায়তাতেই কাজ এমন সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, এখন আমার সঙ্গে ডেকে চলুন, সেখানে একটি অপরাধীর কিরূপ বিচার হয়, দেখিয়া খুসী হইতে পারিবেন।"

আমি আলায়ের সহিত ডেকে উপস্থিত হইলাম; যাহা দেখিলাম,

তাহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি দেখিলাম, জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার এক প্রান্তে কাঠের প্রাচীর উড়িয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন জাহাজের বহু স্থানে অল্পাধিক ক্ষতি হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিলাম, লোন্‌ষ্টারের আর চলিবার শক্তি নাই। বিনা তুফানে কিরূপে তাহার এরূপ দুর্গতি হইল, বুঝিতে না পারিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আলায় কোন দিকে না চাহিয়া সমুদ্রের সীমা-রেখায় দূরবীক্ষণ উদ্যত করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর দূরবীক্ষণ নামাইয়া ওয়াল-ওয়ার্থকে বলিলেন. "জাহাজখানা আমাদের দিকেই আসিতেছে, আর একটু নিকটে আসিলেই উহাদের সংবাদ দিবে, আমার একখানি বোট পাঠাইতে চাই।"

ডাকের জাহাজ আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মাস্তুলের উপর কতকগুলি নিশান উঠাইয়া দিল, ওয়ালওয়ার্থ দূরবীক্ষণ-সহযোগে, তাহাদের সাঙ্কেতিক প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া আলায়কে বলিলেন, "উহারা আমাদের জাহাজের নাম জানিতে চাহে।"

আলায় বলিলেন, "জানাও, আমাদের জাহাজের নাম 'সাজিটারিয়াস,' মালিকের নাম লর্ড মেলকার্ড, গন্তব্য স্থান রেঙ্গুন হইতে নাগাসাকি।—এই ডাঁকের জাহাজ যে কোম্পানীর, লর্ড মেলকার্ড সেই কোম্পানীর একজন ডিরেক্টার ; সুতরাং আমাদের এই জাহাজ, তাঁহার জাহাজ, এই কথা শুনিলে উহারা নিশ্চয়ই আমাদের অনুরোধে কর্ণপাত করিবে।"

ক্ষণকাল পরে ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "উহারা সঙ্কেত করিয়া বলিতেছে, বোট পাঠাও।"

অবিলম্বেই জাহাজ হইতে একখানি বোট খুলিয়া, তাহা ডাকের

জাহাজের দিকে প্রেরিত হইল। বোটখানি প্রস্থান করিলে আলায় জিজ্ঞাসা করিলেন,"মিঃ প্যাটার্শন,আমাদের জাহাজের ঠিক আছে ত ?"

জাহাজ-চালক প্যাটার্শন বলিল, "পাঁচ মিনিট পূর্ব্বেই ষ্টীম ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।"

আলায় বলিলেন,"উত্তম,যে মুহূর্ত্তে আমি ইঙ্গিত করিব, সেই মুহূর্ত্তেই জাহাজ ছাড়িয়া দিবে; যত শীঘ্র পার, জাহাজ মেরামতের আদেশ দাও।"

বিস্ময়ের কথা এই যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহাজের ভাঙ্গা মাস্তল ও অন্যান্য ভাঙ্গা অংশ অন্তর্হিত হইল, জাহাজের যে কোন অংশ জখম হইয়াছিল, তাহা বুঝিতেও পারা গেল না। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত বোটখানি জাহাজের গায়ে আসিয়া লাগিল; ওয়ালওয়ার্থ ডাকের জাহাজ হইতে একটি প্রকাণ্ড জোয়ানকে সঙ্গে লইয়া এই বোটে আসিয়াছিলেন। এই জোয়ান ওয়ালওয়ার্থের সহিত জাহাজে পদার্পণ করিল।

জোয়ান জাহাজে পদার্পণ করিবামাত্র আলায় তাহাকে বলিলেন, "মিঃ বার্কম্যানসওয়ার্থ, তোমাকে দেখিয়া আমি বড় খুসী হইলাম। একমাস পূর্ব্বে আমি শুনিয়াছি, তুমি চীন-দেশে বদলী হইয়া আসিতেছ। তোমাকে সর্ব্বপ্রথমে অভিনন্দন করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া এই সমুদ্রের মধ্যেই তোমাকে সেলাম দিবার জন্য এই জাহাজ লইয়া আসিয়াছি।— মিঃ ওয়ালওয়ার্থ, এবিংটনকে এই মুহূর্ত্তেই আমার সম্মুখে হাজির কর।"

দুই মিনিটের মধ্যে এবিংটন আলায়ের সম্মুখে আনীত হইলে, আলায় বলিলেন, "মিঃ এবিংটন, পৃথিবীতে যাহারা সৎকাজ করিয়া উপযুক্ত পুরস্কারলাভে বঞ্চিত হয়, তাহাদিগকে আমি কিরূপে পুরস্কৃত করি, তাহা দেখাইবার জন্য তোমাকে আমার সম্মুখে আনীত করিয়াছি। মিঃ বার্কম্যানসওয়ার্থ, তুমি বোধ হয় জান না, কাহার সম্মুখে তুমি নীত হইয়াছ; যে স্ত্রীলোককে তুমি পুনঃ পুনঃ ধরিবার জন্য অনেকদিন হইতেই

ব্যস্ত আছ, আমিই সেই স্ত্রীলোক। তোমার কি স্মরণ আছে, এক বৎসর পূর্ব্বে তুমি সিডনিতে অনেকের সম্মুখে অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলে, যদি তুমি আমাকে ধরিতে পার, তাহা হইলে বেত্রাঘাতে তুমি আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবে? বেত্রাঘাতে যে তুমি বিলক্ষণ পটু এবং নর-হত্যায় পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত নহ, এ কথা আমার অজ্ঞাত নহে। মিঃ বার্কম্যানস-ওয়ার্থ, আমিই সেই মেয়ে বোম্বেটে।”

মিঃ বার্কম্যানসওয়ার্থ অত্যন্ত সাহসী পুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সে আলায়ের কথা শুনিয়া ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; ওয়ালওয়ার্থ তাহাকে ধরিয়া না রাখিলে, সে বোধ হয় পড়িয়া যাইত। আলায় পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “মিঃ বার্কম্যানসওয়ার্থ, তুমি যেরূপ নরপিশাচ, তাহাতে তোমার কোন্ গুণে আমি তোমাকে দয়া করিব, বলিতে পারি? তুমি এ পর্য্যন্ত অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছ, কিন্তু আমার চক্ষুতে তুমি ধূলি দিতে পারিবে না, আমার কাছে কোন চালাকী খাটিবে না; তোমার আত্মসমর্থনের জন্য কি বলিবার আছে, শীঘ্র বল। কারণ, ডাকের জাহাজখানি আমি অধিকক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিব না।”

বার্কম্যানস্ওয়ার্থ গম্ভীরস্বরে বলিল, “আমি আমার কোন কার্য্যের জন্য তোমার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই।”

আলায় বলিলেন, “তুমি আলবোৎ আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। তুমি আমাকে ধরিতে পারিলে আমাকে কিরূপ শাস্তি দিবে, এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ ভয় প্রদর্শন করিয়াছ—আমি তোমার এ দম্ভ চূর্ণ করিব।”

বার্কম্যানস্ওয়ার্থ বলিল, “আমাকে তুমি শাস্তি দিবে? তোমার সেরূপ সাধ্য নাই; আমি একজন অতি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী; যদি

তুমি আমার প্রতি অত্যাচার কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় পিষিয়া মারিব।”

আলায় বলিলেন, “আমার সম্মুখে আসিয়াও তোমার তেজ কমিতেছে না? উত্তম, এ তেজ কতক্ষণ থাকে, দেখা যাউক। আমি তোমাকে কিছুমাত্রও দয়া করিব না, তুমি যখন জাকিলাবিতে ছিলে, সেই সময় দুইটি দরিদ্রা দেশীয় স্ত্রীলোককে বেত্রাঘাতে হত্যা করিয়াছিলে, তাহার পর তুরাবানিতে বদলী হইয়া বেত্রাঘাতে আর একজন দেশীয় লোককে হত্যা কর; এই অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড করিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু বেত্রাঘাত কেমন আরামদায়ক, তাহা তোমাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। খালাসী, বেত লাগাও।”

আলায়ের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র অসুরের ন্যায় বলবান্ চারিজন খালাসী বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থকে ধরিয়া জাহাজের রেলিঙের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল, তার পর তাহার পিঠের জামা তুলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; আর একজন খালাসী একগাছি প্রকাণ্ড চর্ম্মনির্ম্মিত চাবুকহস্তে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আলায় আদেশ দিলেন, “বারো বেত লাগাও।”

বেত্রাঘাত আরম্ভ হইল, সেই প্রকাণ্ডদেহ বলবান্ খালাসী সজোরে তাহার পৃষ্ঠে বেতের উপর বেত মারিতে লাগিল; চর্ম্মনির্ম্মিত কশাঘাতে তাহার পিঠ হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল; লাঙ্গলের ফলায় যেরূপ জমিচাষ হয়, চর্ম্মনির্ম্মিত কশাঘাতে তাহার পিঠ সেইরূপ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। প্রথম দুই এক ঘা সে নীরবে সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে যখন পিঠের চামড়া কাটিয়া বেত বসিতে লাগিল, তখন ধৈর্য্যধারণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। সে ষাঁড়ের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু আলায় সম্পূর্ণ অবিচল।

বেত থামিলে আলায় বলিলেন, "যে তুইজন দেশীয় স্ত্রীলোককে তুমি বেত্রাঘাতে বধ করিয়াছ, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ছয় 'বেত লাভ করিলে ; যে পুরুষটিকে তুমি বধ করিয়াছ, তাহার জন্য আর ছয় বেত ও তুমি যে আমাকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছ, সেজন্য আর ছয় বেতের হুকুম হইল। আশা করি, ভবিষ্যতে তুমি স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিবে। লাগাও বারো বেত।"

আলায়ের কথা শুনিয়া বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, বারো বেত খাইয়াই তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ রক্তে প্লাবিত হইয়াছিল, সে বুঝিল, আর বারো বেত খাইলে তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন। সে কাতরভাবে আলায়কে জানাইল, যদি আর তাহাকে বেত মারা না হয় তাহা হইলে মুক্তিলাভ করিয়া সে আলায়কে বহুমুদ্রা মুক্তিপণ প্রদান করিবে.; কিন্তু সে কথা আলায়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না ; পরন্তু এবার তাহার পৃষ্ঠে বেত মারা হইল না, সুগুরু নিতম্বে সজোরে দ্বাদশবার বেত্রাঘাত করা হইল। এবার আর তাহার চীৎকার করিবারও সামর্থ্য রহিল না, কিন্তু যখন তাহার বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল, তখন সে তুলার বস্তার মত ডেকের উপর গড়াইয়া পড়িল, চক্ষু মুদিয়া নির্ব্বাক্‌-ভাবে পড়িয়া রহিল।

আলায় তাহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "ডাকের জাহাজ এখনও দাঁড়াইয়া আছে, যদি তুমি এখনি উঠিয়া বোটে না যাও, তাহা হইলে এবার তোমাকে পঁচিশ বেত লাগাইব।" আলায়ের কথা শুনিয়া বার্ক-ম্যানসওয়ার্থ কাঁপিতে কাঁপিতে মাতালের মত টলিতে টলিতে বোটে গিয়া উঠিল, বোট তাহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ ডাকের জাহাজের দিকে চলিল।"

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বোট পূর্ব্বোক্ত ছয়জন ষড়্‌যন্ত্রকারীকে ডাকের

জাহাজ হইতে আলায়ের জাহাজে লইয়া আসিবামাত্র জাহাজ ছাড়িয়া দিল, এক ঘণ্টার মধ্যে ডাকের জাহাজ অদৃশ্য হইয়া গেল, আমরা আলায়ের বাসদ্বীপ-অভিমুখে চলিলাম।

সেই দিন রাত্রে আলায় আমাকে তাঁহার টেবিলে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন! আহার করিতে করিতে আলায় আমাকে বলিলেন, "তুমি অনেক দিন আমার সহিত একত্রে বাস করিলে, আমার চরিত্রেরও কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছ। আশা করি, আমার সম্বন্ধে তোমার খুব মন্দ ধারণা জন্মে নাই।"

আমি বলিলাম, "যতই তোমার ভালরূপ পরিচয় পাইতেছি, ততই তোমার চরিত্রের পরিচয়ে মুগ্ধ হইতেছি; তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দীন-দরিদ্রের জননী, কিন্তু নিষ্ঠুর অত্যাচারীর যম, তোমার সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করা অসম্ভব।"

আলায় জিজ্ঞাসা করিলেন,"এবিংটনকে লইয়া কি করা যায়, তোমার পরামর্শ কি?"

আমি বলিলাম, "এ সম্বন্ধে আমি তোমাকে কি পরামর্শ দিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বার্কম্যানসওয়ার্থের বেত্রাঘাত দেখিয়া সে ভয়ে মৃতবৎ হইয়াছে, আমার বিশ্বাস, ইহাতেই তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে।"

আলায় বলিলেন,"তাহা হইতে পারে, কিন্তু এখন তাহাকে কি করিয়া ছাড়িয়া দিই? সে মুক্তিলাভ করিলে, আমার আরও ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে; অথচ তাহাকে চিরজীবন আমার দ্বীপে বন্দী করিয়া রাখি, ইহাও আমার ইচ্ছা নহে, এরূপ ভয়ানক চরিত্রের লোক সুবিধা পাইলেই আমার অনিষ্ট করিবে।"

সে রাত্রে এ বিষয়ের আর কোনই মীমাংসা হইল না। ভোজনশেষে

আলায় আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার আশঙ্কা হইতেছে, শীঘ্রই ঝড় উঠিবে, আকাশের উত্তর-পূর্ব্বকোণে একখানি কাল-মেঘ উঠিতেছে, দেখিতেছ না? এই মেঘখানির চেহারা ভাল নয়, উহা ভীষণ ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ; ঝড় উঠিবার পূর্ব্বেই আড্ডায় পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহা হউক, এখন আমি তোমার নিকট বিদায় লইব, যদি কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখন আর ঘুমাইতে পারিব না, তাহার পূর্ব্বে একটু ঘুমাইয়া লই।"

আলায় উঠিয়া প্রস্থান করিলে, আমি আর একটা চুরুট ধরাইয়া তাহা টানিতে টানিতে সেই অন্ধকার রাত্রে ডেকের উপর বসিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম, চুরুট শেষ হইলে আমি আমার ক্যাবিনে শয়ন করিতে আসিলাম। ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া আমি ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিতে পাইলাম, ইঁদুর কলে পড়িলে যেরূপ শব্দ হয়, অনেকটা সেইরূপ। বিস্ময়াভিভূত হইয়া আমি শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলাম, এক কোণে এবিংটন দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে সেখানে চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমি তাহাকে আমার কামরায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

এবিংটন বলিল, "আপনার অনুপস্থিতিতে আমি আপনার কামরায় প্রবেশ করিয়াছি, আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমি একটা বিষয়ে আপনার নিকট পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। আমার বড় অসুখ হইয়াছে; কোন ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবেন?"

আমি সরলভাবে বলিলাম, "আপনি বসুন, আপনার কিরূপ অসুখ, বলিতে পারেন।"

এবিংটনের হতাশ ভাব দেখিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হইল, সে তাহার অসুখের যে সকল লক্ষণ বলিল, তাহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম,

তাহার শারীরিক অসুখ অপেক্ষা মানসিক অসুখই প্রবল। আমি বলিলাম, "মিঃ এবিংটন,আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, আপনার কোন শারীরিক অসুখ নাই। এ অবস্থায় কেন আপনি আমার এখানে আসিয়াছেন?"

এবিংটন বলিল, "জানিতে চাই, এই স্ত্রীলোকটা আমাকে লইয়া কি করিবে? আপনাকেও সে চুরি করিয়াছে; সে এরূপ ভাব দেখাইলেও আমি বুঝিয়াছি, আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এখানে আসিয়াছেন; বোধ হয়, পূর্ব্ব হইতেই আপনার সহিত উহার ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে; সুতরাং আমার অদৃষ্টে কি আছে, আপনি নিশ্চয়ই তাহা জানেন সকালে বার্কম্যানস্‌-ওয়ার্থকে সে যে ভাবে বেত্রাঘাত করিয়াছে, আমাকেও যদি সেই ভাবে বেত মারে, তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। আমাকে কি ফাঁসী দিবে মনে করিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "আপনার অদৃষ্টে কি আছে, আমি তাহা জানি না, আর জানিলেও আমি তাহা আপনাকে বলিতাম না। যে লোক ডুবিতেছে, তাহাকে বেত্রাঘাত করা অতি নির্দ্দয়ের কার্য্য, কিন্তু আপনি মেয়ে বোম্বে-টের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে কঠোর দণ্ড লাভ করিতে দেখিলেও আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইব না। আপনি অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকের কায্য করিয়াছেন, এ অবস্থায় যদি আমার হস্তে বিচারভার থাকিত, তাহা হইলে আমিও আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম না।"

এবিংটন ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিল, "ওরে সয়তান, ওরে কাপুরুষ, ওরে বোম্বেটের গুপ্তচর! তুই কি মনে করিস্‌ তোর দয়ার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়াছি? এই আমি তোর মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলাম, তোর যাহা সাধ্য হয় কর্‌।"

এবিংটন আমার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবামাত্র আমি একলম্ফে

তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিলাম এবং তাহাকে ডেকের উপর ফেলিয়া তাহার নাকে মুখে সবেগে কয়েকটা মুষ্ট্যাঘাত করিয়া আমার কামরার বাহিরে নিক্ষেপ করিলাম; তাহার পর দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম।

আমার শয়ন করিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলাম। বোধ হইল, কে আমার দরজায় সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিতেছে। দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?—ব্যাপার কি?"

ওয়ালওয়ার্থ আমার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বড় গোলমাল উপস্থিত, এবিংটন বিষ খাইয়াছে।"

আমি তৎক্ষণাৎ এবিংটনকে দেখিতে চলিলাম;—দেখিলাম, সে একটা কুঠারীর মধ্যে শয্যায় লম্বা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার হাতে আফিঙের আরকের একটা শিশি। তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "উহাকে বাঁচাইবার কি কোন উপায় নাই?"

আমি বলিলাম, "মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করা অসম্ভব, আত্মহত্যা করিয়া হতভাগা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "লোকটা নিশ্চয়ই ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে; কর্ত্রীকে সংবাদ দিয়া আসি; আমরা আপনাকে বড় বিরক্ত করিয়াছি, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

আমি বলিলাম, "আপনি সে জন্য লজ্জিত হইবেন না, লোকটাকে বাঁচাইতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ।"

এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম, এবিংটন আমার কামরায় কেন গিয়াছিল; সে আমার ঔষধের বাক্স হইতে অহিফেনের শিশিটা চুরি করিয়া আনিয়া এইভাবে আলায়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে মিঃ প্যাটার্শন ডেকের উপর আসিয়া আলায়ের আদেশ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইল। আলায় তাহাকে বলিলেন, "মিঃ প্যাটার্শন, ঝড়ের কিরূপ লক্ষণ বুঝিতেছ? আমরা যাহাতে এই ঝটিকার কেন্দ্রের মধ্যে না পড়িয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, ঝটিকার কেন্দ্রের বাহিরে যাইতে না পারিলে জাহাজ রক্ষা করা কঠিন হইবে।"

প্যাটার্শন আলায়ের আদেশ অনুসারে জাহাজের গতি পরিবর্ত্তিত করিল; সঙ্গে সঙ্গে ঝটিকার পরাক্রমও শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

তখন সেই জাহাজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমি যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বোধ হয়, জীবনে ভুলিতে পারিব না। আকাশে মেঘের স্তর এমন গাঢ় হইয়া উঠিল যে, তেমন ভীষণ মেঘকান্তি আর কখনও আমার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই; সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-তরঙ্গ সবেগে জাহাজের অঙ্গে আছ-ড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একটি আঘাতের বেগ না সামলাইতে সামলাইতেই আবার নূতন তরঙ্গের আঘাত; সেই আঘাতে জাহাজখানি যেন পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই যেমন সে তরঙ্গ চলিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ যেন জাহাজ পাতালে প্রবেশ করিল। ঝটিকার বন্ বন্ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া গেল, বোধ হইল যেন, লক্ষ ক্রুদ্ধ দৈত্য রণ-কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে জাহাজের কাষ্ঠনির্ম্মিত রেলিং প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং জাহাজের উপর হইতে একখানি বোট দড়া ছিঁড়িয়া উত্তাল-তরঙ্গবেগে ভাসিয়া গেল।

পাঁচ ঘণ্টাকাল ঝটিকার বেগ সমান ভাবে থাকিল। সেই সঙ্কটকালে আমি একবারের জন্যও আলায়ের পার্শ্ব ত্যাগ করি নাই; আমাকে কাপুরুষ বলিতে হয় বল, কিন্তু সত্যই সে দিন আমার যেরূপ ভয় হইয়া-ছিল, জীবনে সেই একবারের অধিক সেরূপ ভয় আর হয় নাই, সেই ভয়ের

কথা পাঠক পরে জানিতে পারিবেন। আমি ভাবিলাম, এই তুফানে জাহাজ যদি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়, তাহা হইলে আমি যাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি, তাহার হাত ধরিয়া মৃত্যু-গহ্বরে প্রবেশ করিব।

অপরাহ্নে ঝড়ের বেগ হ্রাস হইল; সমুদ্রের সেই ক্রোধোন্মত্ত ভাব অনেকটা কমিয়া আসিল; বায়ুমান-যন্ত্রে বায়ুর চাপও প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই ভীষণ ঝটিকায় লোনষ্টারের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাদৃশ অনিষ্টকর বিশেষ ক্ষতি কিছুই হয় নাই এবং একজন মাত্র লোক ডেকের উপর হইতে ভাসিয়া গিয়াছিল, আর একজনের পঞ্জরের তিনখানি হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ঝটিকার প্রাবল্যের তুলনায় এ সকল ক্ষতি অতি যৎসামান্য।

সন্ধ্যার পর সমুদ্র আবার পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। ঝটিকার সময় জাহাজ ঝটিকার কেন্দ্র ছাড়াইবার জন্য ভিন্নদিকে যাইতেছিল, এতক্ষণ পরে তাহার গতি গন্তব্য পথে পরিবর্ত্তিত হইল। আমাদের পশ্চাতে ইংরাজের যে মানোয়ারী জাহাজ আসিতেছিল, তাহার কি গতি হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; তবে আমার মনে হইতে লাগিল, এরূপ ভীষণ ঝটিকায় সম্ভবতঃ তাহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, আকাশ পরিষ্কার; উজ্জল সূর্য্যকিরণে সমুদ্রজল পালিসকরা রৌপ্যের মত চক্‌মক্ করিতেছে। আমি ডেকের উপর একখানি চেয়ার পাতিয়া বসিয়া ঝটিকামুক্ত সমুদ্রের সেই শান্ত স্থির-শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কয়েক মিনিট পরে আলায় ও তাঁহার সঙ্গিনী আমার কাছে আসিয়া বসিলেন; দেখিলাম, আলায় সূচিকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত আছেন, তাঁহাকে এ ভাবে সূচিকর্ম্ম করিতে পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই।

জাহাজের একজন কর্ম্মচারী হঠাৎ দেশীয় ভাষায় কি বলিয়া উঠিল;

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন অতি প্রত্যূষে আমি ডেকে আসিয়া দেখিলাম, জাহাজ সমুদ্র-বক্ষে একস্থানেই দণ্ডায়মান আছে, চতুর্দ্দিকে এমন ভয়ানক কুয়াসা যে তেমন কুয়াসা জীবনে দেখি নাই ; এক হাত দূরের বস্তু দেখা যায় না। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য আমি জাহাজের মাথার দিকে আসিতেছি, এমন সময় কাহার ঘাড়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িলাম। লোকটি কে, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি ওয়ালওয়ার্থ ; কণ্ঠস্বরে তিনিও আমাকে চিনিতে পারিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি ভয়ঙ্কর কুয়াসা ! কতক্ষণ কুয়াসা হইয়াছে ?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "প্রায় তিন ঘণ্টা কাল হইবে। এ কুয়াসার মধ্যে জাহাজ চালান অসম্ভব, একটা কাজের জন্য আমি আপনার নিকট যাইতেছিলাম, এবিংটনের মৃতদেহের একটা গতি করিতে হইবে, কর্ত্রী বলিতেছিলেন, আপনি পাদরীর কাজ করিলে ভাল হয়।"

আমি বলিলাম, "তিনি যখন বলিয়াছেন, তখন আমি কোন রকমে কাজ সারিয়া দিব, কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি, এ বিষয়ে আমার তেমন দক্ষতা নাই।"

যাহা হউক, যেরূপ নিয়ম আছে, সেই নিয়মে কোন প্রকারে উপাসনার কার্য্যাদি শেষ করিলাম। তাহার পর এবিংটনের মৃতদেহ একটি শবাধারে পূরিয়া সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিলাম।

এবিংটনের মৃতদেহ সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিবার অল্পক্ষণ পরেই ভীষণ কুয়াসা কাটিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশে প্রাতঃসূর্য্যের

লোহিত-কান্তি জাজ্বল্যমান হইল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই দেখিলাম, জাহাজের সকলেই মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এঞ্জিন-রুমে কি গোলমাল চলিতে লাগিল, বুঝিতে পারিলাম না, সকলের মুখেই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা পরিস্ফুট। ইহার কারণানুসন্ধানে দেখিতে পাইলাম, আমাদের জাহাজের প্রায় আধ মাইল দূরে ইংরাজ-সরকারের একখানা প্রকাণ্ড মানোয়ারী জাহাজ দণ্ডায়মান আছে। সে যে আলায়ের জাহাজের অনুসরণে আসিয়াছে, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কুয়াসা ছাড়িবার পূর্ব্বে এই জাহাজের কর্ম্মচারীরা যদি বুঝিতে পারিত, আমরা তাহাদের এত নিকটে আছি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা বোট পাঠাইয়া আমাদের বাঁধিয়া লইয়া যাইত; কিন্তু তাহারা আমাদের সন্ধান পায় নাই, কুয়াসা ছাড়িলে আমাদের জাহাজের উপর তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল, আমাদিগকে দেখিবামাত্র এই মানোয়ারী জাহাজ সিটি মারিয়া আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু আমাদের জাহাজ হইতে তাহার সেই বংশীরবের কোনপ্রকার সাড়া-শব্দ দেওয়া হইল না। তখন সেই মানোয়ারী জাহাজ গভীর-গর্জ্জনে আমাদের উপর এক কামান ছুড়িল, কামানটা আমাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া প্রায় এক মাইল দূরে গিয়া পড়িল।

কামানগর্জ্জন নীরব হইলে, আলায় ডেকের উপর আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, গুডমর্ণিং, দেখিতেছেন, আপনাদের গবর্ণমেণ্ট আমাকে বন্দিনী করিবার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন? মিঃ প্যাটার্শন্, পূরা বেগে জাহাজ সম্মুখে চালাও।"

জাহাজ-চালক মিঃ প্যাটার্শন্ টুপী স্পর্শ করিয়া এই আদেশ গ্রহণ করিল, তাহার পর তাহার অনুচরবর্গকে যথাযোগ্য আদেশ প্রদান

করিল, আমি দূরবীক্ষণ হাতে লইয়া মানোয়ারী জাহাজের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

আলায় বলিলেন, "এখনি উহারা আর একবার কামান চালাইবে, তাহাতেও যদি আমরা ভ্রূক্ষেপ না করি, তাহা হইলে উহারা আমাদের ধরিবার জন্য তাড়া করিবে।"

দেখিলাম, আলায়ের অনুমান ঠিক। কারণ, তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই আর একটি কামান রাশীকৃত ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া আমাদের উপর আর একটা গোলা ছুড়িল। সৌভাগ্যক্রমে এই গোলাটি আমাদের জাহাজের পাইলের রশী-রশার ভিতর দিয়া চলিয়া গেল, আমাদের জাহাজের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।

কলঘরের প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া আলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামেল, বাষ্পের বল এখন কত?"

গ্রামেল বলিল, "আঠার।"

আলায় বলিলেন, "যত অধিক বাষ্প সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা যেন করা হয়। আমাদের শত্রু যেন আর পুনর্ব্বার আমাদিগকে দেখিবার সুযোগ না পায়।"—তাহার পর তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, উহাদের হস্তে পড়িবার আমার একটুও ইচ্ছা নাই।"

আমাদের জাহাজ পূর্ণবেগে মুক্ত সমুদ্র-বক্ষে ঝটিকার ন্যায় ছুটিয়া চলিল, তাহা দেখিয়া মানোয়ারী জাহাজখানি যথাসাধ্য বেগে আমাদের পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল, দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন একটি বামনকে ধরিবার জন্য প্রকাণ্ড একটা দৈত্য হাঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু বামনের দ্রুতধাবনের শক্তি অসাধারণ; আমাদের প্রাভাতিক ভোজনের সময় হইবার পূর্ব্বেই মানোয়ারী জাহাজখানি এত পশ্চাতে পড়িল যে, আর তাহা দেখিতে পাওয়া গেল না।

আহারের সময় দেখিলাম, জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-ভাবে ইতস্ততঃ চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। মানোয়ারী জাহাজখানি যে পুনর্ব্বার আমাদিগকে ধরিবে, তাহার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং বিস্মিতভাবে তাঁহাকে আমি তাঁহার উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

মিঃ ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "বায়ুমান-যন্ত্রের নলের দিকে চাহিলেই আপনি আমাদের উদ্বেগের কারণ বুঝিতে পারিবেন। যন্ত্রের পারদ অত্যন্ত দ্রুত নামিতেছে; আপনি কাণ পাতিয়া শুনুন, তাহা হইলে ঝড়ের বেগ কিরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, বুঝিতে পারিবেন।"

আহার শেষ করিয়া আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার সহিত ডেকের উপর আসিলাম, প্রকৃতির ভীষণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া, আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। আমি যখন আহারের জন্য ভোজনাগারে প্রবেশ করি, সেই সময় দেখিয়া গিয়াছিলাম, সমুদ্রের জল পুষ্করিণীর জলের মত স্থির, বায়ুর গতি অত্যন্ত মৃদু; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই দেখিলাম, সমুদ্রের সে মূর্ত্তি আর নাই। সমুদ্রের জল পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ হইয়া মহাশব্দে গর্জ্জন করিতে করিতে চারিদিকে ছুটিতেছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইতেছে; আকাশ রাশি রাশি মেঘে পূর্ণ, সেই মেঘের বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর, সেই মেঘ ক্রমে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে বায়ুর বেগ এত বর্দ্ধিত হইল যে, সহস্র দৈত্য যেন অন্ধকার কারা-কক্ষ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জগতে প্রলয়ের অনুষ্ঠান সংঘটিত করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপ্লবের মধ্যে আলায় ডেকের উপর আসিয়া কম্পাসের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভয়ঙ্কর ঝড় আসিবে, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিতেছি। ওয়ালওয়ার্থ, প্যাটার্শনকে আমার নিকট পাঠাও।"

তাহার কথা শুনিবামাত্র আলায় ও তাঁহার সঙ্গিনী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, আমিও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলাম। জাহাজের মাথার দিকে আসিতে আসিতে আমি আলায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি ?" আলায় বলিলেন, "আমাদের জাহাজের দক্ষিণাংশে একখানি বোট দেখা গিয়াছে।"

আমি দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলাম, বহুদূরে একখানা বোট মোচার খোলার মত জলের মধ্যে একবার ডুবিতেছে একবার উঠিতেছে। আমাদের জাহাজ সেই দিকে চলিতে লাগিল; জাহাজ ক্রমে সেই বোটের নিকটে আসিলে দেখিলাম, পাঁচ জন লোক সেই বোটখানির উপর বসিয়া সমুদ্রের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ করিতেছে।

জাহাজ সেই বোটের নিকটে আসিলে জাহাজ হইতে বোটের উপর সিঁড়ি ফেলিয়া দেওয়া হইল; দেখিলাম, উহা পূর্ব্বোক্ত মানোয়ারী জাহাজের বোট। বোটের আরোহীদের দুরবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইল। পাঁচ জন লোক সেই বোট হইতে আমাদের জাহাজে উঠিয়া আসিল। এই পাঁচ জনের মধ্যে একজন লেপ্তেনাণ্ট, একজন মিড্‌সিপম্যান ও তিনজন খালাসী। তাহাদের টুপীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে, এইচ, এম, এস, আসিয়াটিক। বুঝিলাম, পূর্ব্বোক্ত মানোয়ারী জাহাজখানির এই নাম। পাশে চাহিয়া দেখিলাম, আলায় সেখানে নাই, তিনি যে কখন্ সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; দেখিলাম, প্যাটার্শন এই বিপন্ন লোকগুলিকে পরম সমাদরে জাহাজের উপর অভ্যর্থনা করিয়া লইল এবং তাহাদিগকে বলিল, "আপনাদের বিষাদের কথা আপাততঃ বলিবার আবশ্যক নাই, দেখিতেছি, আপনারা বড়ই

পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আপনারা অগ্রে কিছু খাইয়া সুস্থ হউন।”— প্যাটার্শন সেই খালাসী তিনজনকে আমাদের জাহাজের ‘খালাসীদের ঘরে পাঠাইয়া দিল, কর্ম্মচারীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ওয়ালওয়ার্থ নীচে ক্যাবিনে চলিলেন; আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। কর্ম্ম-চারীদ্বয়কে অবিলম্বেই খাবার আনিয়া দেওয়া হইল, তাহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, যাহা পাইল, রাক্ষসের ন্যায় সমস্তই খাইয়া ফেলিল।

আহার শেষ হইলে প্যাটার্শন লেপ্টেনাণ্টকে বলিল, “এখন আপনি আপনাদের বিপদের ইতিহাস বলিতে পারেন।”

লেপ্টেনাণ্ট বলিতে লাগিল “আমাদের অধিক কথা বলিবার নাই, আমি ইংলণ্ডেশ্বরীর আসিয়াটিক নামক জাহাজের প্রথম লেপ্টেনাণ্ট। গত শনিবার সিঙ্গাপুর হইতে আমরা আপনাদের এই জাহাজ ধরিবার জন্য প্রেরিত হই; কুয়াসার সময় আমরা যে আপনাদের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, কুয়াসা কাটিলে এই জাহাজ ধরিবার জন্য আমরা পূরা দমে আমাদের জাহাজ চালাইয়া দিলাম, কিন্তু আপনাদের এই জাহাজের গতি অসাধারণ, বিস্তর চেষ্টা করিয়াও আমরা এ জাহাজের নিকটে আসিতে পারিলাম না, এমন সময় ভয়ানক ঝড় উঠিল; ঝটিকা-বেগে আমরা এমন বিব্রত হইয়া পড়িলাম যে, আপনাদের অনুসরণ করিব কি, জাহাজ রক্ষা করাই কঠিন হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ঝড়ের মুখে পড়িয়া আপনাদের জাহাজ কোথায় অদৃশ্য হইল, তাহা আর দেখিতে পাইলাম না। যাহা হউক, বহু চেষ্টায় আমরা ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধারলাভ করিলাম বটে, কিন্তু তৎপরদিন প্রত্যূষে আমাদের জাহাজ একটি মগ্ন-শৈলে আহত হইয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডুবিয়া গেল।”

প্যাটার্শন বলিল, "বড়ই বিভ্রাটের সংবাদ। আপনাদের এই বোট ভিন্ন আর কোন বোট কি রক্ষা পায় নাই ?"

প্রথম লেপ্টেনাণ্ট বলিল, "আমার ত তাহা বোধ হয় না ; অন্ততঃ আমি আর কোন বোটকে সমুদ্রে ভাসিতে দেখি নাই। সত্যই সরকারের বড় ক্ষতি হইয়াছে ; আসিয়াটিকের মত সুন্দর জাহাজ গবর্ণমেণ্টের বড় অধিক নাই, অনেকগুলি সাহসী ও কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।"

প্যাটার্শন বলিল, "আমরা যে আপনাদের উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছি, ইহা বড়ই সুখের কথা ; এক ঘণ্টা পরে আমাদের জাহাজের গতি পরিবর্ত্তিত হইত, সুতরাং তখন হইলে আর আপনাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারিতাম না।"

প্রথম লেপ্টেনাণ্ট বলিল, "আপনারা আমাদের উদ্ধার না করিলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন রকমে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম ; কিন্তু রাত্রে কোন রকমেই আমাদের প্রাণ বাঁচিত না। আমরা বোটে ছয় জন উঠিয়াছিলাম, কিন্তু আপনারা আমাদের উদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই একজনকে হারাইয়াছি।"

প্যাটার্শন জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপে ?"

প্রথম লেপ্টেনাণ্ট বলিল, "প্রাণভয়ে সে বেচারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, তাহার আতঙ্ক এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, অবশেষে সে বোট হইতে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে। আমাদের বোটে পানীয় জল কিংবা খাদ্যদ্রব্য কিছুমাত্র ছিল না ; সম্পূর্ণ অনাহারে থাকিয়া এবং দারুণ পিপাসায় কিছুমাত্র জল পান না করিয়া অসহ্য রৌদ্রে অকূল সমুদ্রে বোট পরিচালন করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার, বুঝিতে পারিতেছেন। এখন আমাদিগকে লইয়া আপনারা কি

করিবেন, জানিতে ইচ্ছা করি। আমরা আপনাদের শত্রুর জাহাজের লোক, সুতরাং আমরা আপনাদের হস্তে বন্দী হইব, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কথা নাই।”

প্যাটার্শন বলিল, “আপনাদের কি হইবে, সে কথা আমি বলিতে পারি না. আমরা যাঁহার চাকর, তিনিই তাহা জানেন। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, আপনারা শত্রুপক্ষীয় লোক হইলেও বিপন্ন ও আমাদের আশ্রিত, সুতরাং আপনাদের প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আপনারা যদি আমাদের আতিথেয়তায় অপমান করেন কিংবা আমাদের সহিত কোন অন্যায় ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আতিথেয়তার সম্মানরক্ষা করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে না।”

প্রথম লেপ্টেনাণ্ট বলিল, “আপনারা আমাদের প্রাণদান করিয়াছেন, আমাদের দ্বারা আপনাদের কোন অনিষ্ট হইবে না. এ কথা নিশ্চিত। আমার এই অঙ্গীকারে কি আপনি নির্ভর করিতে পারেন ?”

প্যাটার্শন বলিল “ভদ্রলোকের কথাই যথেষ্ট, আপনারা এই জাহাজে নির্ভয়ে বাস করুন, আমরা আপনাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিব না।”

প্যাটার্শন যতক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বলিতেছিল, প্রথম লেপ্টেনাণ্ট অরডেন্ ততক্ষণ একবারও তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরায় নাই। প্যাটার্শনের মুখখানি তাহার বেশ চেনা চেনা বোধ হইতেছিল।”

আমরা উঠিব, এমন সময় প্রথম লেপ্টেনাণ্ট প্যাটার্শনকে বলিল, “অনেকক্ষণ হইতেই আমার মনে হইতেছিল, আপনাকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি ; কিন্তু ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছিলাম না, এতক্ষণ পরে আমার মনে পড়িয়াছে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মিসর-যুদ্ধে পার্শিফন নামক যে মানোয়ারী জাহাজ গিয়াছিল, আপনি কি সেই জাহাজের কাপ্তেন গ্রেগারি নহেন ?”

এই কথা শুনিয়া প্যাটার্শন শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, সে এমনভাবে ঘুরিয়া পড়িল, যেন কেহ তাহাকে গুলী করিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে প্যাটার্শন অপেক্ষাকৃত সংযতভাব ধারণ করিয়া বলিল, "মিসর-যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম কি না, সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি; সেই অতীত-স্মৃতির কথা আপনি নূতন করিয়া আমার মনে জাগরূক করিবেন না। এ সকল কথা যাক্, দেখিতেছি, আপনারা বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আমার সঙ্গে আসুন, আপনাদের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

প্যাটার্শন কর্ম্মচারীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ক্যাবিনের দিকে চলিয়া গেল, আমি উঠিয়া ডেকে আমার চেয়ারে আসিয়া বসিলাম এবং মনে মনে প্যাটার্শনের বিচিত্র ব্যবহারের কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম। তাহার জীবনে কি কোন গুপ্ত রহস্য আছে? এমন একখানি মানোয়ারী জাহাজের কাপ্তেন মান-সম্ভ্রম ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ছাড়িয়া এখানে কেন চাকরী করিতে আসিয়াছে?

অপরাহ্ণকালে আলায়ের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। এ পত্রে আলায় রাত্রে তাঁহার সহিত ভোজনের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে আরও লিখিয়াছিলেন, ইংরাজের মানোয়ারী জাহাজের লেপ্টেনাণ্ট ও মিডসিপম্যানকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। শত্রু-পক্ষের জাহাজের দুইজন কর্ম্মচারীকে এ ভাবে সম্মানিত করিবার যে কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি জাহাজের কর্ম্মচারিগণের বসিবার কামরায় বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছি, এমন সময় প্রথম লেপ্টেনাণ্ট, তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরা হইতে বাহির হইয়া আমার পাশে আসিয়া বসিল। আমাদের নিকটে আর কেহ নাই দেখিয়া সে নিম্নস্বরে

বলিতে লাগিল, "ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি দায়ে পড়িয়া এরূপ দুর্জ্জনের সংস্রবে বাস করিতেছেন। আপনি যে এই মেয়ে বোম্বেটের দলভুক্ত হন নাই, ইহা বড়ই সুখের কথা। আজ রাত্রে মেয়ে বোম্বেটে আমাকে তাহার কামরায় আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আমার ত কিছুতেই সাহস হয় না; এই জন্য আমি আপনার নিকট কিছু উপদেশ লইতে আসিয়াছি।"

আমি সরলভাবে বলিলাম, "তুমি কোন্ সম্বন্ধে উপদেশ চাও?"

প্রথম লেপ্টেনাণ্ট বলিল, "আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছি, সুতরাং প্রথমেই আমি জানিতে চাই, আমাদিগকে কিরূপ সামগ্রী খাইতে দেওয়া হইবে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ভয় নাই, তিনি তোমাদিগকে তিমি মাছের ঝোল ও সিন্ধুঘোটকের কটলেট খাইতে দিবেন না। আমরা যাহা খাই, তাহাই খাইতে পাইবে। সম্ভবতঃ রন্ধন অতি উৎকৃষ্ট হইবে; আমিও তোমার সঙ্গে থাকিব। কারণ, আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে।"

প্রথম লেপ্টেনাণ্ট বলিল, "আপনিও সে সময় থাকিবেন? আঃ! বাঁচিলাম। এখন আর একটা কথা জানিতে চাই, এই মেয়ে বোম্বেটে দেখিতে কিরূপ? শুনিয়াছি, তিনি বড় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা; কিন্তু জনরবে যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত ঘটনার সহিত প্রায় তাহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না।"

আমি বলিলাম, "বিশেষতঃ সেই জনরব যদি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে সামঞ্জস্য একবারেই থাকে না। তুমি কি বিশ্বাস কর? তোমার অনুমান অনুসারে মেয়ে বোম্বেটে সত্যই কি অল্পবয়স্কা সুন্দরী বতী মনে কর?"

প্রথম লেপ্টেনাণ্ট বলিল, "আমি কিছুই অনুমান করিতে পারিতেছি না; আমি প্রাচ্য-ভূখণ্ডে আসিবার পূর্ব্বে এই অদ্ভুত মহাদেশ-সম্বন্ধে অনেক

অসম্ভব গল্প শুনিতাম। শুনিতাম, এ সকল দেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতী আছে; তাহাদের পৃষ্ঠে হীরা-মণি-মুক্তা-খচিত হাওদা থাকে, রাজারা অহং-রতের ভারে নড়িতে পারে না, জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকে। বড় বড় কাঠের মন্দির আছে, তাহাতে অবিরত সোণার ঘণ্টা বাজে, বড় বড় তালগাছ মাথা তুলিয়া আকাশ স্পর্শ করে এবং যেখানে সেখানে আরব্য-উপ-ন্যাস-বর্ণিত রাজকন্যা, পরী ও দৈত্য দেখা যায়; কিন্তু এ সকল দেশে আসিয়া অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝিয়াছি, এ সকল উপকথা মাত্র, দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, মেয়ে বোম্বেটের রূপ-যৌবনের কথাও সেইরূপ উপকথার বিষয়। তবে তিনি যে খুব মোটা ও স্থবিরা নহেন, এরূপ অনুমান করা কঠিন নহে।”

আমি সহাস্যে বলিলাম, “তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই এখন তোমাকে বলিব না; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সকল কথা জানিতে পারিবে। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান হইবে, তাঁহার সহিত অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবে আর ভালরূপ সাজ-সজ্জা করিয়া যাইবে, সে জন্য যদি কোন সামগ্রীর অভাব হয়, তাহা আমার কামরা হইতে লইয়া আসিতে পার।”

যথাসময়ে আমি আলায়ের কামরায় গমনে উদ্যত হইয়া ডেকের উপর আসিয়া প্রথম লেপ্টেনাণ্ট ও মিডসিপম্যানকে দেখিতে পাইলাম, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমি আলায়ের ক্যাবিনে প্রবেশ করিলাম। আলায় তখন পর্য্যন্ত তাঁহার খাস কামরা হইতে সে ক্যাবিনে আগমন করেন নাই; সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তমনে কক্ষের সজ্জা দেখিতে লাগি-লাম। দেখিলাম, আমার সঙ্গীদ্বয়ের বিস্ময়ের আর সীমা নাই, তাহারা যে এমন একটি কক্ষে প্রবেশ করিবে, এ কথা একবারও মনে করে নাই।

প্রথম লেপ্টেনাণ্ট আমাকে বলিল, “এই জাহাজে এমন সুন্দর

সুসজ্জিত একটি কামরা আছে, তাহা ত আপনি আমাকে বলেন নাই। এমন আমি আর কখনও দেখি নাই, জীবনে অনেক জাহাজের কামরা দেখিয়াছি, কিন্তু ইহা অদ্বিতীয়। যিনি এই কামরার অধিকারী, না জানি, তিনি কতই সুন্দরী!"

আমি নিম্নস্বরে বলিলাম, "একটু সবুর কর, তিনি এখনই আসিতেছেন।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তের একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার সহসা উন্মুক্ত হইল এবং দ্বারের উপর যে সুদৃশ্য পর্দা প্রসারিত ছিল, তাহা কোন অদৃশ্য কৌশলে আপনি সরিয়া গেল, মুহূর্ত্ত-মধ্যে সুকৃষ্ণ-পরিচ্ছদ-পরিমণ্ডিতা, উন্নতদেহা, পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠী, মধ্যক্ষীণা, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আলায় মহিমময়ী মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মৃদু-হাস্যে প্রথমে আমার করকম্পন করিয়া, আমার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে ফিরিয়া, ললাটে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া তাহাদের অভিবাদন করিলেন; তাহার পর লেপ্টেনাণ্টকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনারা যখন আমার জাহাজে আনীত হন, সে সময় আমি স্বয়ং আপনাদের অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই। আমার কাজ এত অধিক যে, সকল সময় সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারি না। যাহা হউক, আশা করি, আমার কর্ম্মচারীরা আপনাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি করে নাই।"

আমি প্রথম লেপ্টেনাণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিলাম, আলায়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া সে বেচারা একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল, হাঁ করিয়া সে আলায়ের দিকে চাহিতে লাগিল; তাহার মুখে কথা সরিল না; কিন্তু যখন সে দেখিল, বোকার মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ, তখন সে দুই একটি কথা বলিয়া আলায়কে তাঁহার দয়া ও শিষ্টাচারের জন্য ধন্যবাদ দিল।

তাহার পর আহারাদির আয়োজন। টেবিলের উপর কাঁটা, চামচে, ছুরি ও বিবিধ বাসনের মহার্ঘতা ও আহার্য্য-দ্রব্যের বিপুল বৈচিত্র্য দেখিয়া প্রথম লেপ্টেনাণ্ট ও তাহার সঙ্গীর মতিভ্রম উপস্থিত হইল। আহারের সময় আলায় ইউরোপের রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, কাব্য ও নাটকাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

আহারশেষে আমি প্রথম লেপ্টেনাণ্ট ও তাহার সঙ্গীকে লইয়া জাহাজের ডেকে চলিলাম। আলায়ের দৃষ্টির বাহিরে আসিয়া প্রথম লেপ্টেনাণ্টের রসনার বন্ধন মুক্ত হইল, মেয়ে বোম্বেটের প্রশংসায় সে জাহাজ পূর্ণ করিল। যাহা হউক; আমি তাহাদিগকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া লইলাম যে, যখন তাহারা সভ্যদেশে ফিরিয়া যাইবে, তখন যেন মেয়ে বোম্বেটের প্রসঙ্গে আমার সম্বন্ধে কোন কথা না বলে। আমি তাহাদিগকে আরও জানাইলাম, আমার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে আমার ব্যবসায়ের বড় ক্ষতি হইবে। তাহারা দুইজনেই স্পষ্ট-বাক্যে আমাকে অভয় দান করিল।

আমি মনে করিয়াছিলাম, হয় ত তাহাদিগকে কিছু দীর্ঘকাল আমাদের জাহাজে বাস করিতে হইবে, কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের যাইবার সুবিধা হইল। পরদিন প্রভাতে কিছু দূরে আমরা একখানি ছোট জাহাজ দেখিতে পাইলাম, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সেখানি হঙ্কঙে যাইতেছে। আমরা একখান বোটে করিয়া সেই পাঁচজনকে সেই জাহাজখানিতে তুলিয়া দিলাম।

সন্ধ্যাকালে আমি ডেকের উপর চুরুট টানিতে টানিতে পাদচারণ করিতেছি, এমন সময় পশ্চাতে কাহার লঘু-পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আলায়। আমাদের গল্প আরম্ভ হইল। অন্যান্য কথার পর আলায় বলিলেন, "প্রথম দিন আমরা এইখানে

দাঁড়াইয়া সমুদ্রের সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম, সে কথা মনে আছে ?”

আমি বলিলাম, “সেদিনের কথা আমি জীবনে ভুলিব না, মৃত্যুর পর যখন আমার মৃতদেহ সমাহিত হইবে, তখন পর্য্যন্ত আমার মস্তিষ্কে তাহার স্মৃতি বর্ত্তমান থাকিবে।” আলায় হাসিয়া বলিলেন, “ডাক্তারের পক্ষে এরূপ উক্তি স্বাভাবিক, সন্দেহ কি ?”

আমি বলিলাম, “আলায়, এ সকল কথা যাক্, আমি আপাততঃ তোমাকে একটি অপ্রীতিকর কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমি কবে তোমার নিকট বিদায় লইব ?”

আলায় বলিলেন, “কা’ল রাত্রে তোমাকে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দ্বীপে পৌঁছাইয়া দিব, সেখানে তুমি একখানি বিদেশগামী জাহাজ পাইবে, সেই জাহাজে চড়িয়া অষ্ট্রেলিয়া বা আমেরিকা ঘুরিয়া তুমি স্বদেশে যাইতে পারিবে।”

আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, শীঘ্রই আমাকে যাইতে হইবে; কিন্তু এত শীঘ্র যাইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই।

আলায় আবার বলিলেন, “আমি স্বার্থপর হইয়া তোমাকে আর অধিককাল আমার কাছে আটকাইয়া রাখিব না।”

আমি আলায়কে মৃদু-বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কত দিন পর্য্যন্ত তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে ?”

আলায় বলিলেন, “আর এক বৎসর; এই এক বৎসরেও যদি আমার প্রতি তোমার অনুরাগের হ্রাস না হয়, তাহা হইলে এক বৎসর পরে তুমি আমাকে লাভ করিতে পারিবে।”

পরদিন সন্ধ্যাকালে আমার বিদায়ের আয়োজন ঠিক হইয়া গেল, আমার জিনিসপত্র কামরা হইতে ডেকের উপর লইয়া আসা হইল,

আমরা নির্দ্দিষ্ট দ্বীপে উপস্থিত হইলে, আলায়ের নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমি বলিলাম, "আমি যে জাহাজে যাইব, সেই জাহাজখানি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। এক বৎসর পরে কোন্ দিন কোথায় আবার তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে?"

আলায় বলিলেন, "আগামী বৎসর মে মাসের প্রথম দিন লণ্ডন নগরে তুমি আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

আমি বলিলাম, "না না, তুমি লণ্ডনে যাইও না, সেখানে তোমার বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।"

আলায় বলিলেন, "সেজন্য তুমি ভয় করিও না, আমি বিশেষ সাবধান হইয়া যাইব; কিন্তু তুমি বিদায় লইবার পূর্ব্বে একটি সামান্য স্মরণ-চিহ্ন তোমাকে উপহার দিতে চাই।"

আলায় উঠিয়া তাঁহার টেবিল হইতে একটি সোণার লকেট হস্তে লইয়া তাহা খুলিলেন। লকেটের মধ্যে আলায়ের একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি ছিল। আলায় সেই লকেটটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা তোমার কাছে থাকিলে ভবিষ্যতে কখনও কখনও আমার কথা তোমার স্মরণ হইবে।"

আমি আলায়কে ধন্যবাদ দিয়া আমার অঙ্গুলি হইতে একটি হীরকাঙ্গুরীয়ক খুলিয়া তাহা আলায়ের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলাম; বলিলাম, "আমার এই ভালবাসার চিহ্নটি তুমি গ্রহণ কর। ইহা আমার জননী মৃত্যুকালে আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন।"

তাহার পর আলায়ের নিকট বিদায় লইয়া নূতন জাহাজ পার্লকুইনে উঠিলাম। লোনষ্টার নৈশ অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে নিরাপদে আমি স্বদেশে উপস্থিত হইলাম। আমার বাড়ীতে নিজের লোক কেহ ছিল না, একটি বর্ষীয়সী রমণীর হস্তে আমার গৃহ-রক্ষার ভার ছিল, আমি নেপলস্ নগর হইতে, তাহার নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম; সুতরাং বাড়ী আসিয়া কোন অসুবিধায় পড়ি নাই; আমার শয়নকক্ষের ও বসিবার ঘরের যে জিনিস যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা ঠিক সেই অবস্থাতেই ছিল।

আহারাদির পর চুরুট টানিতে টানিতে টেবিলের উপর রক্ষিত কয়েকখানি খবরের কাগজ লইয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; দেখিলাম, একখানি সংবাদপত্রে হঙ্কঙ হইতে প্রকাশিত অন্য একখানি পত্র হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি এইরূপ,—

"মেয়ে বোম্বেটের পুনরাবির্ভাব।

প্রায় চারিমাস কাল আমরা মেয়ে বোম্বেটের কোন সংবাদ পাই নাই; কিন্তু সম্প্রতি প্রাচ্য-মহাসমুদ্র সমূহে তাহার অত্যাচারের সংবাদ শ্রবণ করা যাইতেছে। দেখা যাইতেছে, সিঙ্গাপুরের উপরই এখন তাহার দৃষ্টি। সিঙ্গাপুর হইতে সে কি কৌশলে দুইজন ইংরাজ ভদ্রলোককে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এই বুদ্ধিমতী রমণীর সাহস ও কৌশলের পরিচয় পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। সে যে দুইজন ইংরাজ ভদ্রলোককে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, আর একজন সিঙ্গাপুরের মান্যগণ্য অধিবাসী মিঃ এবিংটন। এ পর্য্যন্ত আমাদের বোধ হয়, পঞ্চাশবার এই রমণীর

অত্যাচার-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ; কিন্তু দেখিতেছি, গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য রণতরী ও অসংখ্য নৌসেনা লইয়া একটা স্ত্রীলোককে তাহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দান করিতে পারিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে ? এই দুর্দ্দান্ত রমণীর অত্যাচারে কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব্ব-মহাদেশে বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইবে, তাহার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কারণ, ইচ্ছা করিলেই সে যখন যে কোন জাহাজ লুণ্ঠন করিতে পারে এবং তাহার কোন প্রতীকার হয় না, তখন ভবিষ্যতে কাহার জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের আর উদাসীন থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে।"

আর একখানি সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম।

"মেয়ে বোম্বেটের শেষ কীর্ত্তি।

গত সপ্তাহে আমরা মেয়ে বোম্বেটের দুই একটি অদ্ভুত দুঃসাহসিক কার্য্যের পরিচয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। পাঠক জানিতে পারিয়াছেন, মেয়ে বোম্বেটে একজন ইংরেজ ডাক্তার ও মিঃ এবিংটন নামক সিঙ্গাপুর-প্রবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে তাঁহাদিগকে কোথায় রাখিয়াছে, তাঁহারা অদ্যাপি জীবিত আছেন কি না, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই, কিন্তু এখানেই মেয়ে বোম্বেটের অত্যাচার শেষ নহে, তাহার শেষ কীর্ত্তির কথা যেরূপ অদ্ভুত, সেইরূপ ভীতিজনক।

আমরা আমাদের বিশেষ সংবাদ-দাতার পত্রে অবগত হইলাম, গত শনিবার প্রভাতে বর্ম্মা নামক ডাকের জাহাজ সিঙ্গাপুর হইতে হঙ্কং যাত্রা করে, এই জাহাজে অনেকগুলি উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত আরোহী ছিলেন, তন্মধ্যে নূতন আডমিরাল সার ডমেনিক ডেনবাই, তাহার লেপ্টেনাণ্ট

মিঃ হস্‌কিন্ এবং হঙ্কঙের একজন অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী মিঃ বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থের নাম উল্লেখযোগ্য। এই জাহাজে আরও ছয়জন ভদ্র-বেশধারী আরোহী ছিল,তাহাদের নাম যথাক্রমে, মাডিসন্, কালডারম্যান, বরণস্, অলডারনি, গ্রাহাম এবং বস্‌ডার ; ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে পরিচয় আছে, এ কথা ইহাঁরা কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই এবং ইহাঁরা কেহ মিসনারি, কেহ পর্য্যটক, কেহ চায়ের মহাজন, কেহ সংবাদপত্রের সংবাদদাতা পরিচয়ে সেই জাহাজে আসিতেছিলেন। রবিবার প্রভাতে এই ডাকের জাহাজ কয়েক মাইল দূরে একখানি ভগ্নপ্রায় জাহাজ দেখিতে পায়। এই জাহাজখানি সমুদ্রে বিপন্ন হইয়াছে, এইরূপ সঙ্কেতচিহ্ন দেখাইতেছিল, ডাকের জাহাজ তাহার অপেক্ষাকৃত নিকটে গিয়া দেখিতে পায়, সেই জাহাজখানি সত্যই অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহার প্রধান মাস্তুলটি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইয়াছে।

সন্ধানে জানিতে পারা গেল, এই জাহাজখানি লর্ড মেক্‌লাডের মাজিটারিয়াস্ নামক জাহাজ, লর্ড মেক্‌লাড, সেই সময় এইখানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং সন্দেহের কোন কারণ না থাকায় ডাক-জাহাজের কাপ্তেন বেরিম্যান জাহাজ থামাইয়া উক্ত বিপন্ন জাহাজ-খানিকে বোট পাঠাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, বোট যথানিয়মে ডাকের জাহাজের নিকট ফিরিলে, পূর্ব্বোক্ত ভদ্রবেশধারী ছয় জন লোক সহসা পিস্তল বাহির করিয়া জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাহারা দিতে আরম্ভ করে ও কাহাকেও ডেকের দিকে যাইতে দেয় না।

ইতিমধ্যে ডেকের উপর হইতে মিঃ বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থকে আহ্বান করা হইল। তিনি ক্যাবিন হইতে ডেকে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই বোটে নামিতে বাধ্য করা হইল। তিনি বোটে উঠিবামাত্র বোট সেই ডাক জাহাজের নিকট চলিয়া গেল, তাহার পর মিঃ

বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থকে সেই জাহাজে তুলিয়া তাহাকে বাঁধিয়া এমন ভাবে বেত্রাঘাত করা হইল যে,তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার উঠিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নাই। এই ভাবে তাঁহাকে প্রহার করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সেই বোটে করিয়া ডাকের জাহাজে লইয়া আসা হইল। বোট ডাকের জাহাজে ভিড়িবামাত্র, উক্ত ছয় জন ছদ্মবেশী দস্যু সেই বোটে লাফাইয়া পড়িল এবং বোটখানি নিরাপদে উক্ত ভাঙ্গা জাহাজের নিকট লইয়া গেল। বিস্ময়ের কথা এই যে, দেখিতে দেখিতে যেন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলে ভাঙ্গা জাহাজখানি মেরামত হইয়া গেল এবং তাহা দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। এই লোম-হর্ষণ অত্যাচারের সংবাদে সভ্য-জগৎ নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইবে। নৌবিভা-গের প্রধান কর্ম্মচারীর চক্ষের উপর সেই জাহাজ হইতেই আর একজন অতি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গিয়া কেহ যে এ ভাবে অত্যাচার করিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে আমাদের নিকট সম্ভবপর মনে হইত না; কিন্তু এখন দেখিতেছি, মেয়ে বোম্বেটের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়; গবর্ণমেণ্ট যদি এখনও এই দুর্দ্দান্ত ও মহাপরাক্রম-শালী জল-দস্যুকে ধরিবার চেষ্টা না করেন, কিংবা চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হন, তাহা হইলে অতঃপর সমুদ্রপথে নিরাপদে যাতায়াত করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্ট অতঃপর এই অত্যাচার-নিবা-রণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করেন, তাহা জানিতে আমাদের আগ্রহ রহিল।

এই সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া, গভীর রাত্রে আমি শয্যায় শয়ন করি-লাম। আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রভাতে সাউথ কেনসিংটনে আমার ভগ্নী জেনেটের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। জেনেট তাহার স্বামীর গৃহে বাস করিত। জেনেট বিধবা, তাহার স্বামী সৈন্যদলে একটি বড় চাকরী করিতেন; আফ্রিকার যুদ্ধে গিয়া ম্যালেরিয়া-জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জেনেট আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। সে বলিল, "দাদা! তোমাকে যে দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না; এখানকার খবরের কাগজে তোমার সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা পাঠ করিয়াছি। শুনিয়াছি, প্রশান্ত মহাসাগরে কে একটা মেয়ে বোম্বেটে আছে, সে তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া পাথর কাটিতে দিয়াছে। আরও শুনিলাম, তুমি তাহাকে লাখ টাকা দিতে না পারিলে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। এ অবস্থায় তুমি কিরূপে পলাইয়া আসিলে?"

আমি বলিলাম, "খবরের কাগজওয়ালাদের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছি. ইহারা যদি একটু সত্য কথা লেখে! কি লিখিলে চারিদিকে হৈ-চৈ উপস্থিত হয়,তাহার সন্ধানেই উহারা ব্যতিব্যস্ত সত্য : মিথ্যা বিচার করিয়া দেখিতে চাহে না। তুমি ও সকল কথা বিশ্বাস করিও না, আমি এ পর্য্যন্ত বেশ ভালই ছিলাম। আর একটা কথা শুনিয়া তুমি বোধ হয় খুসী হইবে. আমি মনে করিতেছি, শীঘ্রই বিবাহ করিব।"

জেনেট সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,তাহার পর বলিল, "কে বিবাহ করিবে?—তুমি? তুমি ত বরাবরই বলিতে,'যাহারা নিতান্ত গাধা, তাহারাই বিবাহ করে।' এখন আবার এ কি কথা বলিতেছ?"

আমি বলিলাম,"জেনেট, আমিও গাধার দলে মিশিয়া গিয়াছি, সত্যই আমি বিবাহ করিব।"

জেনেট বলিল, "কাহাকে বিবাহ করিবে? কাহার মেয়ে, তাহার বাড়ী কোথায়, কিরূপ অবস্থার লোক, কোথায় তোমার সহিত দেখা হইল? দাদা! মেয়েটির বয়স কত?"

আমি বলিলাম, "দেখ জেনেট, একসঙ্গে তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব, আমি একে একে বলি, শুন। আমি যাহাকে বিবাহ করিব মনে করিয়াছি, তাহার নাম আলায়। এখন তাহার বয়স সাতাইশ বৎসর। তাহার পিতা-মাতা কেহ বাঁচিয়া নাই; তাহার পিতা ইংরাজ সরকারের জাহাজে কাপ্তেনী করিতেন। আলায় বড় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা, তাহার প্রকৃতিটিও বড় মধুর। সে শীঘ্রই এখানে আসিবে, দেখা হইলে আশা করি, তুমি তাহার আদর-যত্ন করিবে।"

জেনেট বলিল, "এ কথা বলিতে হয় দাদা? সে কবে আসিবে? কত দিনে বিবাহ হইবে?"

আমি বলিলাম, "১লা মে তাহার ইংলণ্ডে আসিবার কথা আছে, সে এখানে আসিলে বিবাহের দিন স্থির করিব।"

জেনেট বলিল, "সে এখন কোথায়? কি করে?"

আমি আলায় সম্বন্ধে যতটুকু কথা বলা যাইতে পারে, তাহা তাহাকে বলিলাম, গল্পে গল্পে অধিক বেলা হইয়া গেল; সে বেলা সেইখানেই আহার করিয়া অপরাহ্ণে বাড়ী ফিরিলাম। জেনেটের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আলায়কে সে যথেষ্ট আদর ও যত্নের সহিত গ্রহণ করিবে।

কিন্তু মে মাসের এখনও অনেক বিলম্ব। আমি এক দুই করিয়া দিন গণিতে লাগিলাম, দিন আর কাটে না; মিনিট আমার নিকট ঘণ্টা ও দিন আমার নিকট বৎসরের মত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু যতই দীর্ঘ বোধ হউক, সময় পড়িয়া থাকে না, তাহা কাটিয়া যায়, আমার সময়ও কাটিয়া গেল এবং যথাসময়ে এপ্রিল মাসের শেষ দিন উপস্থিত হইল।

৩০শে এপ্রিল আমার উৎসাহ ও অধীরতা এতই বৃদ্ধি হইল যে,

রাত্রে আর আমি ঘুমাইতে পারিলাম না, রাত্রে যতবার ঘণ্টা বাজিল, সকলই আমি শুনিতে পাইলাম। দুই. তিন, চার, ক্রমে পাঁচটা বাজিয়া গেল। পাঁচটার সময় আমি শয্যা ত্যাগ করিলাম এবং মাঠে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম।

প্রাতর্ভ্রমণের পর উৎকণ্ঠিতভাবে বাড়ী ফিরিয়া তিনখানি পত্র পাইলাম, কিন্তু তাহার একখানিও আলায়ের নিকট হইতে আইসে নাই; তাহার পর আরও দুই তিনবার ডাক-পিয়নকে চিঠি বিলি করিতে দেখিলাম, কিন্তু আমি কোন পত্র পাইলাম না। এই ভাবে ১লা মের মধ্যাহ্ন-কালও অতিবাহিত হইল। টিফিনের পর মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কি করিব, স্থির করিতে পারিলাম না। আলায় কি আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি কোন দিন তাঁহার কোন কথার ব্যতিক্রম হইতে দেখি নাই, আর এত বড় কথার ভুল হইবে? এইরূপ ভাবিয়া ডাকের সন্ধানে আর একবার বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় টেলিগ্রামের একজন পিয়ন একখানি টেলিগ্রাম দিয়া গেল। কম্পিত-হস্তে তাহা খুলিয়া পাঠ করিলাম। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"সকালে পৌছিয়াছি; সরবিটনে; বাওাবার্গ হাউসে আছি, শীঘ্র আসিবে।—আলায়।"

টেলিগ্রাম পাইয়া আমার মন আনন্দে উৎসাহপূর্ণ হইল, টেলিগ্রাম-বাহককে পুরস্কার দিয়া আমি আমার টুপী ও ছড়ি লইয়া একখানি গাড়ীতে ওয়াটার্লু ষ্টেসনের দিকে ধাবিত হইলাম। সেখানে ছয়টা পনের-মিনিটের ট্রেণে চাপিয়া প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে সরবিটন্ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে একখানি ঘোড়ার গাড়ী লইয়া পোর্টসমাউথ রোড অতিক্রম করিয়া বাওাবার্গ হাউসে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম, এ অট্টালিকাটি অত্যন্ত প্রাচীন হইলেও অতি বৃহৎ। এই

অট্টালিকার দেউড়ীতে গাড়ী থামিলে, আমি দরজায় আসিয়া ঘণ্টা নাড়িলাম। তৎক্ষণাৎ একটি দাসী বাহির হইয়া আসিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমাকে সঙ্গে লইয়া একটি সুন্দর ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল; সেখানে গিয়া আমি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আর একদিকের দরজা খুলিয়া আলায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আলায় সহাস্যে আমাকে বলিলেন, "আশা করি, আমার সম্বন্ধে তোমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "আলায়! তোমার কথা দিবারাত্রি সমানভাবে আমার মনে জাগরূক আছে, তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন করিবে, আমি এই আশায় আসিয়াছি।"

আলায় বলিলেন, "জর্জ্জ, তোমার ধৈর্য্যে আমি বড় আনন্দলাভ করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আলায়! যদি আমি তোমাকে আন্তরিক ভাল না বাসিতাম, যদি তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে কি আমি এ ভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতাম? কিন্তু বল, কবে তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন করিবে?"

আলায় বলিলেন, "আমি যখন আসিয়াছি, তখন আর তোমার চিন্তা কি? এই দেখ, তোমার প্রদত্ত অঙ্গুরী এখনও আমার অঙ্গুলিতে রহিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "এখন বোধ হয়, আমি পৃথিবীতে সকলের অপেক্ষা সুখী, তুমি কিরূপে আসিলে, বল।"

আলায় বলিলেন, "আসিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই; তবে আমি সোজা না আসিয়া সিড্‌নি ও মেলবোর্ণ ঘুরিয়া আসিয়াছি। মেলবোর্ণে আমি প্রায় একমাস ছিলাম, সেইখানেই আমি মিসেস্ বার্কার নাম্নী

একটি যুবতীকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করি। নেপল্‌সে আসিয়া একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে বাড়ী ভাড়ার বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাইলাম, এই বাড়ীটি খালি আছে; আমি আসিয়া বাড়ীওয়ালাকে টেলিগ্রাম করিয়া বাড়ীটি ভাড়া লইলাম; আজ সকালে এখানে আসিয়া বাড়ীটি সুসজ্জিত অবস্থায় পাইয়াছি। আমার কোন অসুবিধাই হয় নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দেশের খবর কি, আর আমার পুরাতন বন্ধু মিঃ বেলজিবাব? তাহাকে দেখিতেছি না কেন?"

আলায় বলিলেন, "আমি আসিবার সময় সেখানকার কাজকর্ম্মের সকল ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। আমার আদেশক্রমে সম্প্রতি সেখানে একটি প্রকাণ্ড টাউনহল প্রস্তুত হইতেছে। বেলজিবাব বেচারাকে আমার বাংলাতে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাকে সঙ্গে আনিলে, তাহাকে দেখিয়া লোকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে, এই ভয়ে তাহাকে আনিলাম না, আমার প্রতি কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আলায়! তোমার এই ইচ্ছা সফল হইবার নহে, ঈশ্বর তোমাকে এমন দুর্লভ রূপ দিয়াছেন যে, যে তোমাকে দেখিবে, সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিবে না। তুমি লণ্ডনে আপনাকে বেশ নিরাপদ্ মনে করিতেছ ত? যদি কেহ তোমাকে মেয়ে বোম্বেটে বলিয়া চিনিতে পারে কিংবা কোন কারণে সন্দেহ করে, তাহা হইলে তোমাকে কিরূপে রক্ষা করিব, ইহা চিন্তা করিতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।"

আলায় বলিলেন, "তোমার অনর্থক হৃৎকম্প হইতেছে, আমাকে চিনিতে পারে, এরূপ লোক ইংলণ্ডে আছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। হঙ্কঙের ভেসি আমাকে চিনিত; কিন্তু সে মরিয়া স্বর্গ বা নরক কোন এক স্থানে চলিয়া গিয়াছে; ইচ্ছা থাকিলেও আমাকে

ধরাইয়া দিবার জন্য তাহার এখানে আসিবার এক্তার নাই। স্থয়াবায়ার স্থলতান আমাকে চেনে, কিন্তু ইংরাজের সহিত তাহার এখন বড় মনোমালিন্য, সে নিশ্চয়ই এখন ইংলণ্ডে আসিবে না। এতদ্ভিন্ন এ দেশের তিনজন লোক মাত্র আমাকে চেনে, বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থ, আাসিয়াটিক জাহাজের প্রথম লেপ্টেনাণ্ট ও তাহার মিডসিপম্যান। আমি যত দূর জানিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থ ছুটির দরখাস্ত করিয়া থাকিলেও এখনও হঙ্কঙে আছে, আর প্রথম লেপ্টেনাণ্ট ও তাহার মিডসিপম্যান এখন চীন সমুদ্রে অন্য জাহাজে চাকরী করিতেছে।"

আমি বলিলাম, "আলায়! বিপদ্ অনেক সময়ই অজ্ঞাতপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, বিশেষ সাবধান হইলেও সকল সময়ে বিপদের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। আমরা ইউরোপ পরিত্যাগ না করিলে আর নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

আলায় বলিলেন, "জর্জ্জ, তুমিও কি আমার সঙ্গে যাইবে?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই যাইব, আর কাহার জন্য এ দেশে থাকিব?"

আমাদের কথা শেষ হইলে আলায়ের সঙ্গিনী মিসেস্ বার্কার সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। আলায় তাহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহার পর আহারাদির আয়োজন হইল।

আহারাদির পর যখন বাড়ীতে আসিলাম, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা।

পরদিন প্রভাতে আমি আমার ভগ্নী জেনেটের বাড়ী চলিলাম, জেনেটকে আর বিলম্ব করিতে অবসর দিলাম না, তাহাকে সঙ্গে লইয়াই একেবারে আলায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আলায় তখন নদীতীরে তাঁহার পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। আলায়কে দেখিয়া জেনেটের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার পর আলায় যখন জেনেটের সহিত আলাপ করিলেন, তখন জেনেটকে অত্যন্ত আনন্দিত

দেখিলাম। আধ-ঘণ্টার মধ্যে উভয়ের খুব ভাব হইয়া গেল। সে বেলা আলায় আমাদের না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না; আহারাদির পর আমাদিগকে বিদায়দান করিবার জন্য তিনি ষ্টেসনে চলিলেন।

ট্রেণে উঠিয়া আমি জেনেটকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আলায়কে দেখিয়া তোমার কিরূপ মনে হয়?"

জেনেট বলিল, "আশ্চর্য্য সুন্দরী, আর এমন নরম স্বভাব, দেখিলেই আপনার করিয়া লইবার জন্য ইচ্ছা হয়। স্ত্রীজাতির চরিত্র-সম্বন্ধে যদি আমার কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ইহাকে বিবাহ করিয়া তুমি কখনও অসুখী হইবে না।"

পরদিন জেনেট মিসেস্ বার্কার ও আলায়কে তাহার গৃহে কয়েক দিন বাস করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল।

আলায় যথাসময়ে সঙ্গিনী সহ জেনেটের গৃহে উপস্থিত হইলেন; আলায় জেনেটের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। জেনেটের সহিত আমার যে দিন সাক্ষাৎ হইত, সেই দিনই তাহার মুখে আলায়ের প্রশংসা ধরিত না।

এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে একদিন জেনেটের একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম :—

"সাউথ কেনসিংটন

সোমবার সন্ধ্যা।

প্রিয় বুড়ো জর্জ্জ!

আলায় ও মিসেস্ বার্কার আরও কয়েক দিন আমার বাড়ীতে বাস করিতে সম্মত হইয়াছেন। আগামী বুধবার সন্ধ্যাকালে ডুরিয়েন থিয়েটারে একখানি নূতন গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিতে যাইব মনে করিতেছি; আলায় কখনও গীতিনাট্যের অভিনয় দেখেন নাই বলিয়াই

আমার আগ্রহ অধিক; কিন্তু একজন পুরুষ সঙ্গী ভিন্ন রাত্রে সেখানে কিরূপে যাওয়া যায়? যদি তুমি সেথো হইতে পার, তাহা হইলে, সোণায় সোহাগা হয়। যদি তুমি না আসিতে পার, তাহা হইলে অগত্যা একজন মানুষ জোটাইয়া লইতে হইবে। সেদিন সন্ধ্যাকালে আমরা সাড়ে ছয়টার সময় আহার শেষ করিয়া লইব। তোমার অসম্মতি জানিতে না পারিলে তোমার আহারের আয়োজন করিব। বড় তাড়াতাড়িতে, ইতি।

তোমার স্নেহের ভগ্নী

জেনেট।"

বলা বাহুল্য, এরূপ প্রলোভন আমি সংববণ করিতে পারিলাম না। বুধবার সন্ধ্যাকালে আহারাদির পর আমরা থিয়েটারে চলিলাম। জেনেট পূর্ব্বেই একটা বক্স ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল।

ডুরিয়েন থিয়েটার অতি বিখ্যাত থিয়েটার, তাহার উপর নূতন গীতি-নাট্যের অভিনয়। দেখিলাম, সিট্ ও গ্যালারী লোকে লোকারণ্য হইয় গিয়াছে; বক্সেও স্থানাভাব। ভাগ্যে জেনেট পূর্ব্বে বক্স ভাড়া লইয়াছিলেন!—আমরা চারিজনে সেই বক্স অধিকার করিয়া বসিলাম, আলায় ও জেনেট পাশাপাশি সম্মুখের আসনে বসিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দেখি, দর্শকগণের অধিকাংশেরই দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়া আমাদের বক্সের উপর নিপতিত, শত শত দূরবীক্ষণ পিস্তলের মত আলায়ের মুখের উপর উদ্যত হইয়াছিল; সকলের চক্ষেই বিস্ময়ের ভাব। আমি বড় বিব্রত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু সে দিকে আলায়ের দৃষ্টি ছিল না, তিনি একদৃষ্টে অভিনয় দেখিতেছিলেন।

প্রথম অঙ্কের অভিনয় চলিতেছে, এমন সময় তিনজন ভদ্রলোক

আমাদের সম্মুখের বক্স অধিকার করিয়া বসিল। তাহারা যে ভাবে বাচালতা করিতেছিল, তাহাতে তাহাদিগকে মাতাল বলিয়া বোধ হইল। বসিবার অল্পক্ষণ পরে তাহারা ক্রমাগত আলায়ের মুখের উপর দূরবীণ কষিতে লাগিল। ইহারা কেহ কি আমাদের পরিচিত?—ঠিক ঠাওর করিতে পারিলাম না; বড় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম। পুনঃ পুনঃ দেখিয়া বোধ হইল, ইহাদের একজনকে যেন কোথাও দেখিয়াছি।

প্রথম অঙ্ক অভিনয়ের পর যবনিকা পড়িলে সেই তিনজন ভদ্রলোক বাহিরে চলিয়া গেল, আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম;—দেখিলাম, রঙ্গমঞ্চের বাহিরে একটি বৈদ্যুতিক আলোকস্তম্ভের অদূরে দাঁড়াইয়া তাহারা তিনজন গল্প করিতেছে।—বিদ্যুতের আলোকে বিদ্যুদ্‌বেগে আমার স্মরণ হইল, যাহাকে আমি চিনি চিনি ভাবিতেছিলাম, সে স্বয়ং বার্কিম্যানস্‌ওয়ার্থ, আলায় যাহাকে মধ্য-সমুদ্রে ধরিয়া চাবুক মারিয়াছিলেন।

আমার মস্তকে সে সময় বজ্রাঘাত হইলেও অধিক ভীত বা অধিক বিচলিত হইতাম না; আমার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনয় আরম্ভ হইলে, আবার থিয়েটার দেখিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু কিছুই আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না, দৃশ্যের পর দৃশ্য আমার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের আসনের সম্মুখস্থ সেই তিনজন লোককে আর দেখিতে পাইলাম না। বাহিরে আসিয়া সন্ধান লইলাম, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। থিয়েটার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অগত্যা আমাকে থাকিতে হইল, কিন্তু আলায়কে কোন কথা বলিতে সাহস হইল না, অনেকবার চেষ্টা করিয়াও আমি সে কথা বলিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাদিগকে জেনেটের বাড়ীতে

রাখিয়া বাড়ী ফিরিলাম, কিন্তু অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় গ্রীন পার্কের দিকে চলিলাম, অনেক পথ ঘুরিয়া যখন বাড়ী পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি ৩টা। আমি আমার পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর একখানি ক্ষুদ্র পত্র দেখিলাম, জেনেটের হস্তাক্ষর দেখিয়া পত্রখানি খুলিয়া তাহা পাঠ করিলাম। তাহাতে লেখা আছে :—

"প্রিয় জর্জ্জ! এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া এখানে চলিয়া আসিবে। আলায় গ্রেপ্তার হইয়াছে।

তোমার ভয়বিহ্বলা ভগ্নী
জেনেট।"

যাহা আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহাই হইল, সর্ব্বনাশ হইল, এখন উপায়? আমি উন্মত্তের ন্যায় জেনেটের বাটীর দিকে ছুটিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এত দিন পর্য্যন্ত আমি মনে মনে যে ভয় করিতেছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেও আমি মনকে কোনরূপে স্থির করিতে পারিতে ছিলাম না।

জেনেটের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "জেনেট, কি হইয়াছে, শীঘ্র বল।"

জেনেট বলিল, "আমি ত তোমাকে লিখিয়াছি, পুলিস আলায়কে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। কা'ল তুমি আমাদিগকে এখানে রাখিয়া চলিয়া যাইবার প্রায় পনের মিনিট পরে দুইজন লোক আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়; আমি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহারা আলায়কেও সেখানে ডাকাইতে বলে, তদনুসারে আমি আলায়কে সঙ্গে লইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিলাম। তখন একজন লোক একখানি পরোয়াণা বাহির করিয়া আলায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, 'আলায় ডন্‌বার, তুমি সমুদ্রে পুনঃ পুনঃ দস্যুবৃত্তি করিয়াছ, এই অভিযোগে ইংলণ্ডেশ্বরীর নামে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম।' —আমি এই গ্রেপ্তারি পরোয়াণা দেখিয়াও কেন যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি নাই, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "আলায় পরোয়াণাখানা দেখিয়া কি করিলেন?"

জেনেট বলিল, "তিনি কিছুই করিলেন না; তাঁহার মুখভাবেরও কোন পরিবর্ত্তন হইল না। দেখিলাম, তিনি সম্পূর্ণ অচঞ্চল. পরোয়াণা খানি হাতে লইয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'বোধ হইতেছে, আপনাদের কোন গুরুতর ভ্রম হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, আপনাদের

কর্ত্তব্যকর্ম্মে আমরা বাধা দিতে চাহি না। আমি আপনাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে?'

আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিল, 'প্রথমে স্কটলণ্ড-ইয়ার্ডে, তাহার পর বৌ-ষ্ট্রীটের পুলিস-আফিসে যাইতে হইবে।'

এ কথা শুনিয়া আলায় আমাকে বলিলেন, 'জেনেট! জর্জ্জ আমার বিপদের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইবেন, তাঁহাকে তুমি বুঝাইও। বেশী আর কি বলিব?' তার পর আলায় বাহিরে যাইবার উপযুক্ত পোষাকে সজ্জিত হইয়া আগন্তুকদ্বয়ের সহিত আমার গৃহ ত্যাগ করিলেন। আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি অনেক পূর্ব্বে আসিয়া, আলায় যাহাতে জামিনে মুক্তিলাভ করেন, তাহার চেষ্টা করিবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার চিঠিখানি পাইতে বিলম্ব হইয়াছিল, এখানে তোমাদের রাখিয়া বড় গরম বোধ হওয়ায় অনেক পথ ঘুরিয়া শেষ রাত্রে বাড়ী যাই। দেখিলাম, টেবিলের উপর তোমার পত্রখানা রহিয়াছে। জেনেট, বুঝিতেছি, আমার দোষেই এ বিভ্রাট ঘটিয়াছে, থিয়েটারে আমাদের বক্সের ঠিক সম্মুখে যে কয়েকজন লোক বসিয়াছিল, তাহারা দূরবীণ দিয়া আলায়কে ক্রমাগত দেখিতেছিল, তাহা বোধ হয় তুমি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।"

জেনেট বলিল, "হাঁ, আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম; আমার মনে হইতেছিল, লোকগুলা কি অসভ্য! কিন্তু এই ব্যাপারের সহিত আলায়ের গ্রেপ্তারের কোন সম্বন্ধ আছে কি?"

আমি বলিলাম, "উহাদেরই মধ্যে একজনের নাম বার্কম্যানস্ওয়ার্থ। তুমি কি খবরের কাগজে পড় নাই, মেয়ে বোম্বেটে তাহাকে মধ্য-সমুদ্রে সরকারী জাহাজ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছিল?"

জেনেট সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ে লোকের বেত খাইয়াছিল, লোকটা খুব বীর পুরুষ বটে! কিন্তু সেজন্য আলায়কে গ্রেপ্তার করিবে কেন?"

আমি বলিলাম, "জেনেট! তোমাকে এত শীঘ্র বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু না বলিলে আর চলিতেছে না। তোমরা যাহাকে মেয়ে বোম্বেটে বলিয়া জান, সে স্বয়ং আলায় ভিন্ন আর কেহ নহে।"

জেনেটের যেন মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। সে ভীতভাবে বলিল, "আজ তুমি এ কি সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ? আলায় মেয়ে বোম্বেটে? —অসম্ভব!"

আমি সংযত-স্বরে বলিলাম, "সম্পূর্ণ সম্ভব এবং সত্য।"

জেনেট বলিল, "আর একটু হইলেই ত তুমি মেয়ে বোম্বেটেকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছিলে! আলায় মেয়ে বোম্বেটে! এ কথা যে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। সে কি কোন যাদুবিদ্যা জানে?"

আমি বলিলাম, "জানে বই কি। না জানিলে আমাকে ভুলাইল কিরূপে? যাহা হউক, তোমার ভয় নাই। আলায় মেয়ে বোম্বেটে হইলেও তাহাকেই আমি বিবাহ করিব এবং ভরসা করি, তাহার স্বামী হইয়া আমার বোম্বেটেগিরী না করিলেও চলিবে। তুমি ভয় পাইও না, আলায়ের সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা জানি, তাহা সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি; তুমি আলায়ের সহিত কয়েক দিন একত্র বাস করিয়াছ, তাহার প্রকৃতির পরিচয়ও পাইয়াছ। আমার গল্পগুলি শুনিলে তাঁহার সম্বন্ধে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।"

আমি সঙ্ক্ষেপে আলায়-সম্বন্ধে সকল কথা জেনেটের গোচর করিলাম এবং কিরূপে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়, তাহাও তাহাকে জানাইলাম।

সকল কথা শুনিয়া জেনেট বলিল, "যেমন করিয়াই হউক, আলায়কে উদ্ধার করিতেই হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমি সেই চেষ্টাতেই যাইতেছি, কিন্তু আশা করি, আলায় সম্বন্ধে তোমার মন্দ ধারণা দূর হইয়াছে।"

জেনেট বলিল, "হাঁ, তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে অতি উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছে, তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আমার ভালবাসা জানাইয়া বলিবে, আমি আমার জীবন দিয়াও তাঁহার উপকারসাধনে প্রস্তুত আছি।"

আমি গ্লসেষ্টার রোডে আসিয়া, ভূগর্ভমধ্যবর্ত্তী ট্রেণে চাপিয়া টেম্পেনে নামিলাম, সেখান হইতে পদব্রজে বৌষ্ট্রীটের থানায় আসিলাম, একজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবামাত্র তিনি যথেষ্ট ভদ্রতার সহিত আমাকে আলায়ের সাহত সাক্ষাতের জন্য হাজত-ঘরে লইয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন, "আমরা হাজতের যে কুঠারীতে সাধারণ অপরাধীকে কয়েদ রাখি, এই সুন্দরী রমণীকে সে কক্ষে রাখি নাই, তিনি যাহাতে একটু আরামে থাকিতে পারেন, সে জন্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কক্ষে তাঁহাকে স্থান দিয়াছি।"

আলায় আমাকে দেখিবামাত্র সোফা হইতে উঠিয়া আমার নিকটে আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "জর্জ্জ, তুমি আমার বিপদের কথা শুনিবামাত্র আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহা আমি জানিতাম।"

আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার সোফায় বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার পাশে বসিয়া বলিলাম, "আলায়! আমার বুদ্ধির দোষেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে, থিয়েটারে আমি যে মুহূর্ত্তে বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থকে দেখিয়াছিলাম, সেই সময় যদি তোমাকে সাবধান করিতাম, তাহা হইলে অন্ততঃ তুমি আত্মরক্ষা

করিবার চেষ্টারও অবসর পাইতে, কিন্তু আমি তোমাকে সে কথা বলিতে সাহস করি নাই।"

আলায় বলিলেন, "তুমি অনর্থক নিজের ঘাড়ে দোষ লইতেছ, বার্ক-ম্যানস্‌ওয়ার্থ থিয়েটারে উপস্থিত হইবামাত্র আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। সেই সময়েই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি করিব, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমি আত্মরক্ষার কোন উপায়ই অবলম্বন করি নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করিবে মনে করিতেছ?"

আলায় বলিলেন,"এখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই। নানা চিন্তায় আমার মন অত্যন্ত অস্থির আছে, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, ইংরাজের কারাগারে বন্দিনী হইবার জন্য আমি এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে আসি নাই। কিন্তু আদালতে মামলা উঠিলে, আমার পক্ষ-সমর্থনের জন্য আপাততঃ একজন উকীলের আবশ্যক; তাহার পর যদি দেখিতে পাই, মামলায় আমার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই, তখন পলায়নের একটা উপায় স্থির করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "আলায়! লণ্ডন হইতে পুলিসের চক্ষে ধূলা দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব, তুমি ত রমণী।"

আলায় বলিলেন, "আমি রমণী, সেই জন্য তাহা আমার পক্ষে অধিক সম্ভব। মানুষের যদি মাথা থাকে ও ষড়্‌যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত অর্থের অভাব না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে, ইংরাজের কবল হইতে মুক্তিলাভ সামান্য কথা।"

আমি বলিলাম. "আমি পুরুষ, কিন্তু তোমার সাহস দেখিয়া আমার লজ্জা হইতেছে। আপাততঃ কি করা যাইবে।"

আলায় বলিলেন, "তুমি আমার জন্য বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছ ?"

আমি বলিলাম, "তোমার উদ্ধারের জন্য আমি জীবন-বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত আছি, আমার এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় না ?"

আলায় বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয় ; আমি কে, তাহা কি জেনেটকে বলিয়াছ ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, বলিয়াছি ; তোমার সকল কথা শুনিয়া জেনেট তোমার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিয়াছে ; বলিয়াছে, যেমন করিয়া হউক, তোমাকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

আলায় বলিলেন, "মেয়ে বোম্বেটে ধরা পড়িয়াছে শুনিলে প্রাচ্য-ভূখণ্ডে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইবে।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই ; যদি আমি বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থের সহিত পাচ মিনিটকাল সেখানে আলাপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, একটা উপায় স্থির করা সহজ হইত।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কারারক্ষী সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'পনের মিনিট শেষ হইয়াছে, আপনারা আর কথাবার্ত্তা কহিতে পারিবেন না।' আমি অগত্যা আলায়ের নিকট বিদায় লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম।"

বৌষ্ট্রীট দিয়া ফিরিবার সময় শুনিলাম, খবরের কাগজ-বিক্রেতারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—'বড় নূতন খবর !—মেয়ে বোম্বেটে ধরা পড়িয়াছে।'

আমি একখানি কাগজ কিনিয়া পকেটে পূরিলাম। তাহার পর একটা টেলিগ্রাফ-আফিসে গিয়া আমার বাল্যবন্ধু ব্যারিষ্টার ব্র্যাণ্ডনকে

অবিলম্বে আমার বাড়ীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য টেলগ্রাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

কাপড় ছাড়িয়া খবরের কাগজে মেয়ে বোম্বেটের গ্রেপ্তার-সম্বন্ধে কি ছাপা হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য কাগজখানি লইয়া বসিলাম; দেখিলাম, তাহাতে বিশেষ কোন জ্ঞাতব্য কথা নাই; আমরা যতটুকু জানিতাম, তাহার অতিরিক্ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই।

রাত্রি নয় ঘটিকার সময় একখানি গাড়ী ঘর্ঘর-শব্দে আমার সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল; আমার বাল্যবন্ধু ব্র্যাণ্ডন সহাস্যমুখে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন;—বলিলেন, "অসময়ে তুমি হঠাৎ আমাকে ডাকিয়াছ কেন? কোন রোগীকে ভ্রমক্রমে বিষ খাওয়াইয়াছ না কি? না কাহারও নামে মানহানির মামলা করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা উকীল-ব্যারিষ্টারেরা লোকের সর্ব্বস্বান্ত করি, আমাদের এরূপ সুনাম আছে, কিন্তু তোমাদের সুনাম অনেক অধিক, তোমরা মক্কেলদের একেবারে ভবপারে পাঠাইয়া দাও। কিন্তু তোমাকে এত গম্ভীর দেখিতেছি কেন? সত্যই কি কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে?"

খবরের কাগজখানির যে অংশে মেয়ে বোম্বেটের গ্রেপ্তারের সংবাদ ছিল, তাহা পাঠ করিবার জন্য আমি বন্ধুকে ইঙ্গিত করিলাম। বন্ধু এক পেয়ালা কাফি ও মাখমমাখা রুটী খাইতে খাইতে তাহা পাঠ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিতেছি। যে কারণেই হউক, তুমি এই স্ত্রীলোকটির পক্ষসমর্থনের জন্য আমাকে নিযুক্ত করিতে চাও।"

আমি বলিলাম, "তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ, এই স্ত্রীলোকটি আমার প্রণয়িনী, যদি কেহ তাহাকে আইনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারে, তবে তুমিই পারিবে, বড় বিপন্ন হইয়াই আমি অসময়ে তোমাকে ডাকিয়াছি।"

ব্র্যাগুন বলিলেন, "আমার যাহা সাধ্য, তাহার ত্রুটি হইবে না, আসামী এখন কোথায় ?"

আমি বলিলাম, "বৌষ্ট্রীটে, আজ বেলা বারোটার সময় আদালতে তাহার মামল উঠিলে, তাহাকে সেখানে হাজির করা হইবে।"

বন্ধু ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন; তাহার পর বলিলেন, "সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দেখিতেছি, আদালতে হাজির হইবার পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক; আমি আর এখানে বিলম্ব করিব না, এখনই আসামীর সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসি।"

বন্ধু প্রস্থান করিলেন, আমিও আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বেলা বারোটার অনেক পূর্ব্বেই আমি আদালতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এজলাস লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে, এই অপূর্ব্ব উত্তেজনা-জনক মামলার বিচার দেখিবার জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত-মহিলা ও পুরুষ বিচারালয়ে সমাগত হইয়াছেন। বেলা ঠিক বারোটা বাজিলে আলায় আসামীর কাঠগড়ায় নীত হইলেন, তাঁহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া দর্শকগণ ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

অনন্তর মামলা আরম্ভ হইল। পুলিস দেখাইল, অনেকদিন পূর্ব্বেই মেয়ে বোম্বেটেকে ধরিবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়াণা বাহির হইয়াছিল, কিন্তু পুলিস তাহাকে ধরিতে পারে নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে লণ্ডন-পুলিসের নিকট সংবাদ আইসে, মেয়ে বোম্বেটে ইংলণ্ডে আসিয়াছে; অনুসন্ধানের ফলে ও সনাক্তকারীর সনাক্ত দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে, বর্ত্তমান আসামীই স্বয়ং মেয়ে বোম্বেটে। এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য মামলার প্রথম অবস্থাতেই পুলিস সাক্ষী উপস্থিত করা সঙ্গত

মনে করেন না; পুলিসের প্রার্থনা, সিঙ্গাপুর হইতে একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই মামলা মুলতুবী থাকে।

এই সময় ব্র্যাণ্ডন উঠিয়া বলিলেন,—"তাঁহার মক্কেলকে মিথ্যা সন্দেহে অন্যায় করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, আসামী যে মেয়ে বোম্বেটে নহেন, এ কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আসামী অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছেন। আসামীকে দেখিয়া বোধ হয়, এ কথা কাহারও একবার মনে হয় নাই যে, আসামী সমুদ্রে সমুদ্রে বোম্বেটেগিরী করিয়া বেড়াইতে পারেন।—না, তিনি বোম্বেটে নহেন, তিনি ভদ্রলোকের কন্যা; অষ্ট্রেলিয়া হইতে তিনি আমার একটি বাল্যবন্ধুকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন; আর আমার এই বন্ধুটিও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নহেন, লণ্ডনের বিদ্বজ্জনসমাজে তিনি সুপরিচিত ব্যক্তি এবং সম্ভ্রান্ত-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। এরূপ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাগ্‌দত্তা পত্নীর প্রতি পুলিস যেরূপ কঠোর ও অমার্জ্জনীয় ব্যবহার করিয়াছে, এই সভ্যতালোকিত লণ্ডনের মত স্থানে তাহা অত্যন্ত বিচিত্র ও লজ্জাজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অপমানে আমার মক্কেল হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করি; অতএব আমার নিবেদন এই যে, এই মামলা ডিস্‌মিস করিয়া আমার মক্কেলকে সসম্মানে মুক্তিদান করা হউক এবং পুলিস তাঁহার প্রতি যেরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, সেজন্য রায়ে পুলিসের প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা হউক।"

আমার ব্যারিষ্টার বন্ধুর এই বক্তৃতা যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে বিচলিত হইলেন না; তিনি এই মামলা

চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক সপ্তাহের জন্য মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিলেন এবং জামিনের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন।

প্রহরীবেষ্টিত হইয়া আলায় কয়েদীর গাড়ীতে কারাগারে চলিলেন; আমিও জেনেটকে সঙ্গে লইয়া বেলা তিনটার সময় কারাগারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। আলায়ের সহিত জেনেটের কথা শেষ হইলে, আমি আলায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কারাগারে তোমার কষ্ট নাই ত?"

আলায় বলিলেন, "না, আমি এখানে পড়িবার জন্য অনেকগুলি পুস্তক ও লিখিবার জন্য দোয়াত, কলম, কালী পাইয়াছি এবং আমার খাদ্যসামগ্রী বাহিরের একটা হোটেল হইতে আনাইয়া লইবার অনুমতি পাইয়াছি। কিন্তু মোকদ্দমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, আমার মুক্তিলাভের আশা নাই। সিঙ্গাপুর হইতে শীঘ্রই একজন রাজকর্ম্মচারী আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে লণ্ডনে আসিবে, তাহার পর বিচারের জন্য আমাকে পূর্ব্ব-মহাদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।"

জেনেট বলিল, "যেমন করিয়া হউক, ইহাতে বাধা দিতে হইবে।"

আলায় বলিলেন, "কিন্তু ইংলণ্ড হইতে পলায়ন করা সহজ নহে। আমি দেখিতেছি, এখানকার কারাগারের প্রাচীর অত্যন্ত দৃঢ় এবং কারা-সম্বন্ধীয় নিয়ম অত্যন্ত কঠোর।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্র্যাগুনকে তুমি সকল কথা বলিয়াছ? এই মামলার ফলাফল-সম্বন্ধে তাঁহার মত কি, জানিতে পারিয়াছ?"

আলায় বলিলেন, "তিনি বলেন, যদি ফরিয়াদী-পক্ষ আমাকে ঠিক সনাক্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে এ মামলায় কিছুই হইবে না। বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থের জবানবন্দী হইতে বিশেষ কোন

ভয়ের কারণ নাই। কারণ, কে তাহার কথার সমর্থন করিবে? এবিংটন ও ভেসি উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; মানোয়ারী জাহাজের দুইজন কর্ম্মচারী ও যে দুইজন দেশীয় রাজা আমাকে চেনে, তাহাদের সাক্ষী মানা হইবে কি না সন্দেহ। যাহাই হউক, আমি যে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিব, সে আশা অল্প।”

আমি নিম্নস্বরে বলিলাম, “কিন্তু যদি বৈধ উপায়ে আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে না পারি, তাহা হইলে অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।”

আলায় বলিলেন, “না জর্জ্জ, আমার তুচ্ছ জীবনের জন্য তোমার জীবন বিপন্ন করিও না।”

আমি বলিলাম, “আজ যদি ওয়ালওয়ার্থ এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের একটা উপায় হইতে পারিত।”

আলায় বলিলেন, “ওয়ালওয়ার্থ এখন দশ হাজার মাইল দূরে আছে, সুতরাং তাহার সাহায্যলাভের কোন আশা নাই। জেনেট, আমাদের আর কথা কহিবার অবসর হইবে না। ঐ দেখ, প্রহরী আসিতেছে; আমি এ দেশে আসিয়া তোমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিও।”

আলায় জেনেটের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন; এই পত্রখানি আলায় কারাগারে বসিয়া অবসরকালে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া কারাকক্ষ পরিত্যাগ করিলাম।

আমি বাড়ী আসিয়া আমার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময় আমার চেয়ারের উপর একটি বৃদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিলাম। তাহার আকার সুদীর্ঘ, পক্ক কেশ, সাদা দাড়ী খাটো করিয়া কাটা; বৃদ্ধটি একখানি খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া আমার দিকে

চাহিতে লাগিলেন ; তাহার পর উঠিয়া প্রসারিত-হস্তে আমাকে বলিলেন, "নমস্কার মহাশয় ! আশা করি, আপনার বৃদ্ধ বন্ধুকে ইতিমধ্যেই আপনি ভুলিয়া যান নাই।"

আমি সবিস্ময়ে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কোন কালে যে তাঁহার সহিত আমার আলাপ ছিল, সে কথা আমি স্মরণ করিতে পারিলাম না। আমি ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় তিনি স্বর বদলাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ? কিন্তু এইবার বোধ হয় পারিবেন।" তিনি তাঁহার পরচুলা ও গোঁফ খুলিয়া ফেলিতেই দেখিতে পাইলাম, আগন্তুক স্বয়ং ওয়ালওয়ার্থ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ওয়ালওয়ার্থকে চিনিবামাত্র আমি মহানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম; এ সময় এখানে তাঁহার উপস্থিতি পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া মনে হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি যে ইংলণ্ডে আসিবেন, এরূপ ধারণা করিতে পারি নাই; আলায়ও ভাবিতেছিলেন। আপনি দশ হাজার মাইল তফাতে আছেন, বোধ হয়, আপনি আমাদের দুঃসংবাদ শুনিয়াছেন।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি; তবে কিরূপে যে এ বিভ্রাট উপস্থিত হইল, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আপনার কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না; কিন্তু আপনি কি মনে করিয়া হঠাৎ এখানে আসিলেন?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থ আসিতেছে সংবাদ পাইয়া আমি এখানে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। আমি হঙ্কঙে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাই, বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থ ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছে। আমি বুঝিলাম যে, যদি ইংলণ্ডে আসিয়া সে আমাদের কর্ত্রীর সন্ধান পায়, তাহা হইলে সে তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ ত্যাগ করিবে না। কিন্তু সে আমার পূর্ব্বেই লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, গত কল্য আমি লণ্ডনে আসিয়া কর্ত্রীর বিপদের কথা শুনিতে পাইলাম, কা'লও আমি বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলাম; আমি আপনার কাছেই ছদ্মবেশে দাঁড়াইয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু এখানে আপনার ছদ্মবেশের আবশ্যক কি? লণ্ডনে ত আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "ভয়ের কারণ যে একেবারেই নাই, এরূপ নহে। বার্কম্যানস্‌ওয়ার্থকে আমিই ধরিয়া লইয়া গিয়া বেত খাওয়াই, সে আমাকে বেশ ভাল করিয়াই চিনিয়া রাখিয়াছে, এখানে যদি সে আমাকে চিনিতে পারে, তাহা হইলে আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিসের হস্তে বন্দী হইব, সকল কাজ নষ্ট হইয়া যাইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এই মামলায় আপনাদের কর্ত্রীর পক্ষসমর্থনের জন্য কোন চেষ্টা করিবেন?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "পক্ষসমর্থন করিয়া কোন ফল নাই এবং তাহার অবসর দেওয়া হইবে না; তাঁহাকে হঙ্কঙে পাঠাইলে নিশ্চয়ই তিনি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।—না, মামলা কোনরূপেই চালাইতে দেওয়া হইবে না, কিন্তু এখানকার বিধি-ব্যবস্থার যেরূপ কড়াকড়ি দেখিতেছি, তাহাতে সহজে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারা যাইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না; কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, উদ্ধার করিতেই হইবে, এখন পর্য্যন্ত আমার মাথায় কোন ফন্দী আইসে নাই, কর্ত্রীর সহিত যদি একবার গোপনে সাক্ষাৎ করিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত ঠিক করিয়া লইব।"

আমি বলিলাম, "আমি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসি, তখন তিনি একখানা পত্র দিয়াছিলেন। পত্রে কি লেখা আছে, দেখা হয় নাই, দেখা যাউক, তিনি কি লিখিয়াছেন।"

আমি পত্রখানি বাহির করিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলাম।

আলায় লিখিয়াছিলেন, "কিরূপে পলায়ন করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি; বৌষ্ট্রীট হইতে হলওয়ে ষ্ট্রীটে কয়েদীর

গাড়ীতে যাইবার সময় যদি আমার পলায়নের কোন উপায় করিতে পারা যায়,তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ; প্রহরীদিগকে ও শকট-চালককে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করা যাইতে পারে কি না, তাহার চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।”

ওয়ালওয়ার্থ পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া পাঁচ মিনিটকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন ; তাঁহার স্থিরদৃষ্টি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত, বোধ হইল, তাঁহার বাহ্যশ্বাস লুপ্ত হইয়াছে।

পাঁচ মিনিট পরে তিনি আমাকে বলিলেন, “কর্ত্রী যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তদনুসারেই কাজ করিতে হইবে, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া আমি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি স্থির করিলেন ?”

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, সে কথা এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না ; আমার ফন্দী কত দূর সফল হইতে পারে, তাহা একবার সন্ধান করিয়া দেখি। আজ রাত্রি নয়টার সময় আমি এখানে আসিয়া সকল কথার আলোচনা করিব। আপনি নিরুৎসাহ হইবেন না, উপায় একটা হইবেই।”

ওয়ালওয়ার্থের নিশ্চিন্তভাব দেখিয়া আমি অনেকটা সুস্থ হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,“আপনাদের কর্ত্রী এখানে আসিয়াছেন কেন জানেন ?”

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন,“সকলই জানি,তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের বিবাহ হইবার কথা ছিল। যদি আমরা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই শুভ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। ডাক্তার নর্ম্মান্ ভিলী, আপনি যাঁহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্য আমরা সহস্র সহস্র লোক অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি, আমাদের যত দূর সাধ্য, কার্য্যের ত্রুটি হইবে না।”

ওয়ালওয়ার্থ আমার নিকট বিদায় লইলেন।

রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কোন রকমে কাটাইয়া দিলাম। রাত্রি নয়টার পর শুনিতে পাইলাম, মিঃ সামুয়েল বেকার নামক একজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। এ ভদ্রলোকটি কে? কোন ছদ্মবেশী পুলিস-কর্ম্মচারী নহে ত? তিনি আমার সম্মুখে আসিলে তাঁহাকে একজন সদাগর বলিয়া মনে হইল, কিন্তু লোকটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগন্তুক আমার সম্মুখে আসিয়া পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া চসমাখানি মুছিলেন, তাহার পর তাহা যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার নম্যান্ ভিলী, আমাকে কি চিনিতে পারেন?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "ওয়ালওয়ার্থ! আপনার ছদ্মবেশে আপনাকে চিনিতে পারে, কাহার সাধ্য? আপনি আসিয়াছেন, ইহা আমার একবারও মনে হয় নাই। ছদ্মবেশধারণে আপনার অসাধারণ পটুতা।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "অনেক দিনের অভ্যাসে এই পটুতা লাভ করিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন নূতন সংবাদ আছে?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে, আজ অপরাহ্নে আপনার নিকট বিদায় লইয়া যাইতে যাইতে আমি একটা ফন্দী স্থির করিয়াছি। বৌ-ষ্ট্রীটের থানা হইতে বা হলওয়ের কারাগার হইতে কর্ত্রীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে এবং চেষ্টা একবার ব্যর্থ হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হইয়া উঠিবে। তাঁহাকে যখন আদালত হইতে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইবে, সেই সময়ই কার্য্যোদ্ধারের প্রধান সুযোগ। তিনি কয়েদীর গাড়ীতে থাকিতে থাকিতে তাঁহাকে উদ্ধার

করিতে হইবে; কিন্তু কিরূপে যে এই কার্য্য সফল হইবে, তাহা আমি এখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই; কর্ম্মচারীদের উৎকোচদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা হয় ত সফল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। এতদ্ভিন্ন কয়েদীর গাড়ীখানি যে আমরা দখল করিতে পারিব, সে সম্ভাবনাও নিতান্ত অল্প। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আপনাকেও আমার সাহায্য করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমি সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "তাহা আমি জানি, কিন্তু আপনি স্মরণ রাখিবেন, যদি আমরা কৃতকার্য্য না হই কিংবা কার্য্যকালে ধরা পড়ি, তাহা হইলে আপনার বিপদের সীমা থাকিবে না, আপনার পসার-প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে, আর কৃতকার্য্য হইলেও আপনি নিরাপদে এ দেশে বাস করিতে পারিবেন না, আপনাকে আমাদের সঙ্গেই যাইতে হইবে, ইহাতে আপনি সম্মত আছেন?"

আমি বলিলাম, "সম্পূর্ণ সম্মত আছি, আলায়কে রক্ষা করিবার জন্য আমি কোন বিপদের সম্মুখীন হইতেই কুণ্ঠিত হইব না।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "তাহা হইলে আমি কি স্থির করিয়াছি, শুনুন। কয়েদীর গাড়ী প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে কয়েদী লইয়া জেলখানা হইতে আদালতে যায়, আবার কাছারী ভাঙ্গিলে কয়েদী লইয়া জেলখানায় ফিরিয়া যায়। গাড়ী যখন জেলখানা হইতে আদালতে যাইবে, তখন সেই গাড়ীখানা এ ভাবে আটক করিতে হইবে যেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহা আদালতে যাইতে না পারে; ইতিমধ্যে ঠিক সেইরূপ আর একখানা কয়েদীর গাড়ী আদালতে উপস্থিত হইয়া কয়েদীকে তুলিয়া লইবে এবং তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবে।

আমাদের কর্ত্রী সেই গাড়ী হইতে নামিয়া রোগী সাজিয়া আর একখানা গাড়ীতে উঠিবেন; সেই গাড়ীতে তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেসনে লইয়া যাওয়া হইবে। ষ্টেসনে ট্রেণ প্রস্তুত থাকিবে, সেই ট্রেণে আমরা সমুদ্র-তীরে উপস্থিত হইব। সমুদ্রতীরে রোগীর বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এক-খানা ছোট ষ্টীমার ভাড়া করা থাকিবে, এ দিকে আমরা প্যাটার্শনকে তারযোগে লোনষ্টারকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনিতে বলিব, ইতিমধ্যে ষ্টীমারখানি আমাদিগকে লইয়া লোনষ্টারের নিকটবর্ত্তী হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার টেলিগ্রামে ত লোকের সন্দেহ হইতে পারে?”

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, “আপনি সে জন্য চিন্তিত হইবেন না, আমরা সাঙ্কেতিক কৌশলে সংবাদাদি প্রেরণ করিয়া থাকি। যাহা হউক, আমার এই ফন্দীটি আপনার কিরূপ বোধ হইতেছে?”

আমি বলিলাম, “মন্দ নয়, কিন্তু এই ভাবে কাজ করা সহজ হইবে ত?”

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, “কঠিন কার্য্য উদ্ধার সহজ উপায়ে হয় না, কাজ দেখিয়া ভয় পাইলেও চলিবে না, এ সকল কাজে জলের মত অর্থব্যয় করিতে হইবে, এ জন্য যদি বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। প্রথমতঃ একখানা কয়েদীর গাড়ী চাই, যদি কোন শকট-নির্ম্মাতার কাছে তাহা পাওয়া যায়, উত্তম; নতুবা তাহা প্রস্তুত করাইতে হইবে। আর সময় নাই, আবশ্যক হইলে দিবারাত্রি মিস্ত্রী খাটাইয়া প্রস্তুত করাইতে হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিন্তু আপনি যে এই ভাবে কয়েদীর গাড়ী প্রস্তুত করাইবেন, যদি কেহ কৈফিয়ৎ চায়, কি উত্তর দিবেন?”

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, “আমাকে আপনি চেনেন কি? আমার নাম ম্যাকসিমিলেন ষ্টাগাস, আমি একটি থিয়েটারের অধ্যক্ষ, আর

আপনি আমার সেক্রেটারী, আপনার নাম ফেয়ার লাইট লংস্‌ম্যান। ম্যাঞ্চেষ্টারের সুবিখ্যাত রয়াল অলিমপিক রঙ্গমঞ্চে আমার থিয়েটারের দল কয়েক দিন একখান নূতন নাটকের অভিনয় দেখাইবে; যে পুস্তকখানির অভিনয় হইবে, তাহার নাম রমণীর কৌশল। আগামী ৩রা শনিবার প্রথম অভিনয় হইবে, এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপন, প্লাকার্ড পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে, আপনি একখানি প্লাকার্ড দেখুন।”

আমি অবাক্ হইয়া ওয়ালওয়ার্থের কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি তাঁহার হাতব্যাগ হইতে রামধনুর মত বিচিত্র বর্ণে মুদ্রিত একখানি প্রকাণ্ড প্লাকার্ড বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। প্লাকার্ডে এইরূপ লেখা ছিল :—

রয়াল অলিমপিক থিয়েটার।

ম্যাঞ্চেষ্টার।

স্বত্বাধিকারী—মিঃ উইলিয়ম ক্যারিকফোর্ড।

কেবল দশ রাত্রির জন্য! কেবল দশ রাত্রির জন্য!!

২০শে জুন শনিবার হইতে আরম্ভ।

মিঃ ম্যাক্‌সিমিলেন ষ্ট্রাগাসের জগদ্বিখ্যাত ষ্টাণ্ডার্ড কোম্পানী।

অত্যন্ত অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ বিচিত্র নাটক

রমণীর কৌশল!

গোয়েন্দা-পুলিস—জীবন্ত ডালকুত্তা—

প্রকাণ্ডকায় সুশিক্ষিত অশ্ব,—কয়েদীপূর্ণ আসল গাড়ী।

অধ্যক্ষ ও একমাত্র স্বত্বাধিকারী মিঃ ম্যাক্‌সিমিলেন ষ্ট্রাগাস।

সেক্রেটারী—মিঃ ফেয়ার লাইট লংস্‌ম্যান।”

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "প্লাকার্ডখানি কেমন হইয়াছে? কয়েদীর গাড়ী-নির্ম্মাণের কৈফিয়ৎ কি সন্তোষজনক হইবে না?"

আমি বলিলাম, "আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা, কিন্তু ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি; আগামী কল্য প্রভাতে আমরা দুইজনে শকট-নির্ম্মাতার কারখানায় উপস্থিত হইব, পূর্ব্বে তাহাকে পত্র লিখিয়া কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছি; এই প্লাকার্ডখানি তাহাকে দেখাইয়া বলিব, আমাদের থিয়েটারের অভিনয়ের দিন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; যে তারিখে অভিনয় আরম্ভ করিবার কথা ছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বেই অভিনয় আরম্ভ হইবে, সুতরাং গাড়ীখানি এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। প্লাকার্ডখানি দেখিলে আর তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইবে না, তাহারা তাড়াতাড়ি গাড়ী প্রস্তুত করিয়া ফেলিবে।"

আমি বলিলাম, "চমৎকার কৌশল, কিন্তু তাহার পর?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "তাহার পর দুইটি পুলিসের পোষাক সংগ্রহ করিতে হইবে এবং বিশ্বাসী লোকও দুইজন চাই;—একজন গাড়ী চালাইবে, আর একজন প্রহরীর কাজ করিবে। এই দুইজন লোক সংগ্রহ করা তেমন কঠিন হইবে না। কিন্তু তাহার পরই কঠিন সমস্যা। আসল কয়েদীর গাড়ীখানাকে পথিমধ্যে কিছু কাল থামাইয়া রাখাই প্রধান কার্য্য, উৎকোচে যে এই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহা বোধ হয় না; হয় ত কোন কৌশলে আসল গাড়ী পথিমধ্যে কিছু কাল থামাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু তার পর সে যদি খুব জোরে গাড়ী চালাইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে। যেমন করিয়া হউক, তাহাকে আধ ঘণ্টাকাল পথিমধ্যে থামাইয়া রাখা চাই। এই কার্য্য

কিরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাও আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু কোন আনাড়ী লোককে দিয়া এ কার্য্য হইবে না, বোধ হয়, আমেরিকা হইতে লোক আনাইতে হইবে।”

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “সে লোক কি করিবে?”

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, গাড়ীতে গাড়ীতে ঠোকাঠুকি বাধাইবে, সে একখানা গাড়ী এমন দ্রুত চালাইয়া আসিবে যে, সেই গাড়ী সরকারী কয়েদী গাড়ীর ঘাড়ে পড়িয়া গাড়ীখানাকে এমনভাবে জখম করিবে যে, কয়েদীর গাড়ী আর আধ ঘণ্টার মধ্যে নড়িতে পারিবে না। ইতিমধ্যে আমাদের নকল কয়েদীর গাড়ী গুপ্ত আড্ডা হইতে বাহির হইয়া আমাদের কর্ত্রীকে আদালত হইতে লইয়া আসিবে, তাহা যে জেলখানার গাড়ী নহে, এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইবে না।”

ওয়ালওয়ার্থের বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় পাইয়া ক্ষণকাল আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম; তাহার পর বলিলাম, “সময় বড় অল্প, এ সময়ের মধ্যে এত কাজ হইবে ত?”

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, “নিশ্চয়ই হইবে, আমরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিলে কেন কৃতকার্য্য না হইব? যাহা হউক, এখন আমি চলিলাম, আমি কা'ল প্রভাতে আবার এখানে আসিব; স্মরণ রাখিবেন, বেলা ৭টার সময় গাড়ীর কারখানায় উপস্থিত হইতে হইবে।”

ওয়ালওয়ার্থ প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে পাঁচটার সময় উঠিয়া স্নান শেষ করিয়া আমি পোষাক করিতেছি, এমন সময় একটি ব্যাগ হাতে লইয়া য়িহুদী থিয়েটারওয়ালার বেশে ওয়ালওয়ার্থ আমার গৃহে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে, তিনি ওয়ালওয়ার্থ। ওয়ালওয়ার্থ আমাকে বলিলেন, “আপনার গতিবিধির উপর পুলিসের বিশেষ দৃষ্টি

আছে, সুতরাং আমার সঙ্গে যাইবার সময় আপনাকেও ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে। ছদ্মবেশধারণে বোধ হয়, আপনার তেমন অভিজ্ঞতা নাই ; আমার সেক্রেটারীর যেরূপ বেশ হওয়া উচিত, তাহা আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, আসুন, আপনাকে সাজাইয়া দিই।"

দশ মিনিটের মধ্যে আমার ছদ্মবেশ ধারণ করা হইল। দর্পণে আমি নিজের মুখ দেখিয়া আপনাকে চিনিতে পারিলাম না ; বোধ হইল, চির-জীবন আমি থিয়েটারের এজেণ্টগিরী করিয়াই আসিতেছি। আমার হাস্য-সংবরণ করা কঠিন হইল।

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "আপনি হাসিবেন না, স্মরণ রাখিবেন, আপনার নাম ফেয়ার লাইট লংসম্যান, কয়েকখানি প্রহসনের প্রণেতা ও আমার সেক্রেটারী। এখন চলুন, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

আমরা দুজনে গাড়ীর কারখানায় উপস্থিত হইলাম। ম্যাক্সিমিলেন ষ্ট্রাগাস গাড়ী হইতে নামিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে তত্রত্য এক ব্যক্তিকে বলিলেন, "মহাশয় ! আপনিই কি এই কারখানার মালিক মিঃ এব্রিজ ?"

কারখানার কর্ত্তা বলিলেন, "হাঁ, আমারই এই নাম, আপনার নাম বোধ হয় মিঃ ষ্ট্রাগাস ?"

আমার সঙ্গী অশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিলেন, "আপনার অনুমান ঠিক।"—তাহার পর আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি আমার সেক্রেটারী মিঃ ফেয়ার লাইট লংস্‌ম্যান। আমরা বিশেষ কাজে আসিয়াছি।"

কারখানার মালিক বলিলেন, "আপনারা ভিতরে চলুন, সেখানে সকল কথা হইবে।"

কারখানার ভিতরে প্রবেশ করিয়া মিঃ এব্রিজ বলিলেন, "আপনার কি কাজ, জানিতে ইচ্ছা করি।"

সঙ্গী বলিলেন,"আমি ভাল ইংরাজী বলিতে পারি না, আমার সেক্রেটারী আপনাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবেন।"

আমি বলিলাম, "মিঃ এব্রিজ! আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন, আমার মনিব মহাশয় একটি প্রকাণ্ড থিয়েটারের দলের কর্ত্তা। আগামী মাসের তৃতীয় শনিবারে আমাদের নূতন একখানি নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইবে; প্লাকার্ডে ইহার সকল বিষয় দেখিতে পাইবেন।"

আমার কথা শুনিয়া সঙ্গী তাঁহার ব্যাগ হইতে একখানি প্লাকার্ড বাহির করিয়া মিঃ এব্রিজের হাতে দিলেন; এব্রিজ প্লাকার্ডখানি হাতে লইয়া তাহার মুদ্রণ-পারিপাট্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি এই প্লাকার্ড হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন, আমাদের একখানি কয়েদীর গাড়ীর আবশ্যক।"

মিঃ এব্রিজ বলিলেন, "থিয়েটারের জন্য গাড়ী ত, যেমন তেমন এক-খানা গাড়ী রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিলেই হইবে বোধ হয়।"

আমি বলিলাম, "না, তাহা হইবে না, আমাদের মনিব সকল কাজই পাকাপাকি রকম করেন। একবার থিয়েটারে রেলের গাড়ী দেখান আবশ্যক হইয়াছিল, তিনি এঞ্জিন-সমেত আসল গাড়ী থিয়েটারের মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং কয়েদীর গাড়ীখানিও আসল গাড়ীর মত হওয়া দরকার;—কি রঙে, কি মার্কায়, কি আকার-প্রকারে, তাহা ঠিক সরকারী গাড়ীর মত হইবে, তাহার ভিতরে বসিবার স্থানও অবিকল সেই রকম হওয়া চাই।"

মিঃ এব্রিজ বলিলেন, "ইহাতে যে আপনাদের অনেক টাকা খরচ পড়িবে।"

আমার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "সেজন্য আপনার চিন্তা নাই; টাকা খরচ না করিলে কি টাকা উপার্জ্জন করা যায়?"

আমি বলিলাম, "আমাদের অভিনয়ের আর বিলম্ব নাই, আপনি যদি এক সপ্তাহের মধ্যে গাড়ীখানা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের যোগ্য পারিশ্রমিক প্রদানে আমাদের ত্রুটি হইবে না, কিন্তু ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে চাই, একদিনও বিলম্ব হইলে চলিবে না।"

মিঃ এব্রিজ বলিলেন, "অসম্ভব। এক সপ্তাহের মধ্যে এ গাড়ী প্রস্তুত হইতে পারে না।"

মিঃ ষ্ট্রাগাস বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদিগকে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে হইবে, আগামী মঙ্গলবার রাত্রি বারোটার মধ্যে আমার গাড়ী চাই। যদি তাহা দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা এখন যত টাকা চান, তাহার দ্বিগুণ টাকা দিব।"

মিঃ এব্রিজ বলিলেন, "তাহা হইলে আমি একবার আমার সর্দ্দার মিস্ত্রার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আসি।"

মিঃ এব্রিজ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সর্দ্দার মিস্ত্রী বলিল, যদি আমরা দিবারাত্রি দ্বিগুণ লোক খাটাই, তাহা হইলে মঙ্গলবার রাত্রি বারোটার মধ্যে গাড়ী প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু এই অসাময়িক পরিশ্রমের জন্য খরচা অনেক অধিক লাগিবে।"

মিঃ ষ্ট্রাগাস বলিলেন, "খরচের জন্য কোনই চিন্তা নাই, আমার লোক মঙ্গলবার রাত্রি বারোটার সময় গাড়ীর ডেলিভারি লইয়া যাইবে ও যথাবাহনে তাহা রেলে পাঠাইয়া দিবে। আপনি মাল ডেলিভারি দিয়া টাকা লইবেন; কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাড়ীখান প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে আমি এক পয়সাও দিব না।"

মিঃ এব্রিজ বলিলেন, "আপনার কথাতেই সম্মত হইলাম, আমার কথার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।"

মিঃ ষ্ট্রাগাস বলিলেন, "কথার ব্যতিক্রম হইলে আপনি ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবেন। এখন আমি চলিলাম, গুড্ মর্ণিং।"

পথে আসিয়া ওয়ালওয়ার্থ আমাকে বলিলেন, "গাড়ীর চিন্তা এক রকম দূর হইল, এখন দুইজন লোক ও পোষাক ঠিক করিতে পারিলেই হয়।"

আমি বলিলাম, "সরকারী গাড়ীর নকলে গাড়ী হইবে, পুলিস শীঘ্রই সন্ধান পাইবে, যাহাতে তাহাদের সন্দেহ না জন্মে, তাহার কোন উপায় করিয়া আসা উচিত ছিল।"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "পুলিসের সন্দেহে কোন ক্ষতি হইবে না, আমি প্লাকার্ডখানি রাখিয়া আসিয়াছি। এব্রিজ পুলিসকে তাহা দেখাইবেন, তাহাতেও যদি পুলিসের সন্দেহ দূর না হয়, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টারে তাহারা অলিমপিক থিয়েটারে টেলিগ্রাম করিলেই জানিতে পারিবে. মিঃ ষ্ট্রাগাস এক সিজনের জন্য তাহাদের ষ্টেজ ভাড়া লইয়াছেন, সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নাই। লোক ও পুলিসের পোষাক ঠিক করিয়া আমি কোন গলির মধ্যে একটা বাড়ী ভাড়া করিতে যাইব, আমাদের কর্ত্রী সেই বাড়ীতে উঠিবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে আর কি করিতে হইবে?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "আপাততঃ কিছুই করিতে হইবে না, তবে যদি একজন ধাত্রীর সন্ধান পান, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।"

আমি বলিলাম, "আমার ভগ্নী জেনেট আনন্দের সহিত এই ভার লইবে, বৈকালেই তাহার সহিত দেখা করিয়া তাহার মত জিজ্ঞাসা করিব।"

বলা বাহুল্য, সেই দিন অপরাহ্নে আমি জেনেটের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবামাত্র সে আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আলায়কে যে দিন কয়েদীর গাড়ী হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, সেদিন আমাদের যাত্রার সকল আয়োজন শেষ হইয়া গেল। আমার লগেজগুলি পোর্টসমাউথে আমাদের ভাড়া করা ষ্টীমারে পাঠান হইল; সে সকল লগেজে লেবেল দেওয়া হইল, কাপ্তেন ওয়েকম্যান। তার পর যে বাড়ীটা ভাড়া করা হইয়াছিল, আমি ও জেনেট ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। জেনেট ধাত্রীর বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল, আমারও একজন বড় সদাগরের ছদ্মবেশ ছিল। ওয়াল-ওয়ার্থ বলিলেন, "আপনার লগেজে যখন কাপ্তেন ওয়েকম্যান নাম আছে, তখন কাপ্তেনের ছদ্মবেশ ধারণ করাই কর্ত্তব্য। আসুন, আপনাকে কাপ্তেন সাজাই।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি একজন পেন্সন-প্রাপ্ত প্রৌঢ় ইংরাজ কাপ্তেনে পরিণত হইলাম।

আমি ওয়ালওয়ার্থকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর বাকী কি?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "এইবার গাড়ী পাঠাইয়া কর্ত্রীকে আনিলেই যাত্রা আরম্ভ করা যায়।"

আমি নবনির্ম্মিত কয়েদীদের গাড়ীখানি, তাহার ঘোড়া দুটি এবং প্রহরী ও কোচম্যানদের দেখিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারিলাম না। ইহা যে জেলখানার গাড়ী নহে, এ কথা কাহারও বলিবার সাধ্য রহিল না। কোচম্যান ও সহিস ওয়ালওয়ার্থের ইঙ্গিতে গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

আমি ওয়ালওয়ার্থকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোক দুজন বিশ্বাসী ত?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "হাঁ, ইহারা বিশ্বাসযোগ্য লোক; বিশেষতঃ বিশ্বাসী হওয়ায় ইহাদের যথেষ্ট স্বার্থ আছে। যদি ইহারা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলে এক একজনকে পনের হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে কেহ কিছুই পাইবে না। তদ্ভিন্ন আমি গাড়ীও ঠিক সময়ে পাঠাইয়াছি, টেলিফোনে জানিতে পারিয়াছি, ধাক্কা খাইয়া আসল কয়েদীর গাড়ী জখম হইয়াছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার আর নড়িবার সাধ্য নাই।"

আমরা যে বাসায় আসিয়াছিলাম, তাহার প্রাঙ্গণে একখানি অদ্ভুত আকারের হাঁসপাতালের গাড়ী দেখিলাম; গাড়ীখানি খোলা, তাহার মধ্যে একটিমাত্র রোগীর শয্যা আঁটিতে পারে।

আমি অধীরভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলাম, মন নানাপ্রকার সন্দেহে ও ভয়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যদি সকল ষড়্‌যন্ত্র হঠাৎ ধরা পড়ে, যদি হঠাৎ কাহারও মনে কোন সন্দেহের উদয় হয়, তাহা হইলে এত যত্ন, এত পরিশ্রম, সকলই বৃথা হইবে। আলায়কে আর উদ্ধার করিতে পারা যাইবে না; দশ মিনিটের উপর আমাদের জীবনের সকল সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতে লাগিল।

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই দশ মিনিটকালমধ্যেই আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল; আঙ্গিনায় নকল কয়েদীর গাড়ী থামিবামাত্র আলায় তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইলেন।

দেখিলাম, ওয়ালওয়ার্থ জীবনে এই একবারমাত্র আলায়কে তাঁহার আদেশপালনে বাধ্য করিলেন, বলিলেন;—"আপনি এখানে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারিবেন না। সন্ধান পাইলেই পুলিস আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসিবে, এখনি আপনাকে রোগী সাজিতে হইবে।"

ওয়ালওয়ার্থ আলায়কে রোগী সাজাইয়া শয্যায় শয়ন করাইলেন, তাহার পর হাঁসপাতালের গাড়ীর মধ্যে শয্যা-সমেত তাঁহাকে স্থাপন করা হইল ; আমার ভগ্নী জেনেট পাখা, শাল ও স্মেলিং শল্টের শিশি লইয়া আলায়ের মাথার কাছে বসিল, আমি তাঁহার পায়ের কাছে বসিলাম। সমস্ত ঠিক হইলে ওয়ালওয়ার্থ কোচম্যানের পাশে বসিয়া ওয়াটালু ষ্টেসনের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন।

ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, প্লাটফর্ম্মে ট্রেণ প্রস্তুত, ট্রেণে ইঞ্জিন জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই একখানি কামরা রিজার্ভ করা ছিল. আলায়কে আমরা সেই কামরায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইলাম ; জেনেট তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া পাখা নাড়িতে লাগিল, ওয়ালওয়ার্থ প্রধান খানসামারূপে গাড়ীর দরজায় বসিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। সকল আয়োজন ঠিক হইলে আমি সেই কামরায় উঠিয়া দরজার কাছে বসিলাম। ওয়ালওয়ার্থ পাশের আর একটি কামরায় গিয়া বসিলেন।

ঠং ঠং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড সাহেব নিশান আন্দোলিত করিয়া বংশীধ্বনি করিবামাত্র ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। বোধ হয়, বিপদ কাটিয়া গেল।

ট্রেণখানি বন্ বন্ করিয়া ছুটিতে লাগিল, সেই সময় আলায় উঠিয়া বসিলেন, আমি বলিলাম, "আলায় ! আর বোধ হয়, আমাদের বিপদের আশঙ্কা নাই।"

আলায় বলিলেন, "বিপদের আশঙ্কা এখনও সম্পূর্ণ আছে। এত ক্ষণ বোধ হয়, লণ্ডনে হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকে আমাদের খোঁজ হইতেছে, সম্ভবতঃ চতুর্দ্দিকে টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে।

আমাদের গন্তব্য পথে ইষ্টকে একটা বড় ষ্টেসন, সেখানে বোধ হয় ট্রেণ আটক করিয়া পুলিস তদন্ত করিবে।"

আমি বলিলাম, "বোধ হয়, আমাদের সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

আলায় বলিলেন, "আমারও তাহাই বিশ্বাস।" তার পর তিনি জেনেটের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জেনেট, তুমি কেন এ ভাবে আমাদের জন্য বিপদকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছ?"

জেনেট বলিল, "আর কাহার মুখ চাহিয়া সংসারে থাকিব? তোমরা ভিন্ন সংসারে আমার আর কে আছে?"

আলায় বিচলিত-স্বরে বলিলেন, "আমার প্রতি তোমাদের ভাই ভগ্নী উভয়েরই বড় দয়া।"

ট্রেণ মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিতে লাগিল, উইনচেষ্টার ছাড়াইয়া আমরা ইষ্টকের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। আলায় আবার পূর্ব্ববৎ শয়ন করিলেন। ট্রেণের গতি ক্রমে মন্থর হইয়া আসিল, ক্রমে ট্রেণ ইষ্টকে ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই ষ্টেসনে ট্রেণ তিন মিনিট থামে, আমরা রুদ্ধ-নিশ্বাসে ট্রেণ ছাড়িবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন মিনিট যেন তিন ঘণ্টার মত বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু সে তিন মিনিট নির্ব্বিঘ্নেই কাটিল। গার্ড ট্রেণ ছাড়িবার সঙ্কেত-সূচক নিশান উদ্যত করিয়াছে, এমন সময় ষ্টেসন-মাষ্টারের ইঙ্গিতে সে নিশান নামাইল, পর-মুহূর্ত্তেই দেখিলাম, একজন পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, একজন সার্জ্জন ও তিন জন কন্‌ষ্টেবল প্লাটফর্ম্মে আসিয়া ট্রেণের প্রত্যেক কামরায় উঠিয়া উঠিয়া যাত্রীদের মুখ দেখিতে লাগিল। আমি বাতায়নপথে মুখ বাহির করিয়া তাহাদের কাজ দেখিতে লাগিলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল, ভয়ে আমার বুকের মধ্যে

দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু আমার আন্তরিক ভাব কাহাকেও বুঝিতে দিলাম না।

পুলিস কর্ম্মচারীরা ক্রমে আমাদের পাশের কামরায় উঠিল; আমি কি করিব, কি বলিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। হয় ত এক মুহূর্ত্তে আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইতে পারে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

পুলিস-কর্ম্মচারীরা পাশের কামরা হইতে বাহির হইয়া আমাদের কামরার সম্মুখে আসিল। আমি যে দরজার কাছে বসিয়াছিলাম, সেই দরজার সম্মুখে আসিয়া পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর আমার হাত ধরিয়া কামরায় প্রবেশের চেষ্টা করিলেন।

আমি বলিলাম,"মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া মাপ করিবেন, এ গাড়ীখানি রিজার্ভ করা, আপনি পাশের কামরায় উঠিতে পারেন।"

ইন্‌স্পেক্টর দরজা ধরিয়া বলিলেন, "আমি গাড়ীতে যাইব না, একটা কয়েদী পলাইয়াছে, সে এই কামরায় লুকাইয়া আছে কি না, তাহাই একবার দেখিতে চাই।"

আমি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিলাম, "মহাশয়, দয়া করিয়া একটু আস্তে আস্তে কথা বলিবেন, এই গাড়ীর মধ্যে আমার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়িত অবস্থায় আছেন। আপনার ব্যবহারে যদি তিনি ভয় পান, তাহা হইলে তাঁহার অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আমি জানিতাম না যে, এই গাড়ীতে আপনার পীড়িতা স্ত্রী আছেন, আমি চীৎকার করিয়া কথা বলিয়াছি, আমার এ ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।"

আমি দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া বসিলাম ;—"বলিলাম, "আমার অনুরোধে আপনি কেন কর্ত্তব্যে ক্রটি করিবেন ? আপনি আসুন, কামরার ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া যান।"

ইন্‌স্পেক্টর কামরার ভিতরের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, "না না, আপনাদের কোন বিঘ্ন করিতে চাহি না, আপনাদের আর বিরক্ত করিব না, দেখিতেছি, এ ট্রেণে আসামী আসে নাই। ট্রেণখানি অনেক-ক্ষণ আটক করিয়া রাখিয়াছি,—আর বিলম্ব করিব না, চলিলাম।"

মুহূর্ত্তমধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম; বুঝিলাম, পোর্টসমাউথ পর্য্যন্ত এখন নিরাপদে যাওয়া যাইবে।

যথাসময় আমরা পোর্টসমাউথের ডকে উপস্থিত হইলাম। আমাদের ষ্টীমার প্রস্তুত ছিল, আলায়কে ষ্টীমারে তুলিলাম, আমাদের লগেজগুলিও দশ মিনিটের মধ্যে ষ্টীমারে উঠিল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ষ্টীমার পূর্ণবেগে সমুদ্রপথে অগ্রসর হইল।

আমাদের ষ্টীমারখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, তাহা তিন শত টন মাল বহিতে পারে, এতদ্ভিন্ন ইহা অতি দ্রুতগামী ষ্টীমার। সন্ধ্যার পর আমরা ইংলণ্ড হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলাম, তখন আমরা নিশ্চিন্তমনে আহারাদি করিলাম।

আহারাদির পর ক্যাবিন পরিত্যাগ করিয়া আমরা ডেকে আসিলাম। অতি চমৎকার রাত্রি। পশ্চিমাকাশে নবোদিত চন্দ্র স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল; সমুদ্রের জল অত্যন্ত শান্ত ও স্থির নৈশ বায়ুর হিল্লোল, অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল।

আমার ভগিনী জেনেট ওয়ালওয়ার্থের সঙ্গে গল্প করিতেছিল, আমি ডেকের আর এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। ইতিমধ্যে আলায় ধীরে ধীরে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "জর্জ্জ, প্রিয়তম, আজ ভয়ানক বিপদ্ হইতে উদ্ধার হওয়া গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আজ যদি আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে না

পারিতাম, তাহা হইলে চিরজীবন আমাকে আক্ষেপ করিতে হইত; আমি জানিতাম, লণ্ডনে আসিলে তোমার বিপদ্ ঘটিবে, তথাপি তুমি কেন আসিয়াছিলে?"

আলায় মৃদু হাস্তে বলিলেন, "তোমাকে বিবাহ করিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে সঙ্কল্প এখনও স্থির আছে, মেদিরাতে নামিয়া আমরা বিবাহের কার্য্যটা সারিয়া ফেলিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই ত? এই ষ্টীমারের কাপ্তেন কি মনে করিবে?"

আলায় বলিলেন, "আমি কাপ্তেনকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছি, আমি একজন কোটি-পতির কন্যা, আমার প্রেমিকের সঙ্গে বিদেশে পলাইতেছি। কাপ্তেন লোকটি বড় রসিক, দেখিলাম, আমার উদ্দেশ্যের সহিত তাহার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে; সুতরাং মেদিরায় নামিয়া শুভকার্য্য শেষ করিলে কাপ্তেনের মনে কিছুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হইবে না।"

এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি আলায়কে বিবাহ করিতে সমর্থ হইব ভাবিয়া আমার মনে আনন্দের সীমা রহিল না, আমি পরমেশ্বরকে আর একবার ধন্যবাদ দিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আমাদের ইংলণ্ডত্যাগের এক সপ্তাহ পরে ১৮ই জুলাই আমরা মেদিরায় উপস্থিত হইলাম। ওয়ালওয়ার্থ আমাদের ষ্টীমারের কাপ্তেনকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, সুতরাং ষ্টীমার বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। এই স্থানে একটি গির্জ্জা ছিল, আমরা নামিয়া একজন পাদরীকে ঠিক করিলাম। পরদিন বেলা দশটার সময় বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে আহারাদি শেষ করিয়া আলায়, জেনেট, ওয়ালওয়ার্থ, কাপ্তেন ও আমি এই পাঁচ জন একখানি বোটে চড়িয়া তীরে আসিলাম। পাছে কাহারও মনে কোন সন্দেহ হয়, এই ভয়ে আমরা একসঙ্গে গির্জ্জায় না গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে গির্জ্জায় উপস্থিত হইলাম।

পাদরী তখনও গির্জ্জায় আসেন নাই। ওয়ালওয়ার্থ তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়া আসিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই গির্জ্জায় আমাদের বিবাহ শেষ হইয়া গেল। বিবাহের পর রেজেষ্ট্রীতে নাম স্বাক্ষর করিলাম, সাক্ষিগণের নাম লেখা হইল, তাহার পর পাদরীকে তাঁহার দক্ষিণা দিয়া আমরা সহর-পরিদর্শনে বাহির হইলাম।

এক ঘণ্টা পরে আমরা ষ্টীমারে ফিরিয়া আসিলাম। ষ্টীমারে কয়লা কম ছিল, উপযুক্ত পরিমাণে কয়লা বোঝাই করিয়া লওয়া হইল, বেলা তিন ঘটিকার সময় আবার ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তীরভূমি আমাদের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইল। আপাততঃ আমাদের ভয়ের আর কোন সম্ভাবনা থাকিল না।

দিবারাত্রি জাহাজ চালাইয়া আমরা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম

করিলাম; ক্রমে যখন ভারত-মহাসাগরে পড়িলাম, তখন অল্প ঝড়-বৃষ্টিতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই তাহা থামিয়া গেল; পরদিন অতি প্রত্যুষে আমরা রিইউনিয়ান দ্বীপের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম।

আমি ডেকের উপর দাঁড়াইয়া সেই শান্ত স্থির বিশাল সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় আলায় ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন,"দূরে কোন ষ্টীমারের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ?"

আমি বলিলাম,"না, আমি তোমার ষ্টীমারের কোন চিহ্নই দেখিতেছি না; কিন্তু সে জন্য অধীর হইবার আবশ্যক নাই। আজ যে কোন সময়, বোধ হয় তাহা আসিবে।" পাঁচ মিনিট পরে ওয়ালওয়ার্থ আমাদের নিকটে আসিলে আলায় তাঁহাকে বলিলেন,"কাপ্তেন প্যাটার্শনকে তুমি যে উপদেশ দিয়াছ, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে ত?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "আমি তাহাকে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। আজ আমাদের এখানে আসিবার কথা ছিল, তাহা সে জানে। আমি এ কথাও জানাইয়াছিলাম যে, যদি এখানে আসিয়া আমাদের দেখিতে না পায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে জাহাজ লইয়া সমুদ্রের এই অংশে বিচরণ করিবে।"

আলায় বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই, আজ যে কোন সময়ে বোধ হয় সে আসিয়া পড়িবে।"

এক ঘণ্টা পরে আমাদের ষ্টীমারের কাপ্তেন সংবাদ দিল, "শ্বেতবর্ণের একখানা জাহাজ দূরে দেখা যাইতেছে।"

আলায় বলিলেন, "এ নিশ্চয়ই আমাদের লোনষ্টার।" অনন্তর তিনি ওয়ালওয়ার্থকে ডাকাইলেন ও জাহাজের কথা বলিলেন। ওয়ালওয়ার্থ

দূরবীণ লইয়া দেখিয়া বলিলেন, "জাহাজখানা আমাদের নাম কি ও কোথা হইতে আসিতেছি, তাহা জানিতে চাহিতেছে।"

আলায় বলিলেন, "সঙ্কেত করিবার নিশানগুলি তোমার নিকট আছে ত? তাহা আনিয়া আমাদের পরিচয় দাও।"

অনন্তর লোনষ্টারকে আমাদের ষ্টীমারের নিকট আসিবার জন্য আদেশ করা হইল এবং আমাদের জিনিসপত্র গুছাইবার আদেশ করিলাম।

লোনষ্টার আমাদের কিছু দূরে থাকিতেই গামেল নামক কর্মচারী আমাদের ষ্টীমারের কাছে কয়েকখানি বোট লইয়া আসিল, সেই বোটে আমাদের জিনিসপত্র তুলিয়া দেওয়া হইল. তাহার পর আমরা ষ্টীমারের কাপ্তেন ব্রাউনের নিকট বিদায় লইলাম; কাপ্তেন ও তাঁহার সহকারীকে আলায় দুইটি উৎকৃষ্ট সোণার ঘড়ী এবং সেই ষ্টীমারের প্রত্যেক খালাসীকে পাঁচখানি করিয়া গিনি উপহার দিলেন।

লোনষ্টারে উঠিয়া আমরা লম্বক প্রণালীর অভিমুখে চলিলাম। চীন-সমুদ্র-পথে গমন করিলে পাছে কোন ইংরাজ-রণতরী কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়, এই ভয়ে বিঘ্নসঙ্কুল হইলেও আমরা উক্ত প্রণালীর পথ অবলম্বন করিলাম।

পরদিন যাভার সন্নিকটস্থ সমুদ্রে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইল। এই সময় দুঃসহ রৌদ্রে আমাদের বড় কষ্ট হইতে লাগিল; রৌদ্র এমন প্রখর যে, জাহাজের পিচগুলি পর্যন্ত গলিতে লাগিল, কিন্তু দেখিলাম, বাড়ীর নিকটে আসিয়াও আলায়ের তেমন স্ফূর্তি নাই; তিনি হঠাৎ বড় বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখে অজ্ঞাত ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আলায় বলিলেন, "আমার

মনে কেন যে ভয় হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; এক দিন আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, সমুদ্রের সহিত আমার ভাগ্য সূত্র বিজড়িত, সমুদ্রেই আমার মৃত্যু হইবে। আমার মনের মধ্যে সেই ভয়টি উদিত হইয়াছে, মনে হইতেছে, শীঘ্রই যেন কোন বিপদ্ ঘটিবে; ইংরেজের হস্ত হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু এখনও নানা বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে।"

আমি বলিলাম, "তুমি পাগলের মত কি বকিতেছ? না, আমাদের আর কোন বিপদের ভয় নাই; গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াও বিপদের আশঙ্কা করিতেছ?"

যাহা হউক, আলায়ের বিষাদভাব দূর হইল না। পরদিন প্রভাতে আমি ক্যাবিনে শয়ন করিয়া আছি, কে দরজায় ধাক্কা দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

ওয়ালওয়ার্থ বলিলেন, "আমি ওয়ালওয়ার্থ, শীঘ্র একবার ডেকে আসুন।"

আমি বস্ত্রপরিবর্ত্তন না করিয়াই ডেকের উপর গিয়া দেখিলাম, কাপ্তেন প্যাটার্শন চিন্তাকুল-চিত্তে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

প্যাটার্শন আমার হাতে দূরবীণ দিয়া বলিল, "সম্মুখে চাহিয়া দেখুন।"

আমি দূরবীণ দিয়া দেখিলাম, কি সর্ব্বনাশ, আমাদের ছয় মাইল দূরে দুইখানি প্রকাণ্ড মানোয়ারী জাহাজ;—বোধ হয়, আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্যই আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে! তাহারা যেরূপ বেগে আসিতেছে, তাহাতে বুঝিলাম, আর দশ পনের মিনিটের মধ্যেই তাহারা আমাদের জাহাজখানি শত খণ্ডে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে।

প্যাটার্শন বলিল, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, বলুন?"

আমি তৎক্ষণাৎ আলায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিপদের কথা তাঁহাকে জানাইলাম।

আলায় বলিলেন, "আমি ডেকে যাইতেছি।" আমি তৎক্ষণাৎ আবার ডেকে ফিরিয়া আসিলাম। প্যাটার্শন ভীতভাবে বলিল, "এবার বোধ হয় রক্ষা নাই, ঐ দেখুন, পশ্চাতে আর একখানি মানোয়ারী জাহাজ; ইঁদুর কলে পড়িলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছে।"

ইতিমধ্যে আলায় আসিয়া বলিলেন, "উহারা যে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্যাটার্শন, এখন তোমার পরামর্শ কি?"

প্যাটার্শন বলিল, "আমি ত কোন উপায়ই দেখিতেছি না, অগ্রসর হইলেও যে বিপদ্, পশ্চাৎ হইলেও সেই বিপদ্।"

আলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পরামর্শ কি?"

আমি বলিলাম, "ব্যূহভেদ করিয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় কি?"

প্যাটার্শন বলিল, "আমারও তাহাই মনে হয়; আমরা পূর্ণবেগে উভয় জাহাজের ব্যবধানপথে বাহির হইয়া যাওয়া ভিন্ন নিষ্কৃতিলাভের অন্য কোন উপায় দেখি না।"

লোনষ্টার যতখানি বেগে চলিতে পারে, ততখানি বেগে তাহাকে চালাইয়া দেওয়া হইল। বাষ্পের শক্তিতে জাহাজখানি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমাদের জাহাজ শত্রু-জাহাজের অদূরে উপস্থিত হইলে উভয় জাহাজ আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পরস্পরের নিকটে আসিয়া আমাদের পথরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল, তন্মধ্যে একখানি জাহাজ আমাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইল, "তোমরা থাম, আমরা তোমাদের পরীক্ষা করিব।"

কিন্তু আমরা তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিয়াও দেখিলাম না, তখন একখানি জাহাজ হইতে গম্ভীর কামান-নির্ঘোষ উত্থিত হইল, কিন্তু সেই গোলা আমাদের জাহাজ স্পর্শ করিতে পারিল না; লোনষ্টার পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। শত্রু-জাহাজ হইতে আবার কামান-ধ্বনি হইল, গোলাটি লোনষ্টারের মাস্তলের কাছ দিয়া চলিয়া গেল, লোনষ্টার উভয় জাহাজের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িল; এবং অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আমরা উভয় জাহাজের দশ মাইল দূরে আসিয়া পড়িলাম। প্যাটার্শন বলিল, "সম্মুখে যে আবার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইব না, ইহা নিশ্চয় বলা যায় না। তাহার পর এ দুইখানি জাহাজ যে ভাবে আমাদের অনুসরণ করিতেছে, তাহাতে শীঘ্র যে তাহারা ফিরিবে, এরূপ অনুমান হয় না। এ অবস্থায় আমার মনে হয়, অদূরে সমুদ্রের মধ্যে যে দুইটি পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, এই পর্ব্বত-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ জলপথ দিয়া যদি আমরা বাহির হইয়া যাই, তাহা হইলে উহারা আমাদের অনুসরণ করিতে পারিবে না। কারণ, সেই সঙ্কীর্ণ পথে মানোয়ারী জাহাজের অগ্রসর হইবার উপায় নাই।"

প্যাটার্শনের পরামর্শ সঙ্গত মনে হওয়ায় লোনষ্টারকে সেই পথেই চালাইবার জন্য আদেশ করা গেল।

তদনুসারে জাহাজের গতি হ্রাস করা হইল, উভয় জাহাজের ব্যবধানপথে লোনষ্টার অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিল। পাহাড়ে আহত হইয়া সমুদ্রের স্রোত সেখানে এত প্রবল হইয়াছিল যে, জাহাজ অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল। কিন্তু প্যাটার্শন অতি সুদক্ষ কাপ্তেন, সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে আমরা এই সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করিলাম।

সন্ধ্যার পর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইয়া আমরা আহারাদিতে মনঃ-

সংযোগ করিলাম। জাহাজের উপর আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল, জাহাজ আবার পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল, কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিক্রম হইতে না হইতে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানি মহাবেগে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

প্যাটার্শন তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া বলিল, "জাহাজ থামাও।"

কলঘরে তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, কলের যে কাঁটা দ্রুত ঘুরিতেছিল, তাহা থামিয়া গেল। প্যাটার্শন অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, আমি বক্র-দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিলাম, তাহাকে দেখিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় বোধ হইল; দেখিলাম, সে অনিমেষ-নেত্রে সম্মুখে চাহিয়া আছে, উভয় পার্শ্ব হইতে জলরাশি মহাবেগে জাহাজের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, ডেকের উপর দিয়া যেন জলের স্রোত চলিতেছে: জাহাজের অনেক মাঝি-মাল্লা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। এক মিনিটকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া প্যাটার্শন গম্ভীরস্বরে বলিল, "বোধ হয়, জাহাজ রক্ষা পাইবে না।"

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "শব্দে অনুমান হইতেছে, জাহাজের তলা ফাঁসিয়াছে।"

প্যাটার্শন বলিল, "জাহাজ একটি মগ্ন শৈলে আহত হইয়াছে, মানচিত্রে এই মগ্ন-শৈলটির উল্লেখ নাই। যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে কিছুমাত্র আশা নাই, এখনি জাহাজ ত্যাগ করিতে হইবে।"

আমি আলায় ও জেনেটকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি একখানা বোটে নামিয়া পড়িলাম, কর্ম্মচারীরা ভিন্ন ভিন্ন বোটে উঠিল; আমরা পাঁচ শত গজ দূরে যাইতে না যাইতে দেখিলাম, জাহাজের ডেক পর্য্যন্ত জলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, পঁচিশ মিনিট পরে লোনষ্টারের মাস্তুল ভিন্ন আর কোন অংশ দেখা গেল না। যতক্ষণ দেখা গেল, আলায়

একদৃষ্টে তাঁহার প্রাণতুল্য জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা দর দর ধারে বহিতে লাগিল।

আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, "আলায়, প্রিয়তমে, তুমি এত অধীরা হইও না, অন্ততঃ আমাদের মুখ চাহিয়াও এই সঙ্কটকালে সাহস অবলম্বন কর।"

আলায় আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়া সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জমান জাহাজের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন দেখিলেন. তাহা অদৃশ্য হইয়াছে, তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "লোনষ্টার! চিরবিদায়!"—তাহার পর তিনি উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

প্যাটার্শন বলিল, "আমি আগে আগে পথ দেখাইয়া যাইতেছি, সকল বোট আমার বোটের অনুসরণ করিবে। এখন যে ভাবে বাতাস আছে, তাহা যদি এই ভাবেই থাকে, তাহা হইলে আমরা নির্ব্বিঘ্নে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের আড্ডায় উপস্থিত হইতে পারিব।"

আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ বায়ুর বেগ সমস্ত রাত্রি প্রবল ছিল, পরদিন প্রত্যূষে আমরা জনস্থানে উপস্থিত হইলাম, শ্রেণীবদ্ধ কয়েকখানি বোট আসিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র প্রজা বন্দরে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল, আমি উঠিয়া টুপী খুলিয়া থিয়েটারী ভঙ্গীতে তাহাদিগকে বলিলাম, "তোমাদের রাণী আসিয়াছেন, তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিনন্দন কর।"

সহস্র-কণ্ঠে 'রাণীর জয়' এই শব্দ উত্থিত হইল।

আমি তিন বৎসর এই দ্বীপে আছি, এই স্থানেই আমার ঘর-বাড়ী; বহির্জ্জগতের সহিত আমার আর সম্বন্ধ নাই; কি জন্যই বা সম্বন্ধ রাখিব? সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন আমার বিধবা ভগ্নী জেনেট আমার সঙ্গে

আসিয়াছিল, সে ওয়ালওয়ার্থকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় এই যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি একটি পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছি, তাহার মুখখানি অবিকল তাহার মায়ের মুখের মত।

সম্পূর্ণ।

আমরা বাঙ্গালী।—বাঙ্গালী বীরত্বের সম্মান জানে না, আমাদের এইরূপ অপযশ দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ কথা সত্য নহে। বাঙ্গালীর বীরত্ব প্রকাশের অবকাশ নাই, বাঙ্গালীকে সৈন্যদলে গ্রহণ করা হয় না, বাঙ্গালীকে ইংরেজ কোথাও কোন প্রকার বীরত্ব প্রকাশক কর্ম্মের ভার দেন নাই। বাঙ্গালীর শৌর্য্যানুরাগ সমধিক বর্দ্ধিত হইলেও তাঁহাদের সমরবিষয়ক গ্রন্থপাঠের স্পৃহা চরিতার্থ করিবার পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে নাই, রণসঙ্গীতের ভাষা বঙ্গসাহিত্যে নাই, বাঙ্গালী-কণ্ঠ সে স্বর আয়ত্ত করিতে পারে না। কামানশ্রেণীর জলদ গম্ভীর হুঙ্কারে যখন দিগন্ত প্রকম্পিত হইতে থাকে, সেনাপতির আদেশে সশস্ত্র সৈনিকদল যখন সমতালে পদক্ষেপ করিয়া অধীরচিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হয়, ঘন ঘন তূর্য্যনিনাদে ও সাঙ্কেতিক আলোক-অক্ষরে প্রতি-পক্ষের গতিবিধি যখন মানসক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইতে থাকে, এবং রণ-দামামা মৃত্যুর নিশ্চিত তরঙ্গভঙ্গে ঝম্ফপ্রদানের জন্য যখন আকুলস্বরে স্বদেশের বীরেন্দ্রগণকে অগ্রসর হইতে বলে, তখনকার কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা, তাহা অনুভব করিবার শক্তি বা উপায় আমাদের নাই। ভাই বাঙ্গালী! যদি মনুষ্যত্বের আদর করিতে চাও, বীরত্বের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের বাসনা থাকে, যদি কর্ম্মানুরাগের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া জাতীয় ইতিহাসে আত্মপ্রতিষ্ঠার চিহ্ন অঙ্কিত করিতে চাও, তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণদেবতার জীবনচরিত আলোচনা কর।

নেপোলিয়নের বীরত্ব সসাগরা ধরণীব্যাপী। যিনি এক একটী যুদ্ধে এক একটী জাতির দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন, যাঁহার এক একটী যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সহিত তুলনার যোগ্য, যাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে ইউরোপের সম্রাটগণের সিংহাসন কম্পিত হইত, রাজদণ্ড খসিয়া পড়িত, যিনি মহা-পরাক্রান্ত নৃপতিবৃন্দের রাজ্য লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতেন, যিনি যুদ্ধ ব্যবসায়ে "বিপণি সমর-ক্ষেত্র রাজ্য বিনিময়" জ্ঞান করিতেন, সেই

জগতের অদ্বিতীয় মহাবীর

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

বীরত্বেই যে নেপোলিয়ান অসাধারণ ছিলেন, এমন নহে, সর্ব্ববিষয়ে

তিনি অসাধারণ ছিলেন; বৃথা রক্তপাত তিনি দেখিতে পারিতেন না; প্রতারণা, প্রবঞ্চনা তিনি প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন, তাঁহার ন্যায় সদয়হৃদয় বন্ধু, কর্ত্তব্যপরায়ণ সেনাপতি, ভৃত্যবৎসল প্রভু, স্বদেশপ্রেমিক দেশনায়ক; আর্ত্তের সুহৃৎ, বিপন্নের সহায়—পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে কেহ কখনও নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। এ সকল বীরেরই স্বধর্ম্ম; বিধাতা তাঁহাকে বীর করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কোন কোন দস্যু ও পরস্বাপহারক প্রবঞ্চক ইংলণ্ডের ইতিহাসে বীরনামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন প্রতারণা, প্রবঞ্চনা তাঁহাদের বীরত্বের প্রধান উপাদান। সেই সকল বীরের সহিত তুলনা করিলে নেপোলিয়ানের অপমান করা হয়।

পুরুষসিংহ নেপোলিয়ানের জীবনের কথা সংক্ষেপে শেষ করা যায় না। রয়েল ৬০০ পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে প্রকাণ্ড পুস্তক। নেপোলিয়ানের জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বিষয় এই বিপুল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ভীষণ লোমহর্ষণ সমর-কাহিনী; ইতালী, ভিয়েনা, সিরীয়, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া হোহেনলিন্ডেন, উলম্ অস্তারলিজের ভীষণ সমর; আল্পস্ উল্লঙ্ঘন, ওয়াটারলুর যুদ্ধ পড়িতে পড়িতে মনে হইবে, আপনি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত স্বচক্ষে দেখিতেছেন। উপন্যাস ইহার কাছে তুচ্ছ! উৎকৃষ্ট কাব্যপাঠেও এত সুখ পাওয়া যায় না, বঙ্গভাষায় এমন জীবনচরিত পাঠের সুযোগ একান্ত দুর্ল্লভ।

যদি আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে চান, মনুষ্যত্ব লাভে প্রয়াস থাকে, তাহা হইলে নেপোলিয়ানের হৃদয়-প্রাণ-উত্তেজক—বীরত্বকাহিনী পাঠ করুন। সুবর্ণখচিত সুন্দর কাপড়ে উৎকৃষ্ট বাঁধান মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র। ডাঃ মাঃ ।৴৹ পাঁচ আনা।

বসুমতী পুস্তকবিভাগ—১১৫।৪ নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রক্তই জীবনীশক্তি।

রক্তই মানবদেহের প্রধান উপাদান। শাস্ত্রে রক্তই জীবন বলিয়া কথিত হইয়াছে। রক্তই জীবের জীবনীশক্তি উৎপাদন করে। রক্ত হইতেই মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র প্রভৃতি ধাতু ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং রক্তবিকৃতি হইলে শরীরের সমস্ত উপাদান ক্রমশঃ দুষ্ট ও নষ্ট হইয়া যায়। রক্তে জলীয় পদার্থ, ফেব্রিন, আল্‌বুমেন, পোটাসিয়ম, সোডিয়ম, ফস্‌ফরিক এসিড এবং অন্যান্য অনেক পদার্থ আছে। রক্তে প্রধানতঃ দুই প্রকারের কণিকা দৃষ্ট হয়। লোহিত কণিকা (Red Corpuscies) ও শ্বেত কণিকা (White Corpuscles); শ্বেত কণিকা মেদ ও অস্থি বৃদ্ধিকারক, এবং লোহিত কণিকা জীবনীশক্তির মূলীভূত কারণ। সাধারণতঃ রক্তে লোহিত কণিকার আধিক্য দৃষ্ট হয়। লোহিত কণিকার কার্য্য শরীরের কোন স্থানে সর্ব্বরোগের নিদান কীটাণু Germas থাকিলে, তাহাদিগকে ধ্বংস করা, তাহাদিগের শক্তি লোপ করা। এই লোহিত কণিকা দুষ্ট বা কম হইলেই নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। অনিয়মিত ইন্দ্রিয়চালন, অধিক রাত্র জাগরণ, অধিক পরিমাণে মাদকদ্রব্য সেবন, কোষ্ঠবদ্ধতা, অধিক দিন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ-ভোগ, গণোরিয়া, উপদংশ, পারা ব্যবহার প্রভৃতি কারণে ঐ লোহিত কণিকা সকল দুষ্ট ও কৃষ্ণাভ হইয়া যায়। লোহিত কণিকা বিকৃত হওয়ায় শরীরস্থ বিষাক্ত কীটাণু সকলকে নিস্তেজ করিবার শক্তি লোপ হয়। আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যে অনবরত বাহির হইতে কীটাণু আকর্ষণ করিতেছি, তাহার মধ্যে সর্ব্বরোগজনক কীটাণু সকল শরীরের মধ্যে থাকিয়া যায়, রক্ত বিকৃত হওয়ায় রক্তেরও কীটাণুনাশের শক্তি নাই, কাযেকাযেই শরীর সর্ব্বরোগের আধার হইয়া দাঁড়ায় এবং ক্রমে জীবনীশক্তির হ্রাস পায়।

সুতরাং

শরীরস্থ রক্ত যাহাতে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকে, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক দেহীর অবশ্য কর্ত্তব্য। রক্ত সতেজ ও প্রকৃতিস্থ থাকিলে কোন সাধারণ রোগ, বা কোন সংক্রামক রোগ মানব-দেহকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। এমন প্রায় দেখা যায় যে, সংক্রামক রোগীর চিকিৎসাকালে পাঁচ জন একসঙ্গে পরিচর্য্যা করিল, তাহার ভিতর দুইজন সেই রোগে আক্রান্ত হইল, বাকী তিনজন রোগাক্রান্ত হইল না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল সতেজ ও নিস্তেজ রক্ত-কণিকার প্রভেদ।

বাতরেগ ।

আপনি শারীরিক ও মানসিক যে কোন প্রকার পরিশ্রম করুন না কেন, যেমন পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনই যে অঙ্গের অধিক পরিচালন হইল, সেই অঙ্গই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। সেই ক্ষয় পরিপূরণ করিবার জন্য রক্তের গতি প্রাকৃতিক নিঃমানুসারে সেই স্থানে ধাবিত হইল। যদি রক্ত অবিকৃত থাকে, তবে তাহা পূরণ করিতে বিলম্ব হয় না। বিকৃত থাকিলে সে ক্ষয় তো সহজে পূরণ করিতে পারে না, আর যাহা পূরণ করে, তাহাও দূষিত। শারীরিক পরিশ্রম করিলেই প্রধানতঃ সন্ধিস্থান বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, রক্ত বিকৃতি থাকিলে সেই ক্ষয় পূরণ হয় না, আর যাহাও পূরণ করে, তাহাও দূষিত হইয়া বাতব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। এই জন্য প্রথমতঃ বাতরোগীকে রক্ত বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। রক্ত বিশুদ্ধ না থাকিলে—আভ্যন্তরিক রোগের জড় না মরিলে, শরীরের বহির্ভাগে ঔষধ লেপনে তাদৃশ সুফলের আশা থাকে কি ?

অনিয়মিত ও অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়চালনা।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীগণের ইন্দ্রিয়সকল অতি অল্পবয়সেই সতেজ হয়। উপযুক্ত শিক্ষা ও সংযমের অভাবে এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে অতি অল্পবয়সেই প্রায় সকলেই অস্বাভাবিক ও অনিয়মিত ইন্দ্রিয়-সেবায় রত হয়; ইহা বোধ হয় প্রায় সকলেই অবগত আছেন। শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রত্যেক ৬০ ফোঁটা রক্তে এক ফোঁটা শুক্র উৎপন্ন হয়। ঐ পরিমাণে রক্ত হইতে প্রতিদিন যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহা প্রতিদিন ব্যয় হইয়া যাইলে শুক্র শরীরে জমিতে পারে না, সুতরাং শুক্র হইতে মজ্জা জন্মিতে পায় না। তাহার ফল কি ?—প্রথমে স্বাস্থ্যনাশ; দ্বিতীয়ে শরীরের জীর্ণতা; তৃতীয়ে যৌবনে বার্দ্ধক্য; চতুর্থে অকালে অসময়ে মৃত্যু। এই ঘটনা নিয়তই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতেছে, অথচ আমরা ইহার নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছি না, উপায় জানিবার চেষ্টাও করিতেছি না; নিয়ত অন্ধের মত হাতড়াইতেছি। ইহার কি উপায় নাই ?—আছে। ইহার উপায় সবল ও সতেজ রক্ত যাহাতে অধিক পরিমাণে শরীরে প্রস্তুত হয়, তাহা করিতে হইবে; নতুবা ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। কিন্তু হায়! আমরা সে সময় কিছু উপায় করিতে পারি না, মনের যন্ত্রণায় মরমে মরমে মরিয়া যাই। বাজারের যা তা বিজ্ঞাপনসর্ব্বস্ব পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া মানসিক অবসাদকে

আরও কঠিন হইতে কঠিনতর করিয়া তুলি, শেষে কর্ম্মফল বলিয়া নিস্তেজ জীবন লইয়া থাকি কেন?—

উপদংশ ও গণোরিয়া।

ইউরোপীয় চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে উপদংশ ও গণোরিয়া সমজাতীয় ফিরিঙ্গি-রোগ। উপদংশ মূত্রনালীর বহির্দ্দেশে এবং গণোরিয়া মূত্রনালীর মধ্যে হইয়া থাকে। এই রোগ অপবিত্র বেশ্যা-সংসর্গ-দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। যিনি একবার এই ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তিনিই ইহার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিলক্ষণরূপে ভুক্তভোগী হইয়াছেন। বাহির হইতে এই রোগ আনিয়া অনেকে নিজের স্ত্রীর জীবনপর্য্যন্ত বিষময় করিয়া তুলেন। রোগের প্রথম অবস্থা হইতে শরীরে নানা-প্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হয়; মনে স্বচ্ছন্দতা থাকে না। অবসাদ, অগ্নি-মান্দ্য, আলস্য, স্মৃতিভ্রংশ ইত্যাদি লক্ষণ ইহার উপসর্গ। এই দুইটী রোগকে প্রথমাবস্থায় বিশেষভাবে চিকিৎসা করিয়া আরাম না করিলে উহাদের বিষাক্ত-বীজ স্থানীয় রক্তকে বিষাক্ত করিয়া কুঁচকীর অভ্যন্তরস্থ (Glands) গ্ল্যাণ্ডস্‌গুলিকে স্ফীত করে; তাহাতেই (ব্রধ্ন) বাঘী উৎপন্ন হইয়া থাকে; তখনও যদি রোগ সমূলে আরোগ্য না-করা যায়, তবে ঐ গণোরিয়া উপদংশজনিত বিষ শরীরস্থ রক্তকে আক্রমণ করিয়া বিষাক্ত করিয়া তোলে। তাহাতে শরীরে (সিফিলিটিক্ ইরাপসন্স) বাহির হয়। এ সময়েও ঔষধ খাইয়া রক্ত বিশুদ্ধ না করিলে, পরে নানাবিধ রোগ—এমন কি কুষ্ঠ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব উপদংশ বা গণোরিয়া হইলেই, প্রথমেই যাহাতে রক্তবিকৃতি না হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা মানবের প্রথম কর্ত্তব্য।

পারাদোষ।

পারার কথা আর বলিতে হইবে না, ইহা এক পুরুষের হইলে তাহার অধঃস্তন সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত দেখা দিয়া থাকে। এমন প্রায়ই দেখিবেন, একজনের পাঁচড়া, ব্রণ ইত্যাদি ত্বরায় আরোগ্য হয়, আর একজনের সারিতে দেরী হয়। ইহার কারণ কি? যে কখনও পারা বা অন্য কোন বিষাক্ত-দ্রব্য ব্যবহার করে নাই, তাহার পাঁচড়া ব্রণাদি সারিতে বিলম্ব হয়, গৃহিণীপ্রবাদে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার গা পচা থাকে, নামও হয় পচা, ইহার কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান করুন দেখিবেন, ঊর্দ্ধতন কোন না কোন পুরুষের রক্তবিকৃতি ঘটিয়াছিল, তাহার জের

এখনও চলিতেছে। ' বিশেষতঃ উপদংশ ও পারাবিষের ক্রিয়া শরীরের এক স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রথমেই এই দুইটী রোগ রক্তবিকৃতি করিয়া চর্ম্ম, মেদ, মাংস, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহ এমন কি অস্থি, মজ্জা পর্য্যন্ত বিকৃতি করিয়া দেয়। অতএব উপদংশ ও পারদ-দুষ্ট রোগে প্রথমেই যাহাতে রক্তবিকৃতি না হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা মানবের অবশ্য-কর্ত্তব্য।

নানাবিধ স্ত্রী-ব্যাধি।

"পুরুষের নানাবিধ অপবিত্র রেতঃ-সংযোগে বিবিধ জটিল স্ত্রী-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ঐ অপবিত্র বীর্য্যসহযোগে স্ত্রালোকদিগেরও রক্তবিকৃতি হইয়া শ্বেত-প্রদর, রক্ত-প্রদর, কষ্টরজঃ, অনিয়মিত ঋতু, পেটে বেদনা, নাভিদেশে যন্ত্রণা, গর্ভধারণে অক্ষমতা, শরীরের কৃশতা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির বৃদ্ধি হয়। ইহা নিবারণের উপায় কি?

ভীষণ রক্তদুষ্টি হইতে রক্ষার উপায় কি?

যাহাতে অল্পসময়ে অল্পখরচে লোকে নানাবিধ জটীল রোগের আকর রক্তবিকৃতি হইতে উদ্ধার হইতে পারেন, যাহাতে গোপনে অল্পায়াসে সকলে নিরাময় হইতে পারেন, সেইজন্য আমরা রক্তবিকৃতির একমাত্র ঔষধ ত্রিকালদর্শী মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত, অনন্তমূল, শালমমিশ্রী, শ্যামালতা, ছাতিমছাল প্রভৃতি রক্তশোধক ৬৪ প্রকার চরকোক্ত ভেষজ-উপাদানের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জারিত স্বর্ণের সংযোগে এই—

চরক সালসা

অতি সুলভে লোকের ঘরে ঘরে বিলাইতেছি। ইহার অত্যল্প পরিমাণ সেবনে সকলে অশেষ উপকার পাইতেছেন ও পাইবেন।

চরক সালসা সেবনে

যে কোন নিয়মভঙ্গের জন্য বা যে কোন রোগের জন্য রক্তবিকৃতি হউক না কেন, ইহা সেই বিকৃত রক্তকে তো বিশুদ্ধ করিবেই অধিকন্তু ইহা শরীরে সতেজ, বিশুদ্ধ রক্ত-কণিকা সৃষ্টি করিবে।

অতএব যদি

দূষিত রক্তকে পরিষ্কৃত করিতে চান, কৃশ ব্যক্তিকে সবল ও মোটা করিতে চান, শরীরের লাবণ্য ও পুষ্টি-বৃদ্ধির আশা রাখেন ক্ষুধাবৃদ্ধি করিতে ও কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখিতে ইচ্ছা করেন, স্মরণশক্তি ও মেধা-শক্তির

অভাব অনুভব করেন, চর্ম্মরোগ ও ক্ষত রোগে পীড়িত হয়েন, পারার ঘায়ে সর্ব্বস্থান জর্জ্জরীভূত হইয়া থাকে, উপদংশ বা গর্ম্মির ঘায়ে কাতর হন, সর্ব্বপ্রকার বাতবেদনা নিবারণে ইচ্ছা করেন, অর্শ ও ভগন্দর যদি সারাইবার ইচ্ছা থাকে, সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগে যদি ধন্বন্তরি সদৃশ ঔষধ দেখিতে চান, তবে এই মহর্ষি চরকের আশীর্ব্বাদস্বরূপ

চরক সালসা গ্রহণ করুন।

চরক সালসা সকল ঋতুতে সকল অবস্থায় সেবন করিতে পারিবেন। শতকরা ৯৯ জন এই সালসা সেবনে হাতে হাতে এই শুভ ফল পাইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কেহই বিফল মনোরথ হন নাই। ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত প্রদত্ত হয়, তাহাতে পথ্যাদি ও ঔষধ সেবনাদি বিশেষভাবে লিখিত আছে।

চরক সালসার মূল্যাদি —

১ এক শিশি	১৲ এক টাকা,	ডাকমাশুল ।৴৹	পাঁচ আনা।
একত্রে ৩ তিন শিশি	২৷৹ আড়াই টাকা,	" ৸৹	বার আনা।
" ৬ ছয় শিশি	৪৸৹ চারি টাকা বার আনা,	" ১।৹	পাঁচ সিকা।
" ১২ বার শিশি	৯৲ নয় টাকা,	" ১৷৹	দেড় টাকা।

পারা ও উপদংশজনিত ভীষণ রক্তদুষ্টির তেজস্কর ঔষধ

কিরাত

রক্তবিশুদ্ধির প্রধান উপাদান তিক্তরস। এইজন্য পূর্ব্বতন যোগী-ঋষিরা নিমের হাওয়া লাগাইবার জন্য বসতবাটীতে নিম্ববৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা দিতেন। নিম্বের বাতাস লোমকূপের মধ্য দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত বিশুদ্ধ করে। নিমপাতা সিদ্ধজলে ঘা ধুইবার ব্যবস্থা, ঘায়ের কীটাণু নাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা এইজন্য মহর্ষি বাগ্‌ভটের মতে, বহু গবেষণার ফলে ২৬ প্রকার অতিরিক্ত তিক্তরসের সারে এই "কিরাত" প্রস্তুত পূর্ব্বক, স্থানীয় বহুতর রোগীকে আরোগ্য করিয়া তবে এই বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছি। উপদংশ বা গণোরিয়ায়, পুরুষানুক্রম পারদ-শক্তিতে অথবা নিজেই পারা ব্যবহারে রক্তদুষ্টির জন্য—নাক ও কাণের ভিতরে ঘা, গাত্রে ঘন ঘন ব্রণ হাত ও পায়ের তলায় চামড়া উঠিয়া যাওয়া, কাল

কাল ও সাদা সাদা দাগ, গাত্রে চাকা চাকা দাগ হওয়া, সর্ব্ব গাত্রে মসুরির মত দাগ, ব্রণ প্রভৃতি যে সমস্ত চর্ম্মরোগ ও গাত্রকুণ্ডি হয়, তিনি যদি আমাদের প্রাতে "কিরাত" ও সন্ধ্যায় "চরক সাল্সা" সেবন করেন, তবে তাহার ফল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। ১৫ দিনের মধ্যেই উপকার বুঝিতে পারিবেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ব্যবস্থা-পত্র মত ৩ মাস ব্যবহারে কুষ্ঠ অবধি আরোগ্যলাভ করিবে।

মূল্য ১৬ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

সুখিনী করিয়া নিজে সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, বিলাসিতার চরমোৎকর্ষের ইচ্ছা থাকে, প্রমদা প্রসঙ্গে রমণীরঞ্জনে নিজে রঞ্জিত হইতে ইচ্ছা হয়, তবে এই মধুররসাত্মিকা যুবক যুবতীর হৃদয়ের হার,বাজীকরণ ও বীর্য্য-স্তম্ভের শ্রেষ্ঠ রসায়ন—

মদনবিলাস

ব্যবহার করুন। শরীরের জ্যোতিঃবর্দ্ধন এবং চিত্তের সজীবতা ও প্রফুল্লতা উৎপাদন করিয়া ঈষৎ মৃদুমধুর প্রফুল্লতার ভাব আনিয়া নবযৌবনের সঞ্চার করিবে। শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তির জন্য ইহা সায়ংকাল সেবনীয়। অশীতিপর বৃদ্ধও মদনবিলাস সেবনে মনে আনন্দ পাইবেন। সুস্থাবস্থায় বা অসুস্থবস্থায় সকল অবস্থায় সেবনীয়।
মদনবিলাসের এত আদর কেন? বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভ কাহাকে বলে?

মহর্ষি চরক বলেন,—"যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজী-বল্লভতে নরঃ ব্রজেচ্চাভ্যধিকং যেন বাজীকরণ মেবতৎ॥" অর্থাৎ যে সকল ঔষধ ও খাদ্যে পুরুষ বিশেষভাবে বিশেষ প্রকারে সামর্থ্যলাভ করে, এবং বহুবার সামর্থ্যলাভে সমর্থ হয় তাহাই বাজীকরণ, আর তরল বীর্য্য গাঢ় হইয়া যাহাতে ধারণাশক্তি জন্মে তাহাই বীর্য্যস্তম্ভ। যে শক্তির অভাবে মানব মনের দুঃখে কাল কাটায়, যে শক্তির অভাবে পুরুষ পুরুষার্থ হারায়, যে শক্তির অভাবে দেহের পরম পদার্থ শুক্র হ্রাস ও তরল হওয়াতে যৌবনের শক্তি বিলুপ্ত হয়, জীবন বিড়ম্বনার কারণে পরিণত হয়, ইচ্ছায় নিষ্ফল ও অনিচ্ছায় সফল হইয়া বিফল মনোরথ ও আশাভঙ্গ করে, ইন্দ্রিয় বক্র ক্ষুদ্র ও শীর্ণ হইয়া শুক্রতারল্য রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকে, সেই সকল অশান্তির শান্তিফল এই মদনবিলাস বটিকা। এই বটিকাতে বাজীকরণ, বীর্য্যস্তম্ভন ও প্রচণ্ডরূপে উত্তেজনা সকল গুণই বর্ত্তমান। বটিকা সেবনে হাতে হাতে ফল পাইবেন। ১ কৌটা (৩০ বটিকা পূর্ণ) ১৲ এক টাকা, ৩ কৌটা ২॥০ আড়াই টাকা, ডজন দশ টাকা।

ধাতুদৌর্ব্বল্য জন্য—"কল্পতরু রসায়ন", প্রমেহের জন্য—"দুর্গতিনাশিনী"
পুরুষত্ব জন্য—"মদনবিলাস"

এই তিনটী ঔষধ ব্যবহার করুন, নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভ করিবেন।

ভারত-আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডার

১১৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা।